আনন্দ-লহরী।

(বিকল্পে)

সমাজ সংস্কার।

সামাজিক নক্সা।

A

SOCIAL SKETCH.

কলিকাতা, ৭৮ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট,

এ, সি, লা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা;

৬ নং ভীম ঘোষের লেন,

গ্রেট ইডিন্ প্রেসে,

মেঃ ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৬ সাল।

আনন্দলহরী।

(বিকল্পে)

সমাজ-সংস্কার।

প্রথম লহরী।

প্রথম পরিচয়—কাপ্তেন বাবু।

আমাদিগের আখ্যায়িকোল্লিখিত ব্যক্তি কতিপয় মধ্যে গজেন্দ্র-লাল রায় একটী প্রধান চরিত্র। ইহাঁরা দুই সহোদর; জ্যেষ্ঠ গজেন্দ্র ও কনিষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্র। এই ভ্রাতৃদ্বয় সহর নিবাসী কোন ঐশ্বর্য্যশালী সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্র। অল্পদিন হইল ইহাঁদিগের পিতার পরলোক হইয়াছে। তাঁহার বিপুল বিভবের উত্তরাধি-কারী এই যুগল যুবাদ্বয়। এক্ষণে ইহাঁরা বাবু—ঘোর বাবু; কিন্তু আমি দেখিতেছি "বাবু" শব্দের পশ্চাতে কেবলমাত্র একটী করিয়া "ঘোর" যুড়িয়া দিলেও বাবুদ্বয়ের প্রকৃতিগত ভাবার্থ তত স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয় না। সুতরাং বিস্তর গভীর গবেষণার পর এই স্থির করিলাম যে "ঘোর" শব্দের পরে ও "বাবু" শব্দের পূর্ব্বে অর্থাৎ দুয়ের মধ্যস্থলে আরও একটী করিয়া বিশেষণ শব্দ ব্যবহার করিলে ভাল হয়। শব্দটী কিন্তু জাহাজী; তা

করি কি—অর্থাৎ "বাবু—ঘোর বাবু"—"ঘোর কাপ্তেন বাবু"—এক্ষণে এই ঘোর কাপ্তেন বাবুদ্বয়ের কিঞ্চিৎ জীবন কাহিনী বলা আবশ্যক। প্রথমে শ্রীমান্ গজেন্দ্র বাবুর কথা বলি—

যৌবনকলিকা মুকুলিত না হইতেই, সংসর্গ দোষে গজেন্দ্রলালের চরিত্র-কুসুমে নানারূপ পাপকীট প্রবেশাধিকার করিয়া বসিল;—অর্থাৎ গজেন্দ্রলাল স্কুলে যায়; স্কুলে এমনি কতকগুলো নষ্ট ছেলে থাকে তাহারা না পড়িয়া স্কুল পলায়ন করে। গজেন্দ্রলালও একজন সেই শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত হইল। সে নিত্য স্কুল পালাইয়া আড্ডায় আসিয়া গুড়ুক ফুকিয়া যথা বিহিত ইয়ার্কি কার্য্য সমাপনান্তে যথা সময়ে গাড়ি করিয়া বাড়ী আসিয়া সমুপস্থিত হয়। এই প্রকারে কিছু দিন যায়। কিন্তু পাপ আর অধিক দিন অপ্রকাশ থাকে না, শীঘ্রই সে সংবাদ পিতৃসমীপে সমুপস্থিত হইল। পরে পিতৃদেবের পিড়াপিড়িতে সময়ে সে পীড়ার অনেকটা অবসান হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তজ্জন্য যে চির-অভ্যাসগত ইয়ার্কি কার্য্য এক দিনের তরে বন্ধ থাকে নাই, সে কথা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি; নহিলে মধ্যে মধ্যে তাঁহার পড়িবার বৈঠকখানা ঘর হইতে এক আধটা ব্রাণ্ডির ফ্লাস্ক কোথা হইতে আসিত?—ফল কথা গজেন্দ্রলাল ইস্তক বওয়াটে, বওয়াটে বটে, তা বলিয়া কিছু এত দূর নয় যে তাঁহার বিপক্ষে কোন দিন এমন কোন গুরুতর অভিযোগ শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল, যে তিনি তাঁহার পিতাকে গুলি করিতে গিয়াছিলেন, কি প্রতিবাসীর বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া আসিয়াছিলেন বা সমাজে নাম লেখাইয়াছিলেন।

বওয়াটে বলে কি কখন বড় মানুষের ছেলের বিবাহ আটক

থাকে? গজেন্দ্রলালের ত থাকিল না, বিবাহ হইয়া গেল। লিখিতে সঙ্ক্ষেপ করিলাম ব'লে যে বিবাহ কার্য্যও সেইরূপ সঙ্ক্ষেপে সারা হইয়াছিল তাহা নহে; বড় মানুষের ছেলের বিবাহ যেরূপ ঘোর ঘটা করিয়া হওয়া উচিত, এ বিবাহ সেইরূপ সমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছিল।

বিবাহ কার্য্যত সারা হলো, কিন্তু ছেলের যে বাবুফট্‌কা রোগটা আছে সেটাত সারিল না। বরং দিন্‌কের দিন তাহা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নাই সারুক্, তবে এই অবসরে আমরা জ্ঞানেন্দ্র বাবুর দুই একটা কথা সারিয়া ফেলি।

জ্ঞান আমাদের ছেলে নেহাত নিন্দের নয়, পড়া শুনায় বেস আঁটা। তবে চাল চলন গুলা কিছু বাঁকা, মেজাজ্‌টা কিছু ইংরেজিতর—কিছু কেন—ষোল আনা—তবে বাপের ভয়ে বড় একটা কিছু হয়ে উঠেনা—পুরো সাহেবটা সাজ্‌তে পারেনা। বয়সে জ্ঞানেন্দ্র, গজেন্দ্র অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট। গজেনের যে বৎসর বিবাহ হয়, জ্ঞানও ঠিক সেই বৎসর এণ্ট্রেন্স দেয়। গজেন্দ্রলাল ইতিপূর্ব্বে লেখা পড়ায় ইস্তফা দিয়াছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রের এখনও পড়া শুনায় বেস্ মন; তবে আর এরই বা বিবাহটা বাকি থাকে কেন? বিয়ের কথা উঠিল, ঘটক যুটিল, অনেক বড় বড় যায়গা থেকে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, শেষে এক জায়গায় স্থির হইল, কন্যা দেখা হইল, বউ পছন্দ হইল, বাপ বিয়ে দিলেন, তার পরেই ছেলেও এলে দিলেন। তারপর কর্ত্তা ও গৃহিণী উভয়ে পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া কিছুকাল সুখ সচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া, কর্ত্তা অগ্রেই ইহসংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

কর্ত্তাত সর্লেন। এদিকে ছোট বউ সোমত্ত হয়ে উঠ্‌লো, ছোট বাবুরও লেখা পড়ায় ফুলষ্টপ্ পড়্‌লো ; এইখান থেকেই তিনি মা সরস্বতীর সঙ্গে Goodbye bid কল্লেন। তারপর বাড়ীতে প্রেস বস্‌লো, একখানা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের অবতারণা করা হলো, কিছু দিন তাহা চলিল, সক্ মিটে গেল, তারপর সে সব উঠে গেল। তার পরই ঠাকুর দালানে সমাজ বস্‌লো, হিন্দুয়ানি উঠে গেল, বিদ্যাবাগীশের বার্ষিক বন্ধ হলো, হারম্যানের বাড়ী হ্যাট কোটের অর্ডার গেল, পাচকের জায়গায় বাবুর্চি বস্‌লো, প্রতিবাসীগুলোর পাড়ায় টেকা ভার হলো, এমন সময় নন্দলাল (ওরফে মিষ্টার এন্, সরকার)-ও এসে জাহাজ থেকে নামলো, সোণায় সোহাগা পড়্‌লো ;—এইখান থেকেই সমাজ-সংস্কার সুরু হলো।

একেই গজেন্দ্রলালের চরিত্র প্রথমাবস্থা হইতেই নষ্ট, তাহাতে এক্ষণে পিতৃদেব অবর্ত্তমান, ইহসংসারে যে আর তাহার কাহাকেও ভয় করিয়া চলিতে হইবে এমন লোক আর কেহই রহিল না। আর কাহাকে ভয়? তবে আছে এক মাতুল, হরি হরি! এ ক্ষেত্রে মাতুলের কথায় কর্ণপাত করে কে? তাঁহার উপদেশ-সূচক বাক্যকলাপ, সুরার স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা করে কে? সুতরাং গজেন্দ্র বাবু এখন নূতন "বাবু" নূতন "কাপ্তেন বাবু"। নূতন তর সখ, নিত্য নূতন নূতন কাণ্ড কারখানা, মেজাজ গরম, বাজার গরম, সহর সরগরম, নূতন কাপ্তেন বেরুলো, সহরে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল, হ্যাঁপায় প'ড়ে, ভাঙ্গা ফুটো কানা কুরকুটে রদি মালগুলো কেটে গেল। অমনি মোসাহেবগুলো কোথা থেকে ভুঁই ফোঁড়ের মতন পিল্ পিল্

করে বেরিয়ে পড়লো। যেমন প্রফুল্ল সরোবরে পদ্ম ফুট্‌লে ভ্রমর-গুলো এসে গুন্ গুন্ করে, মধুর কলসি ভেঙ্গে গেলে মাছিগুলো এসে ভ্যান্ ভ্যান্ করে,—বসন্তের উদয় হলে কোকিলগুলো এসে কুহু কুহু করে,—আপিস অঞ্চলে একটা চাকরি খালি হ'লে, চারিদিক্ থেকে উমেদার এসে ভেড়ে,—আর গো-ভাগাড়ে গরু প'ড়লে যেমন শকুনির টনক নড়ে, তেমনি বাজারে একটা কাপ্তেন বেরুলে মোসাহেবগুলো যেন কোথা থেকে হুম্‌ড়ে এসে পড়ে, তা আজি এ চির-প্রথানুগত নিয়মের ব্যতিক্রম কেন ঘটিবে? অমনি মায়ে মারা, বাপে খ্যাদান, হাড়্ হাবাতে, উন্‌পাঁজুরে, বরাখুরে প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় মোসাহেব মহোদয়গণ চারিদিক্ থেকে এসে ধাঁ ক'রে বাবুকে ঘিরে বস্‌লো—ওহো! সে দৃশ্য কি মহা শোচনীয়! যেন জয়দ্রথ প্রভৃতি সপ্ত মহারথী ষড়যন্ত্র করে ব্যূহ বন্ধনপূর্ব্বক অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যুর প্রাণ সংহারে সমুদ্যত! সে ব্যূহ ভেদ ক'রে বালকের প্রাণ রক্ষা করে, কাহার সাধ্য?

এখন বাজে কথা ছাড়, কাজের কথা পাড়,—ঐ দেখ! দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটা বুল্‌হুইস্কির কর্ক্ উড়ে গেল!—চেপে ঢাল,—কেয়া পরওয়া, বি মেরি,—বস্ করো,—তর্ হোগিয়া,—বাজি ভোর—বাজাও বিউগ্‌ল—চালাও চৌঘুড়ি। তারপরই কাপ্তেন বাজারে বেরুল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে মদের ডিউটি বেড়ে গেল, এসেন্স অটো আক্রা হলো, রোমজানি মহলে কম্পিটিসন্ পড়লো,—ময়না বুড়ির বিক্রম বাড়্‌লো,—বিমলির বেটা বাবু হলো,—পোয়াতিগুলো কেঁদে মলো,—ছেলেগুলো অন্নাভাবে শীর্ণ হলো, আড্ডায় কমিটী বস্‌লো,—হ্যাণ্ডনোটের দালাল জুট্‌লো,—জমিদারী লাটে উঠ্‌লো,—never mind খোল ব্রাণ্ডি,

লে আও রেণ্ডি, চালাও চৌঘুড়ি—বাজাও বিউগ্‌ল, ব্যাপার রৈ রৈ—মেদিনী কম্পবান্! বাপ্‌স্ কি দাপট্! দেখ্‌তে দেখ্‌তে কাট ফাটা প্রচণ্ড দুই প্রহরের রৌদ্রের চোটে হৈ হৈ শব্দে কাপ্তেনের English thorough-bred waller চতুষ্টয় গ্যালপে এসে গলদ্‌ঘর্ম্মে গুনী গোয়ালিনীর বন্‌ঝির নাচ্‌দরজায় এসে লাগ্‌লো! অমনি যেন একটা মহা হুলুস্থুল পড়েগেল! যেন অমনি—আরে ছি! কি লিখ্‌ছি? তবে এইখানথেকেই এ অধ্যায়ের ইতি করা গেল।

দ্বিতীয় লহরী।

কাপ্তেন ও মোসাহেব, তথায় শ্রীমাতুল।

সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। সূর্য্যদেব সমস্ত দিন ধরে রাউণ্ডে ঘূরে ঘূরে আক্রান্ত হ'য়ে সংসার পল্লির সমস্ত কাণ্ডকারখানা, সেরজমিনে তন্ন তন্ন ক'রে তদারক ক'রে যাইবার কালিন একবার গজেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানা ঘরের উন্মুক্ত গবাক্ষ দ্বার দিয়ে উঁকি মেরে নিজ আস্তানায় প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছেন,—অদ্যকার রাউণ্ডের রিপোর্ট কি লেখে বলা যায় না, বোধ হয় বড় সন্তোষজনক নয়—কারণ, এবারকার তদারকে স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে যে, সংসার পল্লির সমস্ত লোকগুলো সত্য সত্যই বদমাইস্; সকলেই স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক, জাল জালিয়াৎ, ঠক, প্রবঞ্চক, পরহিংসা-পরায়ণ, পরস্ত্রীতে আসক্তচিত্ত, পরদ্রব্যা-পহারক, পর-নিন্দা-পরায়ণ প্রভৃতি গুরু পাপে প্রবৃত্ত। গুরু-দেব! এ পাপের কি বিহিত নাই? যাক্, পরের ভাবনা ভেবে আমাদের মস্তিষ্ক উত্তপ্ত করিবার প্রয়োজন নাই। সম্প্রতি গজেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানা ঘরের গবাক্ষপথে Executive officer উঁকি মারে কেন? ওখানে কি কোন আইনবিরুদ্ধ অন্যায় কার্য্যের অবতারণা হইতেছে? কই তা ত কিছুই নয়, তবে কি? পাঠক মহাশয়ের জানিবার জন্য যদ্যপি নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়া থাকে, তবে আসুন না কেন প্রবেশ করি; দেখি, রকমখানাই বা কি? ভয় নাই সঙ্গে থাকুন, আমাদের সঙ্গে থাকিলে ভয়ের কোনই কারণ নাই, নিশ্চয়ই নিঃসঙ্কোচে

প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন; কারণ গ্রন্থকারদিগের সকল স্থানেই সমান Access, তাঁহাদের নিকট Free pass থাকে, তবে খাতির না পান, চাবুক খাবেন না। প্রবেশ করি,—একি! বাবু এ অবস্থায় এমন করে একা ব'সে কেন? সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, সন্ধ্যাহ্নিকেরও কোন আয়োজন দেখিনা। এমন সময় একজন ভৃত্য এসে ফানসের বাতিগুলো জেলে দিয়ে গেল, তারপর আর একবার আল্‌বোলায় একটা কল্‌কে বদ্‌লে দিয়ে গেল। বাবু উপাধানে আড় হয়ে প'ড়ে আল্‌বোলার মুখনল্‌টী আপন অধর-ওষ্ঠে সংযোগ করাইয়া দিয়া শ্রমহারি তামাকু-দেবীর সহিত প্রিয়-আলাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যে, একটী আধটী করিয়া মোসাহেবগুলিও আস্‌তে আরম্ভ হলো, ক্রমে ঘেটের কোলে অনেকগুলি আসিয়া জম্‌লো। কিন্তু অদ্য বাবুর নিত্য নৈমিত্তিকতার বৈপরীত্য দর্শনে, মোসাহেবগুলো একটু মুস্‌ড়ে গেল। পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। (অবশ্য অন্যান্য কথা বার্ত্তা চলিতে লাগিল।) এমন সময় বাবু বলিল, "ভাই আজ কিছু হ'চ্ছেনা,—রিয়েকার্য্য বন্ধ, বাড়ীতে গুরু এসেছেন।" গুরু আসিয়াছেন, আসুন, কিন্তু "রিয়েকার্য্য বন্ধ" এই রস-বিহীন বিশুষ্ক শব্দটী ইয়ার লোকের কর্ণে বড়ই বেসুরা বাজিল। কি আপদ! এ সংসারে কি ছাই যেখানেই যাই, শুন্‌তে পাই বেলয় বেসুরো? কে এ ছার সংসার এমন বেসুরে বেঁধে রেখেছে গা? বড় সাধ করিয়াই আসিয়াছি আনন্দ করিব, অমনি যেন সে সাধে কে বাদ সেধেছে! অমনি যেন আগে সেটীতে বাধা প'ড়েছে! কেন গা? সুরে লয়ে গঠাইয়া না বাঁধিতে জানিলেই কানে বেসুরো লাগে, তাই বাধাও পড়ে?

পড়েত পড়ুক, ও ছাই পড়া পড়ির কথা পেড়ে আমরা কেন মাঝখান থেকে মারা যাই?—এসংসারের কাজই হলো গিয়ে উঠা পড়া,—সংসারে নিত্যই পড়্ছে নিত্যই উঠ্ছে, উঠ্‌লেই পড়্তে হয়, আবার পড়্লেই উঠ্তে হয়,—Actionএর পর Re-action, এটী আমার ঘরগড়া কথা নয়, Assumed fact বিজ্ঞানের মত; মেঘ উঠ্‌লেই জল পড়ে, ঝড় উঠ্‌লেই গাছ নড়ে, পাতা পড়ে, ধূলো উড়ে, আর কথা উঠ্‌লেই কথা পড়ে, আবার উথ্‌লে উঠ্‌লেই উপ্‌ছে পড়ে, আবার যেমন একটা হুজুগ উঠ্‌লে সম্পাদকদের লেখবার ধুম পড়ে;—কেও বা পড়ে, কেওবা ভাবের ভোরে ঢলে পড়ে, আবার কেও বা চলে যেতেও হুচ্‌টে পড়ে,—কেও নাটক পড়ে, কেও নভেল পড়ে, কেও বা ঘুমিয়েও পড়ে, কেও বা সুয়েও পড়ে, আবার কেও ঘুম ভাঙ্গলেই উঠে পড়ে,—আঃ কি ঝকমারি? পোড়া এক পড়াপড়িব কথা পেড়েই যে পাড়া তোলপাড় করে তুল্লে, এদিকে একবার এসোনা গা—চেয়ে দেখনা,—কে যে একজন কোথা থেকে এসে বাবুকে যে বেজায় বক্‌তে লেগেছে? তাই ত বটে! ইনি আবার কমেন থেকে কে এলেন?—ওঃ চিনেছি! ইনিই না বাবুর মাতুল? তা হলেনই বা মাতুল; মাতুল মাতুলই আছেন,—তা এত বকাবকির দরকার কি? আর এত বকুনুই বা কিসের? সে তার পবিত্র আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত, মদ খায়, মজা লোটে, অখাদ্য খায়, উচ্ছন্ন যায়, আপনার পয়সা আপনি উড়ায়, মামার, তায় মাথা ব্যাথা প'ড়েছে কি? তাঁর এ অনধিকার-চর্চ্চায় অধিকার কি? মামা ত বড় অর্ব্বাচীন্, অজবুক্, অসভ্য, অরসিক। আচ্ছা তাই যেন হলো মামা, ধর যেন বকিল মামা, কিন্তু মামা

যে বকে, মামাতে সে মামাত্য কই? মহত্ত্ব কই? চেহারায় চটক কই? চক্ষে চসমা কই? রসনায় রস কই? ভর্ৎসনায় ভাব কই? ধমকে গাম্ভীর্য্য কই? রাগে রাগিণী কই? দীপকে আগুণ কই? মোল্লারে জল কই? আচ্ছা, এসব যেন নাই রহিল; কিন্তু একবার কান থাকেত শুন দেখি?—মামা যে ভাষায় ভাগ্‌নেকে ভর্ৎসনা কচ্ছেন, তাই বা কি ছাই রুচিদোরস্ত? তবেই ত, এই-খানে বলিতে হয়, যদ্যপি সেই স্থানে একজন সভ্যতাভিমানী সুরুচি-সম্পন্ন ভ্রাতৃভাবাপন্ন ভারৎসন্তান সমুপস্থিত থাকিত, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ পেনেল কোডের পাতা উল্টাইয়া ধারা বাহির করিয়া মামার নামে মান হানির চার্জ্জ্ রুজু কর্ত্তে পরামর্শ দিত সন্দেহ নাই; কিন্তু মামার (না আমার?) সৌভাগ্য বশতঃ সে শ্রেণীর লোক কেহ সেস্থানে সমুপস্থিত ছিলনা; অথবা ছিল কি না সে কথা নিশ্চয় বলিতে পারিনা, কিন্তু কেহ তাহা করিল না, সুতরাং মামাও এবার নিস্পরওয়ায় ভাগ্‌নেকে ভর্ৎসনা কর্‌বার পরোয়না পাইলেন।

ভাগ্‌নের অবস্থা আজি অতীব প্রকৃতিস্থ, মাতুলও বড় সুচতুর, তাই সুযোগ বুঝিয়া আসিয়া হাজির। মামা আবার সেইরূপ সরু মোটা খেলাইয়া পঞ্চমে নিখাদে গলা মিলাইয়া, সময়োচিত সুর আঁচিয়া আরম্ভ করিলেন;—

"বাপ্‌! তোমরা কি মনে করেছ, এমনি দিনই চিরদিন যাবে?—রাজার ভাণ্ডার অনাটন হয়,—অমন অকারণে বিষয় গুলো জলে দিলে, ভবিষ্যতে কি দশা হবে বল দেখি? তোমা-দেরই ভালর তরে বল্‌ছি, এখনও বুঝে চল্‌তে পাল্লে, সকল দিক বাজায় থাকে বিষয় রক্ষা পায়, আর অমন অনর্থক অর্থগুলো

বাস্বাদে নষ্ট কল্লে তোমরাই পরিণামে কষ্ট পাবে, গোল্লায় যাবে,—সে বার ছোট ছোঁড়াটার জন্যে কি কাণ্ডটাই না করা গেল ? নাবালক বলেই যেন রেহাই পেলে, আদালত না মঞ্জুর কল্লে, প্রতিবারই ত আর এক ওজোর চলেনা।"

গজে। "আপনি কেবল ভাল মানুষ পেয়ে আমাকেই বকেন বইত নয়,—তার কাছে এগুতে পারেন না। আমার কি আর আজ কাল অন্যায় কিছু দেখ্‌তে পান ? বিষয় Mortgage দিচ্ছি, না হ্যাণ্ডনোট কাটছি না, কি কচ্ছি ?

মাতু। সে ভালইত, হ্যাণ্ডনোট কাট্‌তে হবে কেন বাপু! আর ধারই বা ক'র্‌বে কেন ? তোমাদের অভাব কিসের ? কর্ত্তারা যা রেখে গিয়েছেন, পুরুষানুক্রমে বাবুআনা করে কাটিয়ে যেতে পার্‌বে।—কি জান ? আমি তোমাদের দুইজনের কথাই বল্‌ছি, তোমাদের এখন বুদ্ধি হয়েছে, জ্ঞান জন্মেছে, সবইত বুঝ্‌তে পার ? তবে কি জান ওরিই মধ্যে একটু বিবেচনা ক'রে চল্লে ভবিষ্যতে তোমাদেরই ভাল আমার কি বল ? আমি মামা বইত নয়,—বুঝে চলতে পাল্লে তোমাদের বিষয় তোমাদেরই থাকবে, সে পয়সা কিছু আর আমার ঘরে যাবেনা, আর ও রকম বেজায় কল্লে শেষ তোমরাই ভুগ্‌বে। পয়সা আছে, আচ্ছা খরচ করনা কেন ? তবে ন্যায্য আর অন্যায্য, কেন কর্ত্তারাও ত খরচ পত্র ক'রে গিয়েছেন অজস্র, তাঁরাও ত কোন বিষয়ে কার্পণ্যতা করে যান নাই, কিন্তু তাঁদের তোমাদের মতন এমন অসৎ ব্যয়ে একটী পয়সাও নষ্ট হয় নাই,—তাঁরা যা ব্যয় ক'রে গিয়েছেন, সমস্তই সৎকার্য্যে,—আহা! একবার মনে করে দেখ দেখি, এই বাড়ী কি ছিল আর এখন কি হ'য়েছে!

তাঁদের আমলে এই বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব, দান ধ্যান, ক্রিয়ে, কলাপ প্রভৃতি বার মাসে তের পার্ব্বণ হ'য়ে গিয়েছে! আর তোমরা ক'ল্লে কি? ক্রমে ক্রমে সেই পূর্ব্বকীর্ত্তিগুলি লোপ পাইয়ে ব'সলে! আহা! পূজার সময় কতই আনন্দ! এই বাটীতে কত ধূম! নাচ, তামাসা, যাত্রা, লোক জন খাওয়ান, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদেয়, কাঙ্গালিকে অন্নদান, এমন কি কুটুম্ব প্রতিবাসী-দিগের বাড়িতে তিন দিন রন্ধন কার্য্য নিষিদ্ধ, অবারিত দ্বার, আর এখন কি না নাচের ভিকারি এক মুটো মুষ্টি ভিক্ষা পায়না! কেন? তোমার ঠাকুর কি বিষয় আশায় কিছু কম রেখে গিয়ে-ছেন? না তিনি মৃত্যু কালীন কিছু সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছেন? আহা এমন আনন্দের দুর্গোৎসব! আনন্দময়ী আস্‌ছেন সম্বৎসর পরে, কাঙ্গাল, ধনী, গৃহস্থ, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সমান সমুৎসুক! সকলেরই হৃদয় মহানন্দে উন্মত্ত! বন্ধুবান্ধব কুটুম্ব প্রতিবেশী সকলে একত্রীভূত হ'য়ে,—শত্রু শত্রুতা ভুলিয়া শত্রু মিত্রে একত্রে মিলিয়া, মহামায়ীর শ্রীচরণে জবা বিল্ব দিয়া মনের মালিন্য দূর ক'র্‌বে! হিন্দুর সর্ব্বস্বধন! হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, এমন আনন্দের দুর্গোৎসব! তোমরা কিনা তাকে পুতুল পূজো ব'লে তুলে দিলে?—একি বল্‌বার কথা!!

গজে। আমি কি বলি পুতুল পূজো? না আমাকে কখন সমাজে যেতে দেখেছেন?

মাতু। "এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার?" তুমি বলনাই বটে, কিন্তু তোমারও ত তাতে পোষকতা ছিল?

গজে। আমার পোষকতা? আমার আরও ইচ্ছা কর্ত্তাদের আমলে যেমন দোল দুর্গোৎসব হত্তো, আবার সেই সব বজায় করি।

মাতু। তা বেস, করোনা কেন? তার বাধা কি?

গজে। জানার তার মত হয় না।

মাতু। তা হবে কেন,—পূজার দালানে যদি প্রতিমা বসে, ত তার সমাজ বসে কোথায়? ক্রিয়ে কলাপ বন্ধ ক'রে হিঁদুয়ানি তুলে দিয়ে ঠাকুর দালানে যেন ভেটেরাখানা ক'রে তুলেছে—সমাজ ক'রেছে?—তার গুষ্টির মাথা ক'রেছে। "কি বল্‌বো ঘরের ছেলে ভাল নয়, নইলে সকল বেটাকে ঐ থামে বেঁধে এড়ো জুতো—তোর চস্‌মার গুষ্টির সৎকার করি,—দাড়ির গোড়ায় নিড়েন দি—"

গজে। আজ্ঞে,—সে সব ত আর আজ কাল কিছু নাই।

মাতু। নাই কি, আমি কিছু খবর রাখিনা নাকি? সব আছে; সেই চস্‌মা নাকে দাড়িওলা ছোঁড়াগুলো, সেই বুট মোজা পরা মাগিমদ্দানীগুলো, সে গুলোকে ত আমি হামেসা দেখি, ঐ গুয়োবেটীরাই ত ছেলে খাবার ডান।

গজে। আজ্ঞে, সে বেম্ম সমাজ আর নাই,—লোকগুলো প্রায় সেই সবই আছে বটে,—তবে এখন ধম্ম সমাজ উঠে গিয়ে "সমাজ সংস্কার" হয়েছে।

মাতু। সে আবার কি?—এতেই বা আছে কি, তাতেই বা নাই কি?

গজে। আজ্ঞে,—এতে সুধু ধর্ম্মের সঙ্গে সংশ্রব নাই,—তা ছাড়া আছে সবই,—রাজনৈতিক উচ্চ রোল,—সমাজ-নৈতিক হট্টগোল,—স্বাধীনতা লয়ে গণ্ডগোল, মূল কথা,—দেশের কুসংস্কার সকল সংশোধন, উদ্দেশ্য—ভারত স্বাধীন।

মাতু। ছুঁচো বেটারা! বেটাদের এখন নিজের চরিত্র

সংশোধন হয় নাই, ওরা আবার সমাজ সংস্কার কর্ত্তে বসেছে। যত বেটা লক্ষ্মীছাড়া হাড় হাবাতে যুটে ছোঁড়াটাকে যেন বাঁদর নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—বিষয়গুলো যেন খৈ কলা কচ্ছে! খপরদার—এই ব'লে রাখ্‌লেম, কোন বেটা কি বেটী যেন এ বাড়ীতে আর মাথা গলাতে না পায়।

গজে। আজ্ঞা, আমি কি কর্‌ব? আমার কথা কি শোনে? সে দিন আমাকেই হুম্‌কে মার্ত্তে এয়েছিল।

মাতু। কেন?

গজে। আজ্ঞা, সে ঐ ঠাকুর দালান নিয়ে ঝক্‌ড়া,—সে বলে, 'আমি ঐ ঠাকুর দালান ভেঙ্গে Billiard room কর্‌ব—'

মাতু। কি, ঠাকুর দালান ভেঙ্গে Billiard room!

গজে। আজ্ঞা হঁ্যা—আবার উকিলের বাড়ী আনাগোনা কচ্ছে,—Partition suit file কর্‌বে,—মন্ত্রী হ'য়েছে এন্‌, সরকার।

মাতু। এন্‌, সরকার? কে সে বেটা, গোব্‌রার বেটা গোবর্দ্ধন?

গজে। আজ্ঞা, জানেন না? সে ঐ সিম্‌লে গুপী সরকারের ছেলে,—সে যে ব্যারিষ্টার হয়ে এয়েছে,—কোর্টে ত আর কিছু হয় না, এখন এসে আমাদের জ্ঞানার স্কন্ধে চেপেছে।

মাতু। সর্ব্বনাশ! সে বেটা যে বাস্তু ঘুঘুর ছাওয়াল রে!

মাতুল মাথায় হাত দিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিয়া, আপনাআপনি আবার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন;— "তাই ত গা, এ হ'লো কি! কেবল অসৎ সংসর্গে মিশে এই গুলো ঘটেছে, নইলে জ্ঞানা ত আমাদের বরাবরই ছেলে

ভাল—আর সংসর্গ দোষই বা বলি কি ক'রে? এখনকার সকল ঘরেই হয়েছে ঐরূপ প্রকার—আমি বেস বুঝেছি, ও গুলো আর কিছুই নয়, এখনকার ইংরাজি শিক্ষার ফল।"

তখন মাতুলের অন্তঃকরণ, ক্রোধ ও ক্ষোভে আলোড়িত হইয়া উঠিল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আপনাআপনি কত কি বলিতে লাগিলেন। একবার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার উদ্যোগ পাইলেন। তারপর আবার তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন;—

"না আমি আজি এর একটা হেস্ত নেস্ত না করে যাচ্ছিনা,— এ যে দেখ্‌ছি বড়ই বাড়াবাড়ি করে তুল্লে,—সে গেল কোথায়? দেখি দেখি,"—বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন,—কিয়দ্দূর যাইয়াই আবার তৎক্ষণাৎ ফিরিলেন। তখন সকলেই দেখিল, মাতুলের মুখের ভাব কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এ ভাব কিছু শান্ত অথচ গম্ভীর,—মাতুল এবার শান্তভাবে ভাগ্নেকে বলিতে লাগিলেন, "বাড়ীতে গুরু এয়েছেন, দেখো যেন তাঁর কোন সেবার ত্রুটি না হয়, আর দেখো আজ যেন সেই রকম মাতা-মাতি আর না হয়।"

গজে। আজ্ঞা না, তার জন্য কোন চিন্তা নাই—আপনি যান।

মাতু। আর কেমন, কাল্‌কে তোমার মন্ত্র গ্রহণ করা স্থির হলো ত? কারণ কাল পূর্ণিমা, দিন ভাল,—তার পরই আবার অকাল পড়্‌বে।

গজে। মন্ত্র নেওয়া স্থির বৈ কি।

মাতু। সে ছোঁড়া ত একেবারে অধঃপাতে গিয়েছে,—

সাহেব সেজে,—অখাদ্য খেয়ে,—জাহাজি গোরা হয়ে দাঁড়িয়েছে—

বলিতে বলিতে মাতুল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় লহরী।

খুড়া ও তাহার মজার কথা!

মাতুল, গজেন্দ্রলাল বাবাজীর বৈঠকখানা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, কনিষ্ঠ ভাগিনেয় জ্ঞানেন্দ্রলাল বাবুর বৈঠকখানাভিমুখে যাত্রা করিলেন; ইচ্ছাটা এই, তাহাকে একবার যৎপরোনাস্তি ভৎ‍র্সনা করিবেন,—এমন সময় অর্দ্ধ পথে বাবুর খানসামা গোপালের সঙ্গে দেখা, গোপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট বাবু কোথায় রে?"

"বৈঠকখানায়।"

"কি কচ্ছে?"

"আজ্ঞা, তিনি এখন—আজ্ঞা—আজ্ঞা—"

"আজ্ঞা কি বল্?"

আজ্ঞা, আজ্ঞা,—আরম্ভ করিয়া—তার পর যা বলিল,—শুনিয়া,—সর্ব্বনাশ!—আর মাতুলের ভরসা হইল না, গতি ফিরাইলেন। সুতরাং যাইবার কালীন একবার ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাওয়া আবশ্যক বিবেচনায়, তিনি অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে মাতুল চলিয়া গেলেন দেখিয়া, গজেন বাবাজীর

আবার বিক্রম বাড়িল;—হুকুমজারি হইল, ভৃত্য হাজির হইল, তামাক চলিতে লাগিল। এতক্ষণের পর মোসাহেবগুলোর ধড়ে প্রাণ এলো, জড়দেহে জীবন সঞ্চার হইল। তখন মোসাহেব-শ্রেষ্ঠ নটবর বলিল,—

"কাল হলো ওদের Club day নয় বড় বাবু?"

বড় বাবু বলিল, "বল্‌তে পারি না ভাই, আমি আর ওদের কোন খপরই রাখি না।"

বড় বাবু রাখেন না, কিন্তু বলাইচন্দ্র সকল সংবাদই রাখিয়া থাকে; সে একখানি লোকোমোটিভ সংবাদ পত্র বিশেষ, সুতরাং নটবর দত্ত, তাহার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর, বলাইচন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইল। বলাই বলিল, "কাল নয়, পরশ্ব।"

নট। "পরশ্ব?—Subject হচ্চে কি?"

বলা। "Female Emancipation."

নট। ওরা যে দেখ্‌ছি আজকাল Female Emancipation নিয়ে বড় প'ড়েছে।

গজে। আরে, জ্বালাতন ক'রে তুলেছে মহাশয়,—ছোট বউটা ত সারা হলো,—তাকে নিয়ে সেই ফিটনে ক'রে বেরবে, বুট্ মোজা পরাবে, বিবি সাজাবে, সেও নারাজ, এও ছাড়্‌বে না,—একে বউ মানুষ, তায় লাজুক, বউটী কিন্তু বড় সতী লক্ষ্মী।

নট। বউও ত যায়?

গজে। "কি করে বল?—কথা না শুন্‌লেই তার উপর প্রহার, সেও আবার গলায় দড়ি দিতে যায়। কিছু বল্‌বার যো নাই, দেখে শুনে বোবা হ'য়ে থাক্‌তে হয়, মা সে দিন বলেছিলেন, তাঁরই উপর তেরিয়া।"

নট। "বেস বাবা, এমন না হলে Female Emancipation. আচ্ছা, ওরা যে দেখ্‌ছি আজকাল কেবল Social subject নিয়েই deal কচ্ছে ?"

বলা। Social, Political দুই-ই আছে। ওরা ত আজকাল কেউ Religionএর আবশ্যকতা স্বীকার করে না।

নট। সে কি ? Religion মানে না ? এ আবার কবে থেকে ?

বলা। "এন্, সরকার বিলেত থেকে এসে অবধি।"

নট। "এই সে দিন শুনে এলুম মন্দির তৈয়ের হবে—তার Plan তয়ের হচ্ছে, খরচার estimate হলো, এরই মধ্যে এন্, সরকার বিলেত থেকে এসে সব উল্টে গেল ?

গজে। ভাই ওদের কথা কও কেন ?—দিনে ভাগে, রেতে ঠিকে।

বলা। আজকাল যে ওরা Sceptics.—ছোট বাবু এখন Positivist.—

নট। "মন্দ নয়, একটা ত মত স্থির দেখ্‌তে পাই না। আজ Theist কাল atheist পরশ্ব agnostics.

গজে। ওর চেয়ে বাবা আমাদের ঘোষ পাড়া ভাল।

এমন সময় বাহির হইতে কোন মনুষ্য কণ্ঠ-বিনির্গত মধুর আনন্দ-লহরী শ্রুতিগোচর হইল।

(গীত)

"বেধেছে বিষম রগড়, লাক্‌তুড়া তুড়্ ভবের হাটে,
বিকুচ্ছে হায়েষ্ট বিডে ;

ইট্ পাট্খেল্, হট্ টাইটেল্ ড্যাম্ রাস্কেল্,
আয় খরিদ্দার আয় ছুটে ॥"

পরমুহূর্ত্তেই গায়ক সশরীরে সভামধ্যে সমুপস্থিত। তাহার ভঙ্গিমাবিশিষ্ট বঙ্কিম মূর্ত্তি সন্দর্শনে দর্শকমাত্রেই উপলব্ধি করিবে যে, এ মহাপুরুষ সুধাপানে রঞ্জিত। গীত চলিতেছে—

"প্রাণ খুলে সই প্রাণের কথা বলি কার কাছে।
আমার পোষা কাপ্তেন শিকলী ছিঁড়ে চৌঘুড়ি নে ছুটেছে,
ঐ যায় সই বাজিয়ে বিগ্ল, যায় বুঝি প্রাণ গড়ের মাঠে।

কমলিনীর কোমল প্রাণ, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান্,
ছি ছি ছি হাত দিওনা, লাট্ করোনা,
ড্যামেজ মাল কি বিকোয় লাটে?
আমি গুমরে মরি দম ফেটে।

নয়নের নীরে ভাসায়ে ধরণী,
কান্দিতে কান্দিতে কহে নন্দরাণী,
ওগো বৃন্দে দূতী একি কথা শুনি!
আমার নীলমণি কেন খায়না ক্ষীরননী?
শ্যাম আমার আর করে না স্তনপান,
ছেড়ে স্তনপান, পান করে শ্যাম্পোন!
ক্ষুধা পেলে চায় "মদন ছাবা পাই"
বল্গো বৃন্দে তোরা এ সব কোথা পাই?
কিনে দে, কি চায় দে, দেগো বৃন্দে দে
আমার শ্যামচাঁদে দে, দে দে।

হয়নি ব্রহ্মজ্ঞান যার, গেল বৃথা জনম তার,
দেখে সে উপাসনায় চক্ষু বুজে দুনিয়া অন্ধকার!
যদি ঘরে বসে পাই, বিবিজান এলাই,
নিকেতনে মোক্ষধামে, ধর্ম্ম অর্থ কাম!
তবে কোন্ শ্যালা যায় মেছোবাজার সোণাগাছি ধাম?
একে সে ঘোর যুবতী, সুশিক্ষিতা সাধ্বি সতী!
হায় হতসে যায় গো রাত্তি, আবার উস্‌খুসুনি তায়!
আমার উক্তিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত, হুইস্কির নেসা যায় ছুটে!
—বেধেছে বিষম রগড় লাকতুড়া তুড়্ ভবের হাটে।"—

"Hurrah! Hurrah! Three cheers for our beloved খুড়ো।"—

আগন্তুকের আগমনে, সভা হইতে এই প্রকারের একটী আনন্দসূচক জয়ধ্বনি সমুত্থিত হইল। তখন যথার্থই সভার শোভা দ্বিগুণ সংবর্দ্ধিত হইল। যেন অসম্পূর্ণ-নবরত্ন পূর্ণ আয়তনে পরিণত হইল।

পাঠক মহাশয়! এই মহাপুরুষটীকে আপনারাও "খুড়া" বলিয়া সম্বোধন করিবেন। কারণ উঁহার প্রকৃত নাম বক্কেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলে, বড় একটা কেহ সহজে চিনিতে পারে না।

খুড়ার চেহারাখানি নিতান্ত নিন্দার নয়। তবে জানি না কেন তাহাকে দেখিলেই হাসি পায়? দেখ্‌তে সে এক রকমটী নাদুস্ নুদুস্ গড়নটী, নেয়াপাতি গোছের ভুঁড়িটী, মন্দাখান দিব্যিটী—যেন, ভুনওলাদের খাসিটী!—খুড়ার বদন-চন্দ্রমা

খানি সদাই হাসি হাসি, কিন্তু ঘোর!—তা বলে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ নয়, অথবা ঘোর তমসাবৃত অমানিশার ন্যায় ঘোর নয়, এই প্রাবৃট কালের নিবিড় নীরদ মালায় আবৃত দিবাকরের ন্যায় ঘোর; যেন মেঘটুকু স'রে গেলেই হয়, আবার সংসার আলোকময় হয়, তা না হলে তাকে দেখ্‌লেই হাসি পায়। আমরা ত কখন সে মেঘ সর্‌তে দেখ্‌লেম না, চব্বিশ ঘণ্টাই ঘোর, নেসায় ভোর। লোকে বলে খুড়ার বয়সের গাছপাথর নাই, আমরা ত জানি এখনো সে চারের কোটা পেরোয় নাই। তবে অপেক্ষাকৃত আরো কিছু বেশি দেখায়, সেটা বোধ হয় অতিরিক্ত রিয়ে কার্য্যের প্রভাব। খুড়া খায় দায় থাকে, কাজ কর্ম্ম করে, গাড়ি চড়ে, পুথি পড়ে, সাহেব দেখ্‌লেই সেলাম করে, ব্রাহ্মণ দেখ্‌লেই নমস্কার করে। খুড়ার সঙ্গে যখন আমাদের প্রথম পরিচয় হয়—অপরাধের মধ্যে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম;—"মহাশয়ের বিষয় কর্ম্মাদি কি করা হয়?" সে বলিয়াছিল, "আজ্ঞা, ডিগ্‌বাজি খাওয়া হয়।" সেই পর্য্যন্তই আমরা পরিচয় জিজ্ঞাসায় ক্ষান্ত। খুড়াকে চেনে না, সহরে এমন লোক ত কেহই নাই। খুড়া এদিকে বেশ—সদালাপী, সামাজিক, মিষ্টভাষী। খুড়া কলিকাতার কোন ইংরাজ সওদাগরের আপিসে "বুক্‌কিপারি" চাকরীতে নিযুক্ত, মাসিক বেতন ৬০৲ টাকা, পূর্ব্বে ছিল দেড় শত টাকা। ক্রমে যেমন তাহার মদিরার মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এদিকে তেমনি তাহার মাসিক বেতনেরও হ্রাসতা হইয়া আসিতে লাগিল। তথাপি তাহার দৃক্‌পাত নাই। প্রকৃত পক্ষে খুড়া একজন বেশ কাজের লোক, সেই গুণেই ত সকলেই তাহার

বশীভূত, সকলেই ভালবাসিত। এমন কি আপিসের সাহেবেরা পর্য্যন্ত তাহাকে মদ্রিকাপানে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। খুড়া মাসের মধ্যে যদ্যপি ১৫ দিন আপিসে যায় ত যথেষ্ট! খুড়া লেখাপড়ায় সুপণ্ডিত, কার্য্যে সুদক্ষ, সমাজে সুরসিক ও ইয়ারকিতেও তেমনি চূড়ান্ত; খুড়ার সব ভাল কেবল এক দোষ! মাতাল—দারুণ মাতাল!

"খুড়ো! কাল তোমার absent কেন বাবা? তোমার কাল fine হয়ে গিয়েছে পাঁচ টাকা।"

খুড়ার বিগত রোজের অনুপস্থিতের কৈফিয়ত তলপ করিল, মোসাহেব-শ্রেষ্ঠ নটবর বাবু। খুড়াও হিসাব-দোরস্থ লোক, বলিল ;—

"আচ্ছা কুচ্‌পরোয়া নেই, লাগে fine দেবে বড় বাবু,—কাল বড় মজা হয়ে গিয়েছে বাবা, কাল বড় মজা হয়ে গিয়েছে।"

বলাই। "খুড়ো! আজ এ বাড়ী মজা টজা কিছু হচ্চে না, ফিরে দেখ্‌তে হচ্চে, বাড়ীতে গুরু এয়েছেন—"

বলায়ের কথা অৰ্দ্ধ সমাপ্ত না হইতেই খুড়া মুখ ছুটাইল।

"বেটা বলা, বেটা নাবালিকা অবালিকা বিবালিকা খুড়োর সঙ্গে ইয়ারকি, বেটা Gramfed mutton, Locomotive mummy বেটা তোমার উচ্ছন্য যানেকা মৎলব হায়।" খুড়ার কথা নিতান্তই অসঙ্গত নয়; বলাই চন্দ্রের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে কি না সন্দেহ। সে সবে এই স্কুল ছাড়িয়া ইয়ার্‌কিতে ভর্ত্তি হইয়াছে মাত্র। তবে সে এখন নাবালক নয় ত কি?

নট। "খুড়া বড় ইয়ার্‌কি নয় বাবা, যথার্থই আজ রিয়ে

কার্য্য বন্ধ, বাড়ীতে গুরু এয়েছেন—বড় বাবু যে কাল দীক্ষিত হচ্ছেন।”

খুড়ার এতক্ষণে চটকা ভাঙ্গিল। বলিল, “গুরু এয়েছেন মাইরি?—কাদের গুরু? গুরবেঃ ভোঃ নমঃ—আহা! গুরুদেব আমার দুস্তর ভবসমুদ্র পারাপারের mail Steamerএর expert officer. তবে বড় বাবু, গুরু এয়েছেন?—সত্যই কাল দীক্ষিত হচ্ছেন?”

গজে। এই রকম ত মানস আছে।

বলাই। “ক্রমে Hinduismটা বেশ Revive হয়ে উট্‌লো দেখছি।”

খুড়ো। “বেটা Hinduism revive হয়ে উট্‌বেনা ত কি, তো বেটার ভ্রাতার দল revive হয়ে উঠবে—” পুনঃ আরম্ভিলা খুড়া “বড় বাবু! তবে কাল কি মন্ত্রে দীক্ষিত হচ্ছেন? ওঁ—তৎ—সৎ—না সাম্য স্বাধীনতা মৈত্রী?

নট। “ও সব এখন ছোট বাবুর দল।”

বলাই। “ছোট বাবু ত এখন ধর্ম্ম টর্ম্ম কিছু মানে না, ওরা যে সব এখন নাস্তিক।”

খুড়া। “বেটা নাস্তিক তোর বড় দিদি।”

গজে। “খুড়ো, বাড়ীতে গুরু এয়েছেন, আজ কাল দুদিন রিয়ে কার্য্য বন্ধ দিতে হচ্ছে বাবা, কাল মন্ত্র গ্রহণ করব।”

খুড়ো। আচ্ছা বাবা, খুড়ো তোমার তাতে ডরায় না, খুড়োর বাঁকের খাঁটি আছে।

বেঁচে থাক্ ধান্যেশ্বরী।
কাজ কি আমার শ্যাম্পেন সেরী॥

গজে। "খুড়ো, কাল মজাটা কি রকম হয়ে গেল বাবা?"

খুড়ো। "কাল বড় মজা হ'য়ে গিয়েছে বাবা, (উচ্চহাস্য) বড় মজা হয়ে গিয়েছে।" এই প্রকার ভূমিকার পর খুড়া তাহার মজার কথা পাড়িল।

"কাল ত আপিস থেকে বেরুনা গেল, ৫ টা টাকা ধার করে নিয়ে দরওয়ানের কাছ থেকে।"

গজে। "পাঁচ টাকায় সুদ দিলে কত খুড়ো?"

খুড়ো। পাঁচ সিকে। তাতে তোমার খুড়ো বেশি দেবার ছেলে নয় বাবা, ঝড়াক্‌সে নগদ পাঁচ সিকে না ফেলে দিয়ে, আন্‌কোরা পউনে চার টাকা না ট্যাঁকে গুঁজে, সটান বকেট হাউসে গিয়ে ওটা গেল।

বলা। "খুড়ো, বকেট হাউস কোথায়?" বস্তুতই বলাই জানে না যে রাধাবাজারে বকেট হাউস নামে একটী সৌণ্ডিকালয় আছে।

খুড়ো। বেটা আধানির এঁড়ে, বকেট হাউস কোথায় জান না? দূর হ বেটা পাষণ্ড! আমার এ পবিত্র আশ্রম কলুষিত করিস্ না, আজ থেকে তোকে divorce কল্লুম, তুই বেটা ভ্রাতার দলে গিয়ে জন্মগ্রহণ করগে যা।"

নট। ভাল মনে করে দিয়েছ খুড়ো, আমাদের একটা garden partyর জোগাড় হয়েছে; বলার যে ছেলে হয়েছে।

"বাইরি?—স্বগর্ভজাত?"—বলিয়া খুড়া গম্ভীর ভাব ধারণ করিল, তার পর চক্ষু বুজিয়া উপাসনা আরম্ভ করিল। "আহা! আজ আমাদিগের কি আনন্দের দিন! সেই একমেবাদ্বিতীয়ং, নিরাকার পরমব্রহ্মের কৃপায় আজ আমাদিগের ভ্রাতার ঔরসে

ভগিনীর গর্ভে একটী নূতন ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ঠাকুর! তোমার দয়ার কি অপার মহিমা! কি অনন্তলীলা! ঠাকুর! আমি অতি অকর্ম্মণ্য, নরাধম, ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতম। তোমার অনন্তব্যাপী বিশ্ব-সমুদ্রের এক তটে দাঁড়াইয়া কেবল মাত্র ঢেউ গণনা করিতেছি, সাঁতার জানি না—সাধ্য নাই পরপারে যাই,—তাই বলি ঠাকুর! এ কাঙ্গালের প্রতি কি একবার দয়া হবে না? ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি!"

গজেন্দ্র। খুড়া! তোমার উপাসনা ছাড়, কাল্‌কের মজাটা কি রকম হ'য়ে গেল, তাই বল।"

খুড়া। "কালকের মজা?—তার পর খুব মজা হয়ে গেল বাবা,—বকেট হাউসে ঢুকেই ত ধুলো পায়ে দিব্বি ক'রে একটী Bumper dose টানা গেল,—তার পর আর এক ডোস নিয়েই Systemটা regulate হয়ে দাঁড়ালো,—তার পর Third ডোসেই বেস একটু revive হয়ে উঠা গেল—তার পর এক বোতল Lorne whisky আদত না নিয়ে ট্রামে চ'ড়ে একেবারে Beadon Squareএ এসে নামা গেল, নেমেই শরৎ মিত্রের সঙ্গে দেখা—বেটার হাতে এক ডিমওলা পেটো ইলিস্—দেখ্‌ছে বামাল বগলে—সে বেটা ছাড়্‌বে কেন? নিয়ে গেল সোণাগাছি শূরির বাড়ী টেনে। তার পর সেই ইলিস্ মাছ ভাজা গরম গরম—আর হুইস্কি দেওড় চালান গেল—তার পর খুব মজা হয়ে গেল—সেই Lorne হুইস্কি আর ইলিস্ মাছ ভাজা না খেয়ে—শূরি শালির বিছানায় বমি ক'রে,—গদি ছিঁড়ে,—মোসারি পুড়িয়ে—বালিশ ফেলে দিয়ে খুব মজা হ'য়ে গেল—(উচ্চ হাস্য) কাল খুব মজা হ'য়ে গেল বাবা—"

বলাই। এ দিকেও মজা হয়েছে,—শূরিও তোমার নামে নালিশ ক'রেছে—charge দিয়েছে mischief and assult. শরতা মিত্তির বল্‌ছিল, এন্ সরকার আজ শূরিকে নিয়ে পুলিশে গিয়েছিল শমন কর্ত্তে।

গজে। "শমন grant হয়েছে?"

বলাই। "হয়েছে বোধ হয়।"

খুড়ো। "এন্ সরকার কে বাবা?"

গজে। খুড়ো চেননা?—সেই যে আমাদের জানার ইয়ার, শিম্‌লে গুপী সরকারের ছেলে—বিলেৎ ফেরৎ Barister।

খুড়ো। "যার নাম কল্লে তসলা ফাটে, ঐ গুয়োটার সন্তান?—আমি যে হামেসা দেখি ও ব্যাটাকে সোণাগাছি, আরও ক বেটা আছে। সে দিন শূরির বাড়ীও দেখেছিলাম বটে—আমি বলি বেটা বুঝি শূরির বাড়ীর authorised plumber—Pipe fit up কর্ত্তে এসেছে।"

নট। "না—মাইরি ও বেটাদের জ্বালায় ত আর আমরা সোণাগাছি কক্ষে পাই না।"

খুড়ো। বেটা গুপিনাথের পোলা! খুড়োর নামে শমন? বেটা Briefless অন্তজ্—কার্‌কর্‌মার Fancy bull—antipathiest of the Honorable Court of Justice—বেটা চেননা আমি কে? আমি বেটা নৈকোস্থ কুলিন—আমার বাপের সাতটা বিয়ে।"

নট। বাবা খুড়ো! তবে আর আমরা বাজে পয়সা খরচ করে মরি কেন? অমন সাত সাতটা ঠান্‌দিদির কাছে কি সোণাগাছি।

———

চতুর্থ লহরী।

বিয়েকার্য্য, কিন্তু "গুরু এয়েছেন"।

"বড় বাবু! মুস্‌ড়ে গেলাম বাবা, দেও এক ডোস্।"

"না, মাইরি, খুড়ো, Seriously বল্‌ছি,—বিয়েকার্য্য আজ হচ্ছেনা—গুরু এয়েছেন বল্‌ছি।"

খুড়াও ছাড়্‌বে না, বড় বাবুও রাজি না।

খুড়া। "না মাইরি—তা হলে বলনা কেন মরে যাই—বড় বাবু! এক ডোস্ দেও বাবা, তোমার জয় জয়কার হ'ক্,—তুমি বেঁচে থাক বাপ, বৌমার কোলে, আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তুমি এবার Germanyর Emperor * হও—আমি তোমার Bismark হই—বাবা এক ডোস্ দেও—Thou'rt an Emperor, Caesor, Kaisar and Pheiser—I will entertain Bardolph. একবার চক্ষু চেঁচিয়ে চাও—ব্রহ্মহত্যা হয়, বাবা এমন সব উপযুক্ত ভাইপো থাক্‌তে খুড়ো তোমার বিথোরে মারা যায়? না মাইরি বড় বাবু, তোমার পায়ে পড়ি—লক্ষ্মী ছেলে আমার, দেও এক ডোস্।

খুল্লতাতের এবম্বিধ স্তব স্তুতিতে ক্রমে ভ্রাতুষ্পুত্রের কাঠিন্য দ্রব হইয়া আসিল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না—একবার চারিদিক চাহিলেন, কি ভাবিলেন, তার পরক্ষণেই বলাইচন্দ্রের প্রতি আজ্ঞা প্রচার হইল।

---

* যৎকালীন এইটী লেখা হয়, তৎসমকালে Emperor William-এর মৃত্যু হইয়াছিল।

"বলা, দে এক ডোস্ খুড়ো বেটাকে, এই আল্‌মারির ভিতর থেকে—কালকের Remnant একটু আছে, নহিলে ও বেটা ত ছাড়বে না,—ও বেটা না-ছোড়-বান্দা—ছিনে জোঁক।"

বলাইচন্দ্র আজ্ঞা প্রাপ্ত মাত্র তৎপ্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইল। দেখিয়া খুড়ার আনন্দ উৎস উথলিয়া উঠিল। "Well here's my comfort" খুড়া নিজ হস্তে একটী পূর্ণ ডোস্ ঢালিয়া, "বড় বাবুর স্বাস্থ্য" উদরসাৎ করিলেন।—তার পর আর একটী tumbler পূর্ণ করিয়া বাবুর মুখের কাছে ধরিলেন। খুড়ার প্রার্থনা না-মঞ্জুর হইল।

গজে। "আরে বল কি খুড়ো,—বাড়ীতে গুরু এয়েছেন।"

"গুরু কি আমার পর?—তিনি এয়েছেন তোমার বাড়ী, তিনি আমার মাথার মাণিক—তা বলে কি রিয়ে কার্য্য বন্ধ যাবে?—Come, Come, good wine is a good familiar creature, if be well used—Exclaim no more against it."

"আজ অমনি সাদা ইয়ার্কি ভাল।"

খুড়ো। রিয়ে ছাড়া ইয়ারকি? একি কথারে বাপ! সে কথা evidenceএ put in হয় না, আমার ভাইপো হয়ে, এমন irrevelent কথাটা ধাঁ করে ক'য়ে বস্‌লি?—"

গজে। "না খুড়ো আমায় আজ urge করোনা বল্‌ছি, মামা বাবু এই মত্তর এসেছিলেন—বড় ব'কে গিয়েছেন, বাড়ীতে গুরু এয়েছেন।"

খুড়ো। বাবা! রিয়ের চেয়ে কি গুরু?—না ইয়ার্কির চেয়ে মামা?—তার চেয়ে মরে যাইনা কেন?—Come, come,

you are too severe a moraler : as the time the place and the conditon of the country stands—I could heartly wish this had not be fallen ; but since as it is mend it for your own good."

গজেন্দ্র। কি জান খুড়ো আজ নিরামিষ করে আছি, কাল মন্ত্র গ্রহণ কর্‌ব,—সুতরাং আজ রিয়ে কার্য্য বন্ধ দিতেই হচ্ছে,—নইলে মন্ত্র নেওয়া বন্ধ হয়।"

খুড়ো। বেস কথা—রিয়ে ত আমিষ নয় বাবা! Simply the production of vegetable substance, বিশেষত whisky—It is nothing but extract of grain, বাবা enjoymentএ দোষ কি ?—কারণ স্বয়ং মনু লিখিতেছেন ;—

"ন মাংস ভক্ষণে দোষো—ন মদ্যে নচমৈথুনে।" Eat, drink and be merry খাও দাও আনন্দ কর,—তাতে দোষ কি ? এখন নাও দেখি বাবা, চাঁদ পানা মুখ করে—চোঁ করে এই ডোস্‌টা টেনে,—like a good boy.

গজেন্দ্র বাবু প্রথমে নারাজ—তার পর খুড়ার এবম্বিধ অকাট্য যুক্তির পর নিম রাজি—

"Now comfort yourself my boy"

সুতরাং আর একটু পীড়াপীড়িতেই সম্পূর্ণ রাজি। তার পরই খুড়ার হস্তস্থিত পাত্রটী বাবুর হস্তে আসিয়া নীত। পরমুহূর্ত্তে সেই পাত্রস্থিত পদার্থটুকু উদর মধ্যে স্থিত। তার পরই দস্তুর মত এক হাত ফিরিয়া আসিল, বোতলটীও নিঃশেষ হইল।

খুড়া। এখন দেখ দেখি বাবা, কেমন দেখাচ্ছে ?—বাবা

ইয়ারের অনুরোধ reject কল্লে তার ইহকালও নেই—পরকালও নেই—বিশেষত রিয়ে কার্য্যে।”

গজেন্দ্র। “ওহে! তাই যদি হলো, তবে সুধু মুখ গন্ধ করে ব’সে থাকা কেন?—একটু গোল্লাপী রকম হলে ভাল হয় না?”

তখন সকলেই বলিয়া উঠিল, “তা বই কি—তা বই কি, আর একটু ক’রে না হলে কি ভাল হয়?” তখন আর একটা বোতল আসিয়া আসোরে নামিল। রিয়ে কার্য্য চলিতে লাগিল। খুড়ার বোল চালও চলিতে লাগিল।

খুড়া। “ইয়ার লোকঃ প্রথিত লোকানাং পরমং সদা।
রিয়ে কার্য্যঞ্চ কার্য্যনাং পরমং সুখদং স্মৃতং॥”

অর্থাৎ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রকার লোক আছে; অর্থাৎ ইন্দ্র লোক, চন্দ্র লোক, ব্রহ্ম লোক, বিষ্ণু লোক, শিবলোক, ধ্রুব লোক, গোলোক, ভূলোক, আলোক প্রভৃতি সর্ব্বলোকের শ্রেষ্ঠ লোক হচ্ছেন কি? না ইয়ার লোক! “রিয়ে কার্য্যঞ্চ কার্য্যনাং পরমং সুখদং স্মৃতং।” এবং এমন যে ইয়ার লোক, এই ইয়ার লোকে যত প্রকার সৎকার্য্য সম্ভবে, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ কার্য্য হচ্ছেন কি?—না—রিয়ে কার্য্য—অর্থাৎ মদ্যপান, এবং এমন যে সর্ব্বোচ্চ, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বজন প্রশংসিত সৎকার্য্য রিয়ে কার্য্য এক দিনের তরে বন্ধ দেওয়া তোমার কোন্ শাস্ত্রে লেখে বাপ্?”—

গজে। কিন্তু দেখো ভাই, আজ আর যেন বেসি কিছু না হয়, বাড়ীতে গুরু এয়েছেন।

প্রতিধ্বনি হইল, “সাবধান, গুরু এয়েছেন।”

কথা কহিতে কহিতেই এক হাত ফিরিয়া আসিল।

"দেখো বাবা গুরু এয়েছেন।" দোসরা হাত ফিরিল।

তার পর তৃতীয় হাত ফিরিয়াই বোতল ফিনিস্।

তৎপরেই আর একটী নূতন বোতল আসিয়া আসোরে নামিল। সেটীও ফুরায়ে এলো।

কিন্তু "গুরু এয়েছেন" প্রথমারম্ভ হইতে এই যে ধূয়া উঠিয়াছিল, তাহা সপ্তমে উঠিয়াও নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হইল না। এরই মধ্যে কেহ কেহ বাঁকিয়া চুরিয়া ত্যাব্ড়াইয়া উঠিয়াছেন। তার উপর আরো আছে। ইয়ার্কি বেশ জমে এলো, নানা প্রকারের বোল চাল চলিতে লাগিল। মজলিস্ জম্ জমাট—আসোর সরগরম্, হাসির গট্‌ড়া উঠ্‌ছে, আগুণ ছুটেচে, কেও প'ড়ে তান ধ'রেছে, কেও বা উঠে ধেই ধেই ক'রে নৃত্য আরম্ভ ক'রেছে।

ইত্যবসরে সেই সরগরম মজলিস্ মধ্যে, উর্দ্ধে আন্দাজ সাড়ে ছয় ফুট, প্রস্থে পউনে এক ফুট্ পরিমিত, অলকায় তিলকায় বিভূষিত এক উৎকল মূর্ত্তির আবির্ভাব। তাহাকে দেখিয়া বড় বাবু বলিয়া উঠিল ;—

"কিরে ?—মাগুণি যেরে ? কি মনে ক'রে ? তুই কি আমার মুখ দেখ্‌বিনি ?"

মাগুণি কর্ত্তাদের আমলের পুরাতন চাকর। যখন কলি-কাতায় ফিল্‌টার করা কলের জলের আদৌ আমদানি হয় নাই, তখন সে বাবুর বাড়ী কেবল গঙ্গা জল তুলিবার জন্য নিযুক্ত হয়, সেই পর্য্যন্ত এই বাড়ীতেই আছে, এখন সে সর্ব্ব কর্ম্মান্বিত। মাগুণি একজন বেস আদপ দোরস্ত ভৃত্য, উপস্থিত হইয়াই, অমনি বিনত মস্তকে সভাসমিতিকে একটী দস্তর মত নমস্কার ঝাঁক্‌রাইল। কহিল,—

"বাবু অবধান,—ছোট বাবুত ই ভোষা খণ্ড আপনক্ক দি কিরি পোঠাইছে।"

"কিসের পত্র?" বলিয়া—পত্রখানি মাগুণির হস্ত হইতে লইয়া শিরোনামা পাঠ করিয়া বলিল;—"এ কার রে?—এ যে বলার নামে চিঠি।"

সুতরাং পত্রখানি বলাইচন্দ্রের হাতেই নীত হইল। বলাই সেখানি খুলিয়া মনে মনে পাঠ করিতে লাগিল।

তখন নটবর বলিল, "বুঝি নিকেতন থেকে এয়েছে?"

বলাই পড়িতে পড়িতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল "না।"

তখন রামকান্ত বলিল, "তবে আশ্রম থেকে না হয়ে যায় না।"

বলাই আবার বলিল "না।" তখন সুবোল বলিল, "এ পত্র মিসেস্ দিগাম্বরীর কাছ থেকে, না হয় ত আমি জিব কেটে ফেলে দেব।"

পাঠান্তে বলাইচন্দ্র পত্রখানি কুচি কুচি করে ছিড়ে ফেলে দিয়ে বল্লে;—"আশ্রম থেকেও নয়—নিকেতন থেকেও নয়—আর মিসেস্ দিগম্বরীর কাছ থেকেও নয়,—পরশ্ব দিন হচ্ছে—ওদের সমাজ-সংস্কার সভার অধিবেশন তারই ইন্‌ভিটেসন্।

খুড়ো। বেটা বলা, এখনো ব্রহ্মদত্তি তোমার ঘাড়ে আছে? বেটা মারের চোটে মাম্‌দো পালায়—এখনো তো-বেটার হেড থেকে বেহ্ম দূত ছাড়াতে পাল্লেম না?—দূর হ্ বেটা, অজ্‌বুক্, আজ থেকে তোকে হেজ্জান কল্লুম।

বলা। হ্যাঁ—আমি বুঝি আর কোথাও যাই? এই বড় বাবুকে জিজ্ঞাসা করোনা।

গজে। না খুড়ো, সত্তিই আজ কাল সব ছেড়েছে।

তখন খুড়ো আবার বলাইকে ছেড়ে মাগুণিকে নিয়ে পড়্লো।

"মাগুণি! মদ খাবি? বাবা বড় বাবু, আজ তোমার মাগুণি বেটাকে ব্যাপ্‌টাইজ্ করে দি?"

বলিয়া খুড়া এক গ্ল্যাস্ মদ ঢালিয়া মাগুণির মুখের কাছে ধরিল। বলিল "খেয়ে নে বেটা আর জন্ম হবে না।" মাগুণি তখন মুখ ফিরাইয়া পলাইবার উদ্যোগ পাইল। খুড়া তার পর সেই পাত্রস্থিত পদার্থটুকু মাগুণির গায়ে ঢালিয়া দিল।

"আরে রে রে—কি করে? অ্যায়া প্রভু জগন্নাথ।"

গজে। খুড়ো, উড়ে মদ খাবে না—ছেড়ে দেও।

খুড়ো কি ছাড়্বার ছেলে?—বরং আরো বাগিয়ে ধরে বস্‌লো। তার পর নটবর বলিল, "কিরে মাগুণি,—তুই না দেশে যাবি?"

মাগু। হঁা বাবু, মু দ্যাশে জিব,—

মন। দেশে গিয়ে থাক্‌বি কত দিন?

মাগু। স্থা থাকিম গোটা তিন চার মাস।

গজে। আচ্ছা তুই বেটা দেশে গিয়ে কর্‌বি কি?

মাগু। "করিব কোঁড়?—স্যা বাবু আপনঙ্ক আশীর্ব্বাদে মো গুটা পোড়া হউছন্তি,—"

নট। পোলা? ছেলে তোর? কদ্দিনের হলো?—

মাগু। স্যা হবো গুটা অঢ়াই মাস কি তিন মাস হব।

মন। ছেলেকে দেখ্‌তে হ'য়েছে কেমন—তোর মতন?—না তোর ভেয়ের মতন?

মাগু। স্যা মুত এক্ষণও চথ্যা দ্যাথিনি—তা কিমিতি বিচার করি বলিব ?

গজে। ওরে বেটা, তুই যে আজ দু বছর মোটে দেশেই যাস্‌নি,—আচ্ছা নটবর বাবু, ও বেটাকে জিজ্ঞাসা করত, ও দুবছর হলো আজ দেশে যায় নি, ওর দুতিন মাসের ছেলে হলো কি ক'রে ?

মাগুণি জেঁরায় হটিবার ছেলে নয়। সে তৎক্ষণাৎ বাবুর কূট প্রশ্নের ত্বরিৎ উত্তর প্রদানে প্রস্তুত হইল। বলিল ;—

"কাঁই, হবনা কাঁই ? স্যা দেশের নোক আই থিলা, কুশল বার্ত্তা পুছ করি থিলা,—সে টঙ্কা পোঠাইথিলা,—স্যা ভোষা—জাকা করি কিরি পোঠাই থিলা, হবোনা কাঁই ?—তম বাবু ক্যাবড় থটা করিব বইত নয় ?"

গজে। বেটা ভষাতে কি তোর মাইপোর গর্ভ হলো ?

মাগু। আও কোঁড় ?

"বেটা তোর আওকোঁড়র বাপের মুখে ইষ্টি।" বলিয়া খুড়া আপন তর্জ্জনি ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্টি দ্বারায় মাগুণির নাসিকা ধৃত করিল।

মাগু। আরে রে রে ম নথ ছাড়ি দে,—ম নথ ছাড়ি দ্যা, আরে রে রে বাপ্পোলো—ম কোঁড় হলো ?—অ্যাম্মা প্রভু জগন্নাথ—ম নথ ছাড়ি দে।"

মাগুণি ব্যাচারা এই প্রকার যূপ কাষ্ঠে নিপতিত নিঃসহায় ছাগ-শাবকের ন্যায় কেবল চেঁচাইতে লাগিল।

খুড়া। বেটা গাণ্ডিপো সঁড়া, বেটা উড়ে, বেটা ভষা নেখা ক'রে তোমার মাইপোর পেট হলো বেটা ?

উড়েও চীৎকার করিতে ছাড়ে না,—খুড়োও নাসিকা ছাড়ে না। "আরে রে রে রে বাপোলো বাপোলো,—মো-জাতি গলা, মোজাতি গলা—ম নথ ছাড়ি দে, ম জাতি গলা।"

মাগুণি ব্যাচারা আজ প্রাতঃকালে কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল বলিতে পারি না। লিখিতে লজ্জা করে, ব্যাচারি শেষ হুটো পাটিতে চিৎপাত্ হইয়া পড়িয়া গেল।

খুড়ো তখন তাড়াতাড়ি এক গ্লাস মদ এনে মাগুণির মুখ চিরে ধ'রে খাইয়ে দেবার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো।

খুড়া। Now come on your ways,—come on boy,—Open your mouth ; here is that which will give language to you, cat, open your mouth :—দে বলা উড়ের মুখে মদ ঢেলে। This will shake your shaking, I can tell you, and that soundly : you connot tell who's your friend—Open your chaps again.

তার পর অনেক কষ্টের পর খুড়া যখন মাগুণিকে ছাড়িয়া দিল, তখন সে আর পালাইবার পথ খুঁজিয়া পায় না।

মাগু। "অ্যায়া প্রভু জগন্নাথ, মোতে কৌড় হলা—দোহাই প্রভু জগন্নাথ,—বাপোলো বাপোলো, ম কৌড় হলা, ম জাতি গলা,—সব অকর্ম্মণ্য গুলা, নিসা খাই কিরি মোতাড় হই কিরি মোতে কি করিলা গা?—দোহাই প্রভু জগন্নাথ'' বলিতে বলিতে উড়ে পিট্টান দিল। তার পর বাবুরাও ক্রমে গড়াইতে আরম্ভ করিল। আপাততঃ এই রকমেই এ অধ্যায় শেষ করা গেল।

পঞ্চম লহরী।

শিষ্য অহংজ্ঞানে উন্মাদ, ও গুরুদেবের পরমাদ।

পাঠক! আমরা গজেন্দ্র বাবুকে লইয়া অনেকক্ষণ আনন্দ করিয়াছি, কিন্তু জ্ঞানেন্দ্র বাবু সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন কাণ্ড কারখানাই দেখান হয় নাই। আবার যে এ দিকে গুরু আসিয়াছেন, তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করাও ত আবশ্যক। অতএব অগ্রে কোন্ দিক দেখা যায়? ছোট বাবুর লীলা খেলা অবলোকন, না গুরু দর্শন? পাঠক যদ্যপি বিজ্ঞ হয়েন, ত প্রথমে গুরু দর্শন ব্যবস্থাই স্থির বিবেচনা করিবেন, আর যদি অনভিজ্ঞ বা ছেব্‌লা হয়েন, ত অগ্রে কাপ্তেনের লীলাখেলা অবলোকন লালসায় ব্যগ্র হইবেন তার আর সন্দেহ নাই,—কিন্তু বলি আবার, আপনি যদ্যপি গ্রন্থকারের ন্যায় বিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ দুইই হয়েন, ত হয়ত এককালিন দুই দৃশ্য পরিদর্শনের ব্যবস্থাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া বসিবেন।

এই স্থানে হয়ত রসজ্ঞ পাঠক জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতে পারেন যে, "বিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ" পরস্পর বিরোধী দুই প্রকৃতি, এক ব্যক্তিতে কি প্রকারে সম্ভবে?—উত্তর "বয়সেতে বিজ্ঞ নয়—বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে"—অর্থাৎ গ্রন্থকার স্বয়ং যদিও বয়সে অনভিজ্ঞ, কিন্তু যে তিনি জ্ঞানে বিজ্ঞ তার আর ভুল কি?—অন্ততঃ তাহার নিজের ধারণা এইরূপ।

এক্ষণে উপযুক্ত পাঠকের প্রতি নিবেদন এই;—"গুরু আসিয়াছেন" এই ধুয়া ধরিয়া যে বড় বাবুর বৈঠকখানা ঘর

সন্ধ্যা হইতে সরগরম, এবং গুরুদেব যে যথার্থই আসিয়াছেন, তার আর অণুমাত্র সংশয় কি? কিন্তু তিনি এইক্ষণে—এই মুহূর্ত্তে বাটীর কোন্ স্থানে কি অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলে, কেহ কি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন? বোধ হয় কেহই নয়। কারণ কেহই ত তাঁহাকে চাক্ষস প্রত্যক্ষ করিতেছেন না, কেবল কর্ণে শুনিতেছেন ও গ্রন্থকারের লিপি জবানির উপর নির্ভর করিয়া হু হু শব্দে গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া যাইতেছেন। ইহাকেই ত বলে প্রকৃত পাঠক; নহিলে এমন অনেক প্রস্তর-মস্তিষ্ক পাঠক আছেন, যাঁহারা অধ্যয়ন কালীন কেবল খুঁৎ পাড়বেন ও "এইটা অস্বাভাবিক, এই স্থানটা অপ্রাসঙ্গিক, এ বিষয়টা অসম্ভব," এই প্রকারের কতকগুলো দোকানদারি বোল চাল চালাইয়া, শেষ নিকাসে বাজে খাতে জমা ক'রে বস্‌বেন। আহা! এমন যে গ্রন্থকার! যিনি অসীম পরিশ্রম সহকারে রাতকে দিন ক'রে প্রদীপ প্রদীপ তৈল পোড়াইয়া, সময়ে গৃহিণীর মুখ-ঝাম্‌টানি খাইয়া, পাঠকের মনোরঞ্জনার্থে এত ক'রে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহার উপর আবার ব্যাতিআন্দাজ? প্রতি কথায় খুঁৎ কাটবেন, লেখার উপর criticise করবেন, পুস্তকের উপর commission—না ভুল হয়েছে—সমালোচন বসাবেন, একি একটা কথা নাকি? এ শ্রেণীর পাঠককে আমরা সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি,—এইরূপ মমতা-বিহীন সমালোচকগুলো সাহিত্য-সংসার হইতে যত অধিক অপনীত হয়, দেশের ততই মঙ্গল।

মঙ্গল হউক আর অমঙ্গলই হউক, তাতে কি এসে যায়?

কিন্তু আপাততঃ হ্যাপায় প'ড়ে আমাদের গুরুদেবের অস্তিত্ব টুকু না অপনয়ন হয়, গ্রন্থকারের এই অভিপ্রায়। কারণ পাঠক-শ্রেণী মধ্যে এমন অনেক ন্যায়শাস্ত্র-পারদর্শী বিজ্ঞান-বিশারদ চাক্ষসবাদি আছেন; চাই কি, তাঁহাদের ন্যায় শাস্ত্রের কূটতর্কে পড়িয়া গুরু ব্যাচারার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইতে পারে, যেহেতু তাঁহারা কোন বিষয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিলে প্রত্যয় করিতে বাধ্য নন। অতএব হে উনবিংশ শতাব্দীয় ন্যায়-শাস্ত্র-পারদর্শী বিজ্ঞানবিশারদ প্রত্যক্ষবাদি পাঠক! অনুগ্রহ পুরঃসর একবার আমাদিগের সহিত আসুন! আপনাকে গুরু-দেবের সম্মুখে সমুপস্থিত করাইয়া দি, তাহা হইলেই এ বিষয়ের এইখান থেকেই শেষ মীমাংসা হইয়া যায় ও আমাদের লেখনিও নির্ব্বিবাদে চলিতে সুরু হয়, কি বলেন?—ভাবিতেছেন কি?—তা বলিয়া আপনাকে এত অধিক দূর যাইতে হইবে না; যে তজ্জন্য পাথেয় বা রেল ভাড়া সংগ্রহ করিতে হইবে। যাইতে হইবে, এই শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানা পর্য্যন্ত; যেখানে বাবাজীউ কতকগুলিন প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ইস্তের আনন্দ করিতেছেন। কিন্তু আবার বলি, এমন অসময়ে এ সকল স্থানে প্রবেশ করাও বড় সহজ ব্যাপার নয়, Eticates, Manners এবং Customs এই ত্রিবিধ বিষয়ে বিশেষ অভ্যাস দোরোস্ত থাকা চাই, নইলে কাহার সাধ্য তাহার ভিতর একবার ঢালয় ঢালয় মাথা গলাইয়া আলোয় আলোয় আলয় প্রত্যাগমন করে? বিশেষতঃ তথায় আজ একটা মস্ত ডিনারের ধুম্ পড়িয়াছে! শ্যাম্পেনের তুফান উঠিয়াছে, সেরির স্রোত বহিতেছে, ব্রাণ্ডির বহ্নি ছুটিতেছে, হুইস্কির কর্ক উড়িতেছে! ঐ দেখ! দেখ,

হল্‌টী কেমন দিব্যি ইংরাজি কেতায় সাজান; ঝাড়, লণ্ঠন, পিক্‌চার, চেয়ার, কোচ্‌, সোফা, টেবল্‌, টিপয়, ম্যাটিং, পেণ্টিং প্রভৃতি হরেক রকম মার্জ্জিত-রুচি সামগ্রীগুলিতে গৃহটী অতি পরিপাটিরূপে সুসজ্জীভূত!—তা হ'ক কিন্তু গৃহশোভনীয় সামগ্রীগুলির সংস্থাপনের ভাব যেরূপ সুপারিপাট্য, তত্রস্থ অভ্যাগত মনুষ্যগুলির অবস্থানের ভাব তেমনই তদ্‌বিপরীত। অর্থাৎ কেহ সোফা ছাড়িয়া ম্যাটিংএ পড়িয়া ক্রমান্বয় এলো মেলো বকিতেছে, কেহ বা হট্‌ওয়াটার প্লেটের উপর মুখ জোবড়াইয়া পড়িয়া আছে, কেহ বা ডোয়া কাটিতেছে, কেহ বা সুরা টানিতেছে, আবার কোন বেকস্‌-বিশেষ মহাপুরুষ সুরাং দেহি সুরাং দেহি শব্দে নাচ-ঘর তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে, কেহ বা নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে, আবার কোন ধর্ম্ম-ভীতু ভ্রাতা, পার্শ্বস্থিত কামরায় ফিট্‌গ্রস্থ ভগ্নির মূর্চ্ছা অপনয়নে নিযুক্ত আছে, অপরা ভগ্নি পিয়ানোয় টিউন দিতেছে, কেহ বা লাট্‌ খাইতেছে, কেহ বা চাট্‌ খাইতেছে, আবার কেহ পোল্‌কায় পা ফেলিতে গিয়া টাল খাইতেছে, কেহ বা তাল দিতেছে, কেহ বা তালিম লইতেছে, আবার কোন পেটুক ভ্রাতা তাহার আপনার অংশের খাদ্য (না অখাদ্য?) দ্রব্যগুলিন গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করিয়া অপরের পাত্রস্থিত Pigeons pie, Poteto chop, Hurricut mutton গুলিতে টান ধরাইয়াছেন। আবার এ দিকে একজন অল্পাহারি কৃশকায় দুইখানি কাট্‌লেট্‌ কোলে করিয়া এ পর্য্যন্ত বসিয়া আছে ও মধ্যে মধ্যে পাত্রপূর্ণ সুরা অধর ওষ্ঠে ছোঁয়াইয়া অতি ছোট্ট করিয়া এক এক সিপ্‌ লইতেছে; বস্তুতঃ তার পর তাহার সেই বিকৃত মুখখানি দেখিলে বড়ই দুঃখ হয়। আবার

এ দিকে এক অতি সৌখিন বাবু, তাহার পানিয় মাত্রার ওজন কিছু অতিরিক্ত হওয়ায়, উপস্থিত ভোগ্য বস্তুতে অরুচি, (অবশ্য বাটীতে তাহার সেই খোড় বড়ির বন্দোবস্ত) অতএব তাহার জন্ত কেন না একটু malagatani paste প্রস্তুত করা হইয়াছে ? সে কারণে বাবুর্জির উপর মহা তম্বি হইতেছে—সর্ব্ব-নাশ! এ হেন বিভীষিকাময় সন্নিস্থলে গুরুদেবের উপস্থিতি ? তা বলিলে কি হয় ?—ইহাই বিধাতার অখণ্ড কঠোর লিপি,—এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অদ্য তারিখে ঠিক এই সময় এই স্থানে গুরুদেবের অবস্থিতি, কার সাধ্য এ নিয়তির গতি-প্রতিরোধ করে ?—তাই আজি আমাদের গুরুদেব অকষ্টবন্ধে আবদ্ধ, মহা নরককুণ্ডে নিপতিত, (হইতে পারে, সভ্যগণের পক্ষে স্বর্গ) উদ্ধারের উপায় নাই ?—মুখে কেবল অবিরাম দুর্গা নাম যপ করিতেছেন।

দুর্গে দুর্গতি নাশিনী—অসুর নাশিনী মা! তুমি শুম্ভ নিশুম্ভ সংহার ক'রেছ! আজি এ মহা অসুর নিপাতে কাতর কেন মা! তোমার মুক্তি-মূলাধার শ্রীচরণ শরণে জীবের দুর্গতি দূর হয়, বলে দাও মা, গুরুদেবের উদ্ধারের উপায় কি, কিসে এ দায় হইতে ত্রাণ পায় ? কি উপায়ে এ মহা শত্রু নিপাত হয় ?

বড় আশা করিয়াই গুরুদেব আসিয়াছিলেন, ছোট বাবুকে সৎপরামর্শ দিতে। মনে করিয়াছিলেন, তাহাকে প্রবৃত্তি দিয়া মন্ত্রগ্রহণ করাইবেন, কিন্তু শিষ্য যে এ দিকে অহংজ্ঞানে উন্মাদ, গুরুদেবের ত সে জ্ঞান নাই।

"আচ্ছা গুরু, বল দেখি বাবা।"

রিশ বাঙ্গারাম যখন এইরূপ গুরু সম্ভাষণে গুরুদেবকে

আপ্যায়িত করিতেছিল, গুরুদেব তখন মুখে শ্রীশ্রীদুর্গা নাম জপ করিতেছিলেন ও মনে মনে আপন উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবনা করিতেছিলেন; সুতরাং বাঞ্ছারামের উক্তি গুরুদেবের কর্ণে কতদূর স্থান লাভ করিয়াছিল বলিতে পারি না, যেহেতু কথার উত্তর না পাইয়া বাঞ্ছারামকে তাহার কণ্ঠস্বর আর এক গ্রাম ঊর্দ্ধে উঠাইতে হইয়াছিল।

"বাবা গুরু, শিষ্যকে কি হেজ্ঞান কল্লে?"

এবার গুরুদেব সত্যই শুনিতে পাইয়াছেন, বলিলেন;—

"আমায় বল্‌ছ বাবা?—বল বাবা,"

বিশ্ব। আচ্ছা গুরু, বল দেখি বাবা, তুমি যদি গুরু হলে, আর আমি যদি তোমার শিষ্য হলেম, তা হলে তোমারই বা কার্য্য কি? আর আমারই বা কর্ত্তব্য কি?

গুরু। এ উত্তম কথা বটে;

কোবা গুরুর্যোহি হিতোপদেষ্টা।
শিষ্যস্তু কোবা গুরুভক্তএব॥

বিশ্ব। "বাবা, তোমার ও গুরু লজিক্যাল্ ফ্রেজের এক বর্ণও বুঝ্‌তে নার্‌লাম, শাদা কথায় সিদে চাল চালো—"

জ্ঞান। বাঞ্ছারাম থাম্—আচ্ছা গুরু, আপনি যে আমায় মন্ত্র দান কর্‌বেন, আমার দেহ পরিশুদ্ধ কর্‌বেন, আপনার এমন কি অধিকার?

গুরু। "বাপু, অধিকার আছে বৈকি, বংশ-পরম্পরায় আমরা তোমাদিগের কুলগুরু, পুরুষানুক্রমে তোমাদের সকলেই আমাদিগের নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। অতএব তোমার পিতা, পিতামহ প্রভৃতিকে মন্ত্র দান করিবার তাঁহা-

দিগের যেরূপ অধিকার ছিল, তোমাকে মন্ত্র দান করিবার আমারও সেইরূপ অধিকার।"

জ্ঞানে। Oh ho! এ ত আপনি কেবল right establish কচ্ছেন; আমি যদি মন্ত্র গ্রহণ করি, তাহা হইলে অবশ্য আপনি ব্যতীত আমাকে মন্ত্র দান করিবার আর কাহারও অধিকার নাই। কিন্তু এক্ষণে question হচ্ছে এই, আমি কেন আপনার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিব? এবং আপনি যে ইহকালে আমার আত্মা পবিত্র করিবেন ও পরকালে পরিত্রাণ করিবেন, আপনার এমন কি ক্ষমতা? আমি যেমন একজন শোণিত-মাংস-গঠিত সাংসারিক মানব, আপনিও তেমনি একজন হস্তপদ বিশিষ্ট নশ্বর মনুষ্য বই আর কিছুই নন্। আপনি কিছু কোন মহাপুরুষ বা অবতার নহেন, চৈতন্য বা বুদ্ধদেব নহেন, Jesus Christ বা মহম্মদ নহেন, যে আপনি আমায় ত্রাণ করিবেন। Physician, heal thyself, আপনি নিজের মুক্তির উপায় অগ্রে করুন, তবে পরকে মুক্ত করিবেন।

গুরু। বাপু হে, আমিও একদিন আমার গুরুদেবের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি, কারণ গুরুদীক্ষা ব্যতিরেকে মুমুক্ষু ব্যক্তির মুক্তির উপায় আর কি আছে? যাঁহার নিকট আমি উপদেশ গ্রহণ করিয়াছি, তিনি আমার ইহকালের দেবতা ও পরকালের পরিত্রাতা, তিনি মঙ্গলময়, সর্ব্বদা আমার মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন; তবে কেন না আমি তাঁহাকে দিব্য চক্ষে দর্শন করিব? দেবতা জ্ঞানে পূজা করিব? কারণ শাস্ত্রে লিখিতেছে "সর্ব্বদেব ময়ো গুরুঃ।" অর্থাৎ গুরুই হচ্ছেন সকল দেবতা এবং সকল দেবতাই হচ্ছেন গুরু। আবার বলিতেছেন, "সর্ব্বস্ব

গুরবে দদ্যেৎ, ন গুরো রধিকং ন গুরো রধিকং” অর্থাৎ সর্ব্বস্ব গুরুপদে অর্পণ করিবে, গুরুর অধিক আর কেহই নাই।

জ্ঞান। মাইরি! তোমার শ্রীপদে সর্ব্বস্ব অর্পণ করি, তার পর আমি বেটা ভ্যারেণ্ডা ভাজি।

বাঞ্ছা। বাবা গুরু? এ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাজার, এ বাজারে তোমার গুরুগিরি বুজ্‌রুকি বিকুচ্ছে না।

এমন সময় ভ্রাতা খুদিরাম মদিরাপূর্ণ একটী টম্বলার হস্তে টলিতে টলিতে গুরুদেবের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত; বলিল—

“বাবা গুরু, রিয়ে কার্য্যে আছ বল্‌তে পার? এ তোমার বাঁকেরখাঁটি নয়, Whisky!

গুরু। (স্বগত) দুর্গে! কি দেখি! পৃথিবী তুমি অতল সলিলে নিমগ্ন হও!

গুরুদেব প্রস্থানের উদ্যোগ পাইতেছেন, দেখিয়া আদ্যনাথ ভায়া, আবার তাহাতে বাদ সাধিল,—সমূহ বিপদ!

খুদি। “বাবা গুরু যাবে কোথায়? এক ডোস্ টেনে যাও, শিষ্য বাড়ী থেকে কি শুধু মুখে যাওয়াটা ভাল দেখায়?”

ষষ্ঠ লহরী।

বিষম সমস্যা—কিন্তু Solve হইল।

"আচ্ছা গুরু! বল দেখি বাবা! একটা তোমায় শাস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করি,"—তারপর আদ্যনাথ বাবু আবার বাবুর নিকট হইতে অনুমতি লইল। "ছোট বাবু! আমি তোমার গুরুকে একটা সমস্যা জিজ্ঞাসা করব—আমায় allow কর।

জ্ঞান। Oh yes, by all means.

আদ্য। বাবা গুরু! এ তোমার শাস্ত্রের কথা,—ছোট বাবু, The question I propose to put to your *gooroo* is not out of his province.

বিশ্ব-বাঞ্ছা। বেটা তোর question কি বলে ফেল্‌না? introduction কর্ত্তেই যে বাজিভোর কল্লি।

আদ্য। দাঁড়াও বাবা question আগে frame করি—আচ্ছা বল দেখি বাবা গুরু! পবনপুত্র হনুমান; পবনের ল্যাজ নাই, কিন্তু হনুমানের ল্যাজ কেন? তখন সকলেই বলিয়া উঠিল, "হাঁ বাবা, বল দেখি এইবার বাবা গুরু!"

বাঞ্ছা। বাবা আদ্যনাথ! এ ল্যাজ্‌খোড়্‌ question কি তোমার বেল্লিক বাজারের production?

তখন মাষ্টার এন্ সরকারের আনন্দ দেখে কে? সে তখন একাই এক শ। গুরুকে বলিল;—

"Now *Gooroo* you look sharp;—

জ্ঞান। গুরু! এ question যদ্যপি তুমি answer ক'রে

দিতে পার, তা হ'লে আমি এখনই তোমার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিব।

তখন প্রায় সকলেই বলিয়া উঠিল,—"কেবল ছোট বাবু কেন?—আমরা সকলেই প্রস্তুত আছি, মন্ত্র গ্রহণ করিতে।"

এন্। Now *Gooroo* যদ্যপি তুমি এই question, যাহা এক্ষণে আমাদিগের learned friend Mr. Adaya Nauth Babu জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তোমাকে তাহা answer করিয়া দিইতে পার, তাহা হইলে We shall all be submitted to take your nasty *mantra* very tamely from you.

আদ্য। "এ বড় ফ্যাল্‌সামি question নয়, শাস্ত্রসঙ্গত তোমার পুরাণের কথা,—হনূমানের যে কালে অত বড় ল্যাজ, পবনের নিদেন একটুকুও ত থাকা উচিত ছিল,—বাবা বাপ্‌কা বেটা সিপাইকা ঘোড়া—বেঁড়ে বাপের ল্যাজ ওলা ছেলে কেন?"

এমন সময় দেখা গেল, তিনটী সুরাপানে উন্মত্ত শান্ত মূর্ত্তির আবির্ভাব। তিনজনেই পাঠকের পরিচিত। তন্মধ্যে যিনি পাঁড়, তিনিই খুড়া; আর দুইজন, গজেন্দ্র ও বলাইচন্দ্র। তিনজনেই চুচ্চুরে, সমান সুপক্ক, এ বলে আমায় দেখ্ ও বলে আমায় দেখ্। তন্মধ্যে দেখা গেল গজেন বাজাজীউর কিছু বিশেষ করুণার উদয় হইয়াছে। কেন না তিনি কেঁদেই আকুল। বলিতেছেন;—

"গুরুর অপমান! খুড়ো,—গুরুর অপমান আমার প্রাণে সহ্য হয় না, গুরু! আমার প্রাণের গুরু কোথায়?—আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে, আমার প্রাণের গুরু কোথায় গেল?"

তার পর দেখিল গুরুদেব সম্মুখেই দণ্ডায়মান।

গজেন্দ্র। গুরু! পায়ের ধূলা দিন,—গুরু! তোমার অপমান করে কে?—গুরুর অপমান:—আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে (উচ্চতর ক্রন্দন)

গুরুদেব যে এস্থানে আসিয়া এরূপ অপমানিত হইতেছেন, এ সংবাদ বড় বাবুকে অবগত করাইল কে?—"গুরু আসিয়াছেন,"—সন্ধ্যা হইতে এই ধোয়া ধরিয়া বড় বাবুর বৈঠকখানাঘর মাৎ, ক্রমে পানীয় ব্যাপার যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মদকার উন্মত্ততা শক্তি বাবুদিগের মস্তিষ্ক ততই আলোড়িত করিয়া তুলিল। তার পর ভাবের উদয় হইল, ক্রমে গুরুদেবের উপর ভক্তির সঞ্চার তেমনি গুরুতর বেগে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল,—এমন অবস্থায় সহসা মনে হইল "গুরু দর্শনে যাইব"—আর কি ঘরে মন বসে?—অমনি সকলে গুরুদর্শনে বহির্গত হইলেন। গুরুদেবের অবস্থিতির স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, গুরুদেব তথায় নাই,—তাঁহার খুঙ্গি পুথি, তৈজস তল্পি প্রভৃতি সমস্তই বিদ্যমান, কিন্তু গুরুদেব গেলেন কোথায়?—ভৃত্য বলিল, গুরুঠাকুর ছোট বাবুর বৈঠকখানায় গিয়া যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইতেছেন। গুরুর অপমাননা শ্রবণে ভক্ত শিষ্যের প্রাণে বিষম বাজিল। তিনি অমনি তাহার প্রতিবিধানে ছুটিলেন। বাহির হইয়াছিলেন পূর্ণ সম্প্রদায়, কিন্তু পথিমধ্যে বাদ শাদ পড়িয়া তিনটীতে ছোট বাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া ঠেকিল।

গজেন্দ্র। গুরু! পায়ের ধূলা দিন,—গুরু! তোমার অপমান করেছে কে?—আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে।—গুরু! তুমি এয়েছ আমার বাড়ী,—আমি তোমার পায়ের সুকতলা,—

তোমার অপমান করে কোন্ শালা ?—আমি যার ভাল করি, সে আমার মন্দ করে,—তুমি তার—র—র—” আর বলিতে হইল না অমনি গুরুর পদতলে পড়িয়া বমন, তার পরেই অচেতন। খুড়ো বনেদি মাতাল, তার কথা বর্ণনাতীত।

খুড়া। “গুরু! আমার মস্তকে শ্রীচরণ যুগল তুলিয়া দিন,—আমি উদ্ধার হয়ে যাই।—গুরু! আপনি বড় বাবুর গুরু,—আপনি আমার গুরু—আমার বাবার গুরু—গুরুর গুরু মহাগুরু—আপনি ভবসিন্ধু পারাপারের কাণ্ডারী,—আমি আপনার ঐ শ্রীচরণ-তরির deck passenger হয়ে পার হয়ে যেতে পারি,—পারি কিনা পারি ?—আপনার ঐ মুক্তি-মূলাধার শ্রীপাদ-পদ্ম দুটী একবার বকা বেটার মস্তকে তুলে দিয়ে এ দুস্তর মানব জন্ম হইতে উদ্ধার করুন।

গুরু। “বাপূ পা ছাড়,—দুর্গে কি দেখি!” অমন বেওয়ারিস্ পাদপদ্ম পাইয়া, বলাইচন্দ্রই বা ছাড়ে কেন ?—সেও এই অবসরে গড়াইতে গড়াইতে গুরুদেবের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল।

বলাই। “গুরু! আপনার ঐ পদ্মপলাশ লোচন শ্রীপাদপদ্ম আমার মাথায় তুলে দিন, আমি মরে যাই,—আমি মরে যাই আমি মরে যাই—ই—ই—”তার পরেই বমন—দেখিতে দেখিতে অজ্ঞান।

ওগো বালাইয়ের মা—দেখে যা তোর বেটা কেমন কচ্চে!

গুরু। দুর্গে কি দেখি!—মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার ভিতর প্রবেশ করি।—একি ভীষণ দৃশ্য! এই সকল দুগ্ধপোষ্য বালক, ভবিষ্যতের ভরসা, কোথায় বিদ্যা উপার্জ্জনে জ্ঞান লাভ করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান্

হইবেক—সনাতন ধর্ম্মের গৌরব-সংরক্ষণে কৃতসংকল্প হইবেক, না, এই সকল বিষম বিষপানে উন্মত্ত হইয়া বিকৃত-মস্তিষ্ক ও অকর্ম্মণ্যপ্রায় হইয়া পড়িল তবে আর ভবিষ্যতের ভরসা কি? দেশের উন্নতির আশা কোথায়?—হায়—হায়! কে এ বাদ সাধিল,—কে এ সুবর্ণ বিনিময়ে কালকূট আনিয়া আমাদের সন্তান সন্ততিকে ভক্ষণ করাইয়া অকালে কালের কালগ্রাসে প্রেরণ করিতে বসিল? দেশ উচ্ছন্ন যায়?—

আদ্য। Excellent! Bravo! Bravo!—আচ্ছা বক্তৃতা দিয়েছ বাবা—এখন আমার সমিস্যে পূরণ করে দিয়ে যেতে হচ্ছে, তা না হলে ছাড়্‌ছি না।

খুড়া। কি সমিস্যে পূরণ কর্ত্তে হবে বাবা? আমায় বল না—আমি solve করে দেব। আমরা হচ্ছি গুরুর favorite disciple গুরুর প্রতি এ তম্বি কেন?—

এন্। আমাদিগের Learned friend Mr. Adya Nath Babu গুরুর প্রতি একটী question put করিয়াছেন,—তাহা হিন্দুশাস্ত্র-সঙ্গত Condition এই;—যদ্যপি উনি—I mean *gooroo*, আমাদিগের এই question যাহা করিয়াছেন জিজ্ঞাসা মিষ্টার আদ্যনাথ বাবু, answer করিয়া দিইতে পারেন, তাহা হইলে বশীভূত হইব আমরা সকলে গ্রহণ করিতে মন্ত্র উহার নিকট হইতে।

খুড়া। তুমি কে বাপ্?—Crown prince? তোমার সে বৃহল্লাঙ্গুল কোথায় বাপ্? তুমিই কি নিকষা-নন্দন দশাননের সর্ব্বনাশের prime mover?—কিস্কিন্দায় প্রত্যাগমন কর বাপ্।

এন্। দেখুন মিষ্টার জ্ঞানেন্দ্র বাবু,—This man is

insulting me right and left. আমি কিন্তু উহাঁর নামে indict কর্‌ব,—এখনও উনি চেনেন্‌নি আমি কে।

খুড়া। তুমি কে বাপ্‌ আপনি ?

আদ্য। বড় কেও কেটা নয়! বিলেত ফেরত। Law-yer.

খুড়ো। ফিরে দেখ বাপ্‌,—এ চর্ম্ম চক্ষে নিরীক্ষণ ক'রে তোমার মাহাত্ম্য অবগত হতে পাল্লেম না।

এন্‌। If you dont know me yet, I'll let you know, my name is N. Sirkar Esquire. Barrister-at-law, Member of the bar, and Advocate of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal.

খুড়ো। ব্যস্‌ করো,—চিনেছি বাপ্‌,—তুমিই না কারফর-নার্‌ fancy bull ? শূরবালার dutiful পেটেল ?

আদ্য। "বাবা গুরু! পালাও কোথায় ?—আমার সমিস্যে পূরণ করে দিয়ে যাও।"

বোধ হয়, গুরু ব্যাচারা এই অবসরে স'রে পড়্‌বার উদ্যোগে ছিলেন, কিন্তু বাবা আদ্যনাথ আবার তাহাতে বাদ-সাধিল।

খুড়ো। বাবা,—গুরুর অপমান করোনা কিন্তু বল্‌ছি, ভাল হবে না। তোমার সমিস্যে কি বলে যাও, আমরা পূরণ ক'রে দিচ্ছি ;—আমরা হচ্ছি গুরুর প্রধান চেলা special followers. আগে শাকরেদ্‌কে পরাস্ত কর, তারপর ওস্তাদ্‌।

তখন সকলেই বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা বেশ কথা!"

আদ্য। "বাবা, এ শাস্ত্রের কথা—"

খুড়ো। বেল্লিক শাস্ত্রের ? আচ্ছা বলে যাও।

আদ্য। আচ্ছা বল দেখি বাবা,—পবনপুত্র হনুমান, পবনের ল্যাজ নাই, কিন্তু হনুমানের ল্যাজ কেন ?

সকলে। হাঁ বাবা, খুড়ো, বল দেখি এইবার।

খুড়ো। পবনপুত্র হনুমান, পবনের ল্যাজ নাই, কিন্তু হনুমানের ল্যাজ কেন ?—

আদ্য। বাবা, বাপ্‌কা বেটা সিপাইকা ঘোড়া,—ছেলের যে কালে অতবড় ল্যাজ—বাপের নিদেন এট্টুও ত থাকা উচিত ছিল।

খুড়ো। কি জান বাবা, হনুমান হচ্ছে এখনও বাচ্ছা কি না—আর পবন হলোগিয়ে ধাড়ি ;—অর্থাৎ হনুমান হচ্ছেগিয়ে ব্যাঙাচি,—আর পবন হচ্ছে ব্যাং ;—হনুমানও যখন পবনের মতন কোলা ব্যাং হয়ে দাঁড়াবে, তখন ব্যাঙাচিরও ল্যাজ খসে যাবে—বুল্ ফ্রগ্ হয়ে দাঁড়াবে।

আদ্য। এসো ত বাবা একবার কোলাকুলি করি।

তখন চারিদিক্ হইতে করতালি পড়িল,—কোলাহলধ্বনি উঠিল ও স্বর্গ হইতে পুষ্প বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

সপ্তম লহরী।

Advocate ও Editor.

অদ্য আমাদিগের সমাজ-সংস্কার সভার অধিবেশন। বেলা ঠিক চারিটার সময় সভারম্ভ। আজিকার পালা হচ্ছে গিয়ে স্ত্রী-স্বাধীনতা বা Female Emancipation, বক্তা স্বয়ং বাবু জ্ঞানেন্দ্র। মিষ্টার এন্‌ সরকার মহাশয়কে সভাপতির আসন প্রদান করিবার কথা আছে—কিন্তু তিনি তাহাতে বড় একটা রাজি নন্, কেননা বক্তৃতা বাঙ্গালায়, ইংরাজীতে হইলে ত কোন কথাই ছিল না, তবে কথা হচ্ছে; ছোট বাবুর অনুরোধ, নইলে অতবড় একটা কাত্‌লা হাত ছাড়া হয়!—কি জানেন শর্ম্মা বলেন, বাঙ্গালায় বক্তৃতা দেওয়া আর আগা গোড়া তেঁতুল অম্বল মেখে ভাত খাওয়া দুই সমান, সেইজন্যই ত আমরাও ইহার পোষকতায় প্রবৃত্ত—প্রতিবাদে অসমর্থ—কারণ মাষ্টার সিং যখন যাওয়া আসা নিয়ে দশ মাসের ভিতর বাঙ্গালাটা স্ব ইচ্ছায় সুস্থ শরীরে বিনা আপত্তিতে বাজেয়াপ্ত করিতে সক্ষম হইল, তখন যে আমাদের সরকার সাহেব গোটা তিন তিনটে বৎসর প্রবাসে বিলাতি সহবাসে কাটাইয়া আসিয়াও অনায়াসে এখনও পর্য্যন্ত যে দুই চারিটা বাঙ্গালা (অবশ্য একটু অ্যাড়াইয়া) কহিয়া ফেলেন, ইহা কি বিচিত্র নয়! এ কম ক্ষমতার কথা নয়! অসাধারণ মেধা শক্তির কার্য্য! মাতৃভূমির প্রতি অচল অটল ভক্তি!—তাই,—তাই এত সাধাসাধি—সাধারণের এত অনুরোধ—যাই হ'ক্ শেষ অনেক পীড়াপীড়ির পর স্থির হইল যে

না হয় তিনি as a chairman তাঁহার মন্তব্য ইংরাজীতেই প্রকাশ করিলে চলিবে—তাতেও তবু নিম্‌রাজি।

সম্প্রতি যে পাঠক মহাশয়ের প্রতি গ্রন্থকারের এক অনুরোধ,—ভয় নাই, গোবরার মাকে গঙ্গা যাত্রা করিতে হইবে না, বা পঁক্তি ভোজনে পরিবেশন করিতেও অনুরোধ করি না। অনুরোধ এই,মহাশয়কে একবার এন্ সরকার মহাশয়ের বাটীতে পদার্পণ কর্ত্তে হবে, যেখানে মিষ্টার সরকার তাঁহার ড্রইং রুমে বসিয়া একটী ভ্রাতৃভাবাপন্ন ভারত-সন্তানের সহিত কি কথোপকথন করিতেছেন, তাহাই শুনিতে হইবে। এই কথা? এখন বেলা কত? আন্দাজ দেড়টা, সভারম্ভ হইতে এখনও ঝাড়া আড়াই ঘণ্টা দেরি।

উঃ কি ভয়ঙ্কর রৌদ্র! এখন বাহিরে বাহির হয় কাহার সাধ্য! যেন ফারনেস্ ছুটিতেছে,—মানুষের প্রাণ আই ঢাই করিতেছে; বুঝি বা দিক্‌দাহ উপস্থিত! প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে বাঙ্গালার আম কাঁঠালগুলো সব পেকে গেল—গ্রামের বিল্ পুষ্করিণীগুলো শুকয়ে ফেটে চ'টে চৌচাক্‌লা হলো, জল না পেয়ে রবি ফসলগুলো সব জ্বলে গেল, চাষার প্রাণ চম্‌কে উঠলো, আহার ভাবনা যুট্‌লো—আবার চাষার কথা কেন? তারা হলো অসভ্য, আমরা হলুম সভ্য—তাদের কাজ তারা জানে; সর্ব্বনাশ হয় তাদের হলো, তারজন্যে আমাদের এত মাথা ব্যাথা প'ড়েছে কি? আমরা কেন চাষার সঙ্গে চাষা হই?—আমাদের যা কর্ত্তব্য আমরা কর্‌ব—সমাজ সংস্কার, স্বদেশের উদ্ধার! রাজনৈতিক আন্দোলন, বিলাতে প্রতিনিধি প্রেরণ, অর্থ না থাকে, চাঁদা তোল,—আর কি?-স্ত্রীলোকদিগকে সহবোধ শেখাও,

তাদের শিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনা কর, সমাজ বসাও,—এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রাতৃধর্ম্ম প্রচার ক'রে স্বদেশের উদ্ধার সাধনে কৃতসঙ্কল্প হও ; জাতিভেদ কি ?

একটা বড় কাজের কথা মনে পড়িল। পাঠক শ্রেণীর মধ্যে কাহারও থ্যামটার নাচ দেখিবার সক্ আছে ? থাকে ত আসুন এই সুযোগে আপনকারদের থ্যামটার নাচ দেখাইয়া আনিতে পারি, বাইজীর গান শুনাইতে পারি। তা বলিয়া এমন মনে করিবেন না যে, আপনাদের হাজারের মাঝখানে সেই কুরুচি মাথা বাজারে বারাঙ্গনাগুলোর সম্মুখে হাজির করিয়া দিয়া আমরা মাঝখান থেকে মজা দেখিব ?—তা নয়, এরূপ নীচ প্রবৃত্তি আমাদের নাই,—আমরা যাহা দেখাইব, তাহা দেখিবার জিনিস বটে—ইন্দ্রের নন্দনকাননে যে পারিজাত ফুটে, এ তার চেয়েও ফুট্ ফুটে, তা অপেক্ষাও অধিক সুন্দর! তাহার সৌরভে সুধু স্বর্গলোক আমোদিত, ইহার পরিমলে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবন বিমোহিত! দর্শনে সার্থকতা,—স্পর্শনে পবিত্রতা ও উপাসনায় আত্মার পরিতৃপ্ততা সাধন করিয়া, স্বর্গ-রাজ্যের সদর দরজা আপনা হইতেই উন্মুক্ত করতঃ মুক্তিধামে অনায়াসেই প্রবেশ লাভ করিতে পারা যায়। এ সকল তত্ত্ব কথা বলি কাকে ? শোনেই বা কে ?—প্রেমিক নহিলে কি পবিত্র প্রেমের প্রকৃত মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারে ? না ধারণা করিতে সক্ষম হয় ?—শুনিতে চায় ?—না ছুটিয়া যায় ?

Mr. N. L. Sirkar, Barrister-at-Law, তাঁহার বর্ত্তমান বাসস্থান, ৪৮ নং থ্যায়রু খানসামার লেন্,—সরকার সাহেব

জাহাজ থেকে নামিয়া আসিয়াই যে ইস্তক এই স্থানে বাস করিতেছেন, তাহা নয়, তবে নাকি পল্লী ভাল, তাই সম্প্রতি এইখানে উঠিয়া আসিয়াছেন। প্রতিবাসীদিগের মধ্যে প্রায়ই কেহ (কেবল মুদি ছাড়া।) কালাবাঙ্গালী নাই ; চারিদিকেই DeCruz, DeCosta, DeRozario, DeSilva, De Souza, DeSanto প্রভৃতি বড় বড় British born বাবাজীউ-দিগের উচ্চ উচ্চ কিস্তাল *। আহা! যখন তাহাদিগের গৃহ-পালিত তাম্রচূড় † সেই উচ্চ কিস্তাল চূড়ে আরোহণ করতঃ প্রভাতিক চিত্তবিনোদন বৈতালিক গীতগানে নিদ্রিত মনুষ্য-দিগের শ্রবণবিবরে সুধাবর্ষণ করিতে থাকে,—তখন কি আর কাহারও নিদ্রা যাইতে প্রাণ চায়? আবার যখন সেই তরুণ, প্রভূত রূপ-যৌবনসম্পন্ন-বিবিধ বেশভূষায় বিভূষিতা কিস্তাল-বাসিনীগণ হেলিয়া দুলিয়া আড় নয়নের কায়দা দেখাইয়া শঙ্খ চিরুণি বিনিন্দিত মিহি আওয়াজে কথা কহিতে কহিতে পল্লী আলো (অন্ধকার ?) করিয়া সরকার সাহেবের নাচ দরজা দিয়া চলিয়া যায়, তখনকার এক ভাবই যুদো! তাই না সরকার সাহেব দেখে, আর ঘরে বসে ভাবে, কি ভাবে তা জানি না—বোধহয় মনে মনে মন্মথ মিত্রের মেয়েকে গালাগালি পাড়ে।

এমন বাজে কথায় বাজিভোর কল্লে ত চল্‌বে না। বল দেখি আসিলাম এ কোন স্থান?—শ্রীবৃন্দাবন নয়? এই সম্মুখেই হচ্ছে সরকার সাহেবের শান্তিময় নিকেতন—প্রবেশ করি—হরি হরি! কোথায় তোমার থ্যামটার নাচ আর কোথাই

* ফিরিঙ্গিদের খোলার ঘরের নাম কিস্তাল।

† তাম্রচূড়—কুক্কুট।

বা তোমার বাইজীর গান?—এত উতলার কার্য্য নয়, ধৈর্য্যের প্রয়োজন।—ঐ যে ফুট গৌরবর্ণ ফিট্ বাবুটী, বসিয়া সরকার সাহেবের সহিত সদালাপে নিযুক্ত। উটি কে চেনেন?—চিনিতে পারিবেন বোধ হয় পরিচয় দিলে,—মনে হয় কি, কোথাও দেখিয়াছিলেন?—দেখিয়াছিলেন প্রেমনিকেতনে, উনি হচ্ছেন সর্ব্বলোক পরিচিত "প্রাণদায়িনীর" সম্পাদক, নাম নিবারণ চন্দ্র দত্ত *। তখন ছিলেন মোব্লেস, এখন যুগল বেশ; তবে এক্ষণে যুগলরূপে আবির্ভাব না হইয়া, একক কেন দর্শন দিলেন, এ মায়া এ অধম বুঝিতে অক্ষম,—বোধ হয় প্রভুর এইটুকু লীলা খেলা!

"আপনি যান্ যান্, এই next mailএই রওনা হউন।" শোন! প্রভু কি বলেন,—গোল করোনা কথার ক্রম ভঙ্গ হবে।

"আপনার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। আমি বেশ বলিতে পারি, ভারতকে represent করিবার জন্য আপনার ন্যায় এমন একজন সুদক্ষ ব্যক্তি Parliament মহাসভার মেম্বর হইলে, ভারতের অস্তমিত সৌভাগ্যরবি যে অচিরেই পুনরুদিত হইবে তার আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

এন। বুঝিলাম,—হইতেছে এক্ষণে কেবল wanting অর্থের আপনারা এখন funds সংগ্রহ করিতে পারিলে হয়, আমার প্রত্যেক ভরসা আছে—ভরসা কেন—I can assure you যে, অর্থ পাইলে আমি একজন Parliamentএর active মেম্বর রূপে পরিচালিত হইয়া ভারতের behalfএ এরূপ Elaborate

* ইন্দ্রনাথ বাবুর খুদিরাম পত্র।

speech ঝাড়িতে সুরু করিব যে, ভারত ইহ জন্মে—ভারত কেন? Parliament ইহ জন্মে পার্থিব কর্ণে Burk, Sheridon, Disrali, Gladstone প্রভৃতির প্রমুখাৎ এরূপ মহাবক্তৃতা কখন শ্রবণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ!"

বলিতে বলিতে বক্তা গরম হইয়া পড়িল। "And I can dare say, by which I shall be able to shake India from the very foundation of its bottom এখন চাই কেবল কার্য্য,—কার্য্য কার্য্য কার্য্য! কেবল আপনারা অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকুন—চাঁদার খাতা খুলুন,—Subscription raise করুন, বড় বড় রাজা রাজড়ার কাছে থেকে donation আদায় করুন, আর আমায় পাঠাইতে থাকুন। আর আমি M. P. হইয়া হোমে বসিয়া অবিরত Indiaর জন্য agitate করিতে থাকি।

নিবা। মহাশয়! আর অধিক বলিতে হইবে না,—আপনি Next issueতেই দেখ্‌বেন, প্রাণদায়িনীর অর্দ্ধ কলেবর এই বিষয়ে পরিপূর্ণ। আমি এমনিই গবেষণাপূর্ণ strong agitative article লিখিতে আরম্ভ করিব, যে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত—এমন কি অন্তঃপুরবাসিনী কুলকামিনীগণ পর্য্যন্ত চাঁদা দানে মুক্তহস্তা না হইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে না। আরো আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ হইতেছি যে, আমি স্বয়ং কল্য হইতে চাঁদারখাতা বগলে করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া হত্যা দিয়া পড়িব,—মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন, দেখি ভারতে অর্থ আছে কি না? এত করিয়াও কি ভারত-উদ্যানের কুসংস্কার রূপ আগাছা সকল সমূলে উৎপাটন করিতে পারিব না?—মহাশয়,

বলিতে কি?—আমিও একজন প্রকৃত আর্য্যবংশ-সম্ভূত সুরুচি-সম্পন্ন ভারত-সন্তান;—অতএব স্বয়ং ভারত-সন্তান হইয়াও যদ্যপি এই কুরুচি-সম্পন্ন বিষম বিষময় বিভীষিকা সকল নিত্য নয়নপথ হইতে দূরীকৃত করিতে না পারিলাম, পতিত ভারতের উদ্ধার সাধনে কৃতকার্য্য না হইলাম; তবে আর আমাদের এ শোণিত-মাংস-গঠিত অকিঞ্চিৎকর জীবন ধারণে ফল কি?—আমরা যদ্যপি ভারতমাতার অকৃতজ্ঞ সন্তান না হই—তবে আমাদিগের প্রাণ-পাত বা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও আমাদের—

এন। পরিত্যাগ?—কি বলেন মহাশয়! পরিত্যাগ?—আমি ভারতের জন্য as an advocate আমার কোর্টের Enlarged practice পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি, তথাপি ভারতের এ দুর্গতি সহিতে পারি না—By the bye আর এক কথা মনে আসিল—আমাদের ভারতের financial অবস্থা অতীব শোচনীয়! কারণ আমি দেখিতে পাইতেছি যে আদালত আর আমাদিগকে provide করিতে পারে না—দেশের এমনিই অবনতি! পার্টিরা সকল সময় caseএ Counsel পর্য্যন্ত engage করিতে পারে না!—time এমনই critical, Barristerদের রুটি মেলা ভার হইয়াছে!—দেশ যায় আর থাকে না! যাহারা আইনজ্ঞ—যাহারা দেশের নেতা, যাহাদের আসন সমাজের শীর্ষ স্থান—তাহারাই যদি অনশনে মরিল তবে আর কেরাণি বা কোন ছার? শ্রমজীবিই বা বাচে কিসে?—ইহার তাৎপর্য্য কি?—Political Economyতে ব্যুৎপত্তি থাকিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে ভারতে আর অর্থ নাই,—এক্ষণে ইহার বিহিত একান্ত কর্ত্তব্য।

নিবা। মহাশয়! আপনি M. P. হইলে একবার এ সকল বিষয় পর্য্যন্ত Parliamentএ mention ক'র্ত্তে ভুল্‌বেন না!

এন। অবশ্য ভুলিব না, কারণ আমি দেখিতে পাইতেছি, ভারতের অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, ইহা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তির অন্তঃকরণ সহসা স্থির থাকিতে পারে?

নিবা। তাই বলি—আপনি যান—শুভস্য শীঘ্রং—আর কাল বিলম্বে প্রয়োজন নাই—আর মিসেস কারফর্‌মার নিকট শোনা হয়েছে, তিনি নাকি আপনার regular correspondent ছিলেন, সেখানে আপনার ভারি খাতির,—

এন্। ভারি—ভারি—

নিবা। উত্তম—তবে বোধ হয় সেখানে ভোট সংগ্রহ করিতে আপনার বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না?

এন্। Not a bit, হোমে আমার যেরূপ popularity gain করা আছে, তাহাতে ভোট সংগ্রহ করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। সেখানে আমার খুব পসার, চাই কি একবার announce করে দিতে পাল্লেই চারিদিক থেকে ভোট আপনা হতেই এসে পড়্‌ছে—এমন কি Ladiesরা আমায় "Ladies' man" বলিয়া জানে,—কত আদর! আর Public এর কাছে ত কথাই নাই—আমি একজন public orator, fluent speaker; কেন Chronicle, Times, Morning Post—প্রভৃতি বড় বড় সংবাদপত্রে আমার প্রশংসার কথা কি শুনেন নাই? সেখানকার সমস্ত ভাল ভাল লোক আমার দিকে—সকল Counties আমার favourএ; Yorkshire, Worcestershire, Lancashire, Richmond, Middlesex, Pembroke প্রভৃতি এগুলো

ত আমার হাতের ভিতর,—তারা আমার জন্যে পাগল, আমায় পেলে কি আর কাহাকেও চায়?

নিবা। বটে?—তবে ত খুব সুবিধেই আছে।

এন। তবে আর বলিতেছি কি?—কেবল এখনকার blockheaded Bengalees আমার intellect বুঝিল না বইত নয়।—Hallo! Who is there? Come in."

সাহেব আরও বলিত, কিন্তু বলা হইল না—বুঝি কাহাকে দেখিয়াছে?—

এই যে! আঃ মরি মরি! কে এ দুই বিদ্যাধরী? এমন সময় ষ্টকিন্-বুট-আঁটা বম্বে-সাটি পরিধানা দুইটী পীনোন্নত-পয়োধরা তনু-মধ্যা নবীনা ভামিনী গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। দর্শনমাত্রে ত্রস্তভাবে উভয়ে স্ব স্ব আসন ছাড়িয়া উঠিয়া মহিলাদ্বয়ের সমাদরে নিযুক্ত হইল। পরে যথাবিহিত সম্ভাষণ, করমর্দ্দন, প্রভৃত ভক্তিপ্রদর্শন, প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্যতার যথোপযুক্ত আনুসঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ সমাপনান্তে আপন আপন আসনে উপবেশন করিলেন। কেবল একজন পিয়ানোয় বসিল। এতক্ষণ ঘরের শ্রী ফিরিল। আঁধার ঘরে আলো জ্বলিল!

"Well, নিবারণ my dear, তুমি এখনও এখানে বসে কি কচ্ছো?—জান,—কাল তোমার প্রাণদায়িনীর issueর day—তার কি কচ্ছো?"

নিবা। সে সব কাজ আমি সেরে এসে বসেছি—আর Printer কেও সব necessary instructions দিয়ে এসেছি।

পাঠক! এই মেয়েটীকে চেনেন?—ইনিই হচ্ছেন এঁর

অর্দ্ধাঙ্গিনী!—ভ্রাতা নিবারণ বাবুর নব-পরিণীতা ভগিনী! নাম নিতম্বিনী।

আহা! বিধির কি আশ্চর্য্য লিখন! প্রজাপতির কি নির্ব্বন্ধ! কোথাকার জল কোথায় এসে থামাল হয়! ভগিনী যখন পদ্মাপারে মায়ায় বাঁধা সেই মোহন চুড়া, পিচুতি পড়া, খেঁড়ো পরা, মাঝের পাড়ায় ভড়েদের খিড়কির পুকুরে শালুকের গেঁড়ো তুল্‌তে 'আস্‌ত,—তখনকার সেই একদিন গিয়েছে! আর এই একদিন, অঙ্গে জ্যাকেট, মাথায় বনেট, পায়ে বুট!—বাঁচি যদি, না জানি আরও কি দেখ্‌বো! ধন্য তুমি দয়াল হরি—তুমি দয়া ক'রে না বাঁচিয়ে রাখ্‌লে এ হেন যুগলরূপ দর্শন কি এ অভাগার অদৃষ্টে ঘটিত?—যখন ভ্রাতার সহিত ভগিনীর প্রথম সাক্ষাৎ নিকেতনে, তখন ছিলেন তিনি বিধবা—এখন সধবা!

বাঃ বাঃ পিয়ানোয় ত বেশ হাত—বা বড় দিদি! ঐ গুণেই ত ম'রে আছি।—না নিতম্বিনী বাজায় ভাল—বাজাক্—আমরা কেন বাজে বসে থাকি?—কান্ ত বজায় আছে।

শ্রীমতী নিতম্বিনী ওরফে মিসেস্ দত্ত—তা দত্ত গিন্নিকে দেখ্‌তে নিতান্ত মন্দ নয়,—চেহারায় এখনও চটক কেমন! মুখের ত্রাস কি! যেন খাই খাই কচ্ছে! গড়নটী অপেক্ষাকৃত একটু ঢ্যাঙ্গা,—তা অমন চলে যায়,—রং বেশ ফরসা,—তবে কাঁচা সোণার মতন নয়, বা ফলান হরিতালের মতনও নয়, তার চেয়ে এক ডিগ্রি মাট,—তা রংএ কি এসে যায়?—উল্‌কিতে যে প্রাণ কেড়ে নেয়! গাল দুটী দেখছি গোলাপী, পাঠক সাবধান! ও প্রকৃতি-রঞ্জিত নয়। বয়স দোষে একটু মেচেতা

পড়া, তার উপর কসে এক পোঁচ পাউডার লাগান, তত্রাপি সুধাংশু-বদনীর সুধাংশু-বদনের রঞ্জিত আবরণী ভেদ করিয়া ঈষৎ মেচেতার আভা পরিলক্ষিত হইতেছে। বয়স অনুমান করেন কত?—যখন ভ্রাতার বয়স ২৫এর বেশি নয়, তখন ভগিনীর বয়স তার চেয়ে ২।৫ বছর কম হইবে, তার আর ভুল কি? না এটি সত্যই ভুল,—তবে কত? তার চেয়েও কম? ১৮? তাই বটে ১৮কে দুই দিয়ে গুণ করে বল দেখি, কত হয় ঠাকুর? বলে কি গো! ৩৬? হাঁ৷ এই আন্দাজ ৩৫।৩৬, তাতে হয়েছে কি? তুমি নাক সেঁটকাও কেন? পাগল, বয়স না হলে কি রসের পরিপাক পায়? বড় বিজ্ঞলোকই এ কথা বলে গিয়েছেন, আবার তার উপর পাঁচির ভাতার যখন পোষকতা করেছে, সে কথার কি আর মার আছে? পাঠক! একবার ঠাউরে দেখ দেখি, যৌবনের হাবভাব কেলিরস এখনও ষোলকলায় বর্ত্তমান কি না? তবে ব'লো—হা অদৃষ্ট! এত ক'রে লিখিলাম, তবুও না। তবে আধাবয়িসীতে একান্তই যদি না মন বসে, ওর সঙ্গে অল্প বয়িসী ষোড়শীও ত আছে। এবার আর কথাটী কয়বার যো নাই, যাচাই করে নিন্।

নিতম্বিনী এতক্ষণ পিয়োনোয় বসিয়া দিব্য দুই চারিখানি ইংরাজি গৎ বাজাইল।

অষ্টম লহরী।

সমাজ-সতী ঝুম্‌কোলতা ও সামাজিক সভ্যতা!

নিতম্বিনী, পিয়োনোয় সুর বন্ধ না করিয়া তৎসঙ্গিনী নবীনাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ঝুমকো একটী গা।"

নিতম্বিনীর সহচারিণী নবীনা কামিনীর নাম ঝুম্‌কোলতা। ঝুম্‌কোলতা ষোড়শী, তবে ষোড়শী হইলেই যে ঠিক ষোল বৎসরের হইতে হইবে এমন কিছু ধরা কথা নাই। যদি বল, মেয়ে মানুষ ত কুড়ি হইলেই বুড়ি, তাহা হইলে আমাদের ঝুম্‌কোলতা ত বুড়ি নয়, কারণ তাহার বয়স এখনও কুড়ি হয় নাই, এখনও দুই এক বৎসর কম। বয়স কাঁচা বটে—ভোর সমস্ত—কাণায় কাণায়,—যেন ভাদ্র মাসের ভরা নদী; সুন্দরীর গড়নটী অতি পরিপাটি! শতেকের উপর একটী! দেখ্‌তে দিব্যটী,—যেন প্রফুল্ল সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্মটী; যুবতী, যৌবন সুলভ পয়োধর ও উরসের গুরু ভারে কিছু নমিতাঙ্গি। আয়তন অতি দীর্ঘও নয় অতি খর্ব্বও নয়, বেশ মানান সই. গড়ন ঢল ঢলে, গোল গাল, নিটোল; সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণসৌষ্ঠবে পরিণত; বর্ণ গৌর, যেন দুধে আলতায় মিশ্রিত, বালার্ক-সুন্দর মুখখানি জল-রাজীববৎ প্রফুল্ল, সে মুখ প্রতি চাহিয়া দেখ, অমনি যেন ফিক্ করে হেঁসে ফেলেছে—সে হাঁসি নীরস নয়, অথচ একটু ব্রীড়া-সঙ্কুচিত; গণ্ডস্থল আরক্তিম, চক্ষু দুইটী টানাল—ভাসা ভাসা—সতেজ—সমুজ্জ্বল, কিন্তু কিছু চঞ্চল, যেন

বিজলি চমকিছে! ঠোঁট দুইখানি বেস টুক্‌টুকে, যখন সেই রসে টলমলায়মান, ঈষৎ ফুল্লান-ঈষৎ লোহিত ওষ্ঠাধর দুইখানি হইতে রসের হাঁসি ঝরিয়া পড়িতে থাকে তখন তন্মধ্যস্থিত কুন্দকলিকা-সন্নিভ সুবিন্যস্ত দুই শ্রেণী দন্ত অতি সুন্দর দেখায়। আবার যখন সেই সময় সেই খঞ্জন-গঞ্জন-নয়ন দুইটী হইতে সেই বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরণ-চকিত কটাক্ষ নিক্ষেপ হয়, তখনই মনে হয় বুঝি এইবার সৃষ্টি স্থিতি রসাতলে যায়! তাই বলি, আমি ঐ কটাক্ষ লইয়াই বড় বিপদে পড়িয়াছি, যাহার প্রভায় ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়, সে কটাক্ষের স্বাস্বরূপ প্রকটিত করা কি আমার সাধ্য?

সুন্দরীর পরিধানে একখানি পীতাম্বরী বম্বে সাড়ি,—পায়ে ফুল কাটা সিল্ক ষ্টকিন্‌, তার উপর বুট্‌—অঙ্গে জ্যাকেট্‌—মাথায় বনেট (নাকি সেগুলোকে ব্রাহ্মিকা ক্যাপ্‌ বলে), দুই হাতে দুগাছি ডায়মন কাটা সোণার বালা,—ঝুমকোলতার পূর্ণ নাম, শ্রীমতী ঝুমকোলতা ঘোষাল,—স্বামীর নাম ভ্রাতা শ্রীভুবন মোহন ঘোষাল; পেসা,—হোমিওপ্যাথিক্‌ গিরি—এই ছেঁড়া গোছের ডাক্তারী, আপাতত তিনি প্রবাসী,—উপার্জ্জন উপলক্ষে বিদেশবাসি। সহরে থাকিয়া আর কিছু হয় না;—হাতেও বা যা কিছু ছিল বিজ্ঞাপন দিতে দিতেই সেগুলিন সমস্ত নিঃশেষ। শেষ এই স্থির হলো বিদেশ ভিন্ন আর গতি নাই। তাই তিনি এখন খাঙ্গড়ের মুল্লুকে, ঝুমকোর মুখেই শুন্‌তে পাই, ডেরা পেতে ব'সে আছেন, যা কিছু পোকাটা মাকড়টা পড়ছে, তাই খাচ্ছেন—আর আছেন। শ্রীমতীও স্বামীসহগামিনী হইয়াছিলেন,—তবে বিগত উৎসব উপলক্ষে

যে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সেই নাগাইত আর যান নাই। এইখানেই আছেন—যাবার প্রয়োজন? কিসের অভাব?—তিনি সেখানে হাতাড় পাতাড় ক'রে যা কিছু দু হাত্বা মাচ্ছেন,—শ্রীমতীর পাদপদ্মে নমঃ নমঃ কত্তে আর কিছু থাক্‌ছে না। শ্রীমতী বিরহে শ্রীমানের সেখানে বড় গোল বাধিল,—পত্র লিখিলে জবাব নাই,—আবার লিখিলেন,—আবার সেইরূপ। শেষ কিছু কড়া করে লিখিলেন,—সেখানিও শ্রীমতী, নিতম্বিনী দিদিকে দেখাইলেন,—বলিলেন "দিদি, এবার বড় শক্ত সমিস্তে;" দিদি পত্রখানি পড়িলেন,—পড়িয়া হাসিয়া বলিলেন; "কি লো—ভাবনা কি?—তেল-পানা জবাব দিবি, এ আর পারিস্ নে?"—তখন শ্রীমতী, দিদির মন্ত্রণানুযায়িক তেলপানা প্রত্যুত্তর লিখিয়া শ্রীমান্‌কে পাঠাইলেন,—পত্রের মর্ম্ম এইরূপ;—"সে দেশ অতি কদর্য্য,—অস্বাস্থ্যদায়ক,—সেখানকার climate আমাকে আদৌ suit করে না, সুতরাং আমি আর তথায় যাইতে অনিচ্ছুক—বাধ্যও নয়।" শ্রীমান্ প্রত্যুত্তর পাইয়াই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। অঙ্গ জল—ভ্রাতা এইখান থেকেই হার মানিলেন, ভগ্নিও বো পাইলেন।—দিদির ত এখন লগ্নে চন্দ্র! পরের মেয়ে হাতে পেয়ে আশ্ মিটিয়ে ঘটকালির সাধটা মিট'য়ে নিচ্ছেন—শ্রীমান্ সেখানে গুম্‌রে মচ্ছেন,—শ্রীমতী এখানে দিব্যি আছেন, খাচ্ছেন দাচ্ছেন বেড়াচ্ছেন,—কোন উৎপাৎটী নাই;—সাধ্য কি ভ্রাতা এর উপর কোন কথাটী কয়?—বিশেষতঃ এই ঊনবিংশ শতাব্দীয় পাশ্চাত্য সভ্যতার সীমা উলঙ্ঘন করিয়া কোন্ পত্নি-প্রাণা-পতি সভ্যতাভিমানিনী সাধ্বীর স্বাধীনতায়

হস্তক্ষেপ করিতে সাহস পায়?—তাহার কি অনন্ত নরকের ভয় নাই?—সুতরাং শ্রীমতী এখানে—for the time being অনাথিনী,—একাকিনী—বিকল্পে বিরহিনী! ঝুম্‌কোলতা কি এই সবে শিখ্‌ছে?—সরকার সাহেবের সহিত যে এই আজ প্রথম দেখা তা নয়—আরো দুই একদিন হ'য়ে গিয়েছে!

"গা না ঝুমকো—লজ্জা কি?—তুই যে দিন্‌কের দিন কনে বৌটী হয়ে দাঁড়াচ্ছিস্ দেখ্‌ছি।"

ঝুম। "কেন, কি, হতে সাধ যায়না নাকি?"

তখন নিতম্বিনী দিদি, ঝুমকোলতার মুখের কাছে হাত নেড়ে মুখ ঘুর'য়ে, এক পাক নেচে নিয়ে বল্লে;—

"সে দিন আর নাই লো সে দিন আর নাই।"

ঝুম। "কেন দিদি, এরই মধ্যে দিন ফুরোলো না কি?"

নিত। "তোদের কেন ফুরবে ভাই? এই ত সবে সুরু—উঠ্‌তি বয়স,—ভরা যৌবন—রসের ফোয়ারা—আগুণের খাপ্‌রা।

ঝুম। দেখো যেন আঁচ লেগে গলে যেওনা?

নিত। ও আঁচে আর আমাদের কি ভাই—যাকে লাগে সে অনেক্ষণ গলে জল হয়ে বসে আছে—ঐ কাছেই ত আছে—

"তুমি গোল্লায় যাও।" বলিয়া ঝুম্‌কো একটু কৃত্রিম কোপ দেখ্‌য়ে মুখ ঘুরয়ে স'রে বস্‌লো।

"তা আর আমার উপর ঝাল ঝাড়্‌লে কি হবে বল?" বলিয়া নিতম্বিনী আবার বলিল, "নে এখন ইয়ারকি রাখ্, একটা গাইতে হয় ত গা।"

এবার এন সরকার আবার মুখ খুলিল, বলিল; "এ দাস বলিতে পারে কি ভরসা করিয়া আপনাকে একটী গীত গাইতে?"

শুনিয়া ঝুমকোলতা, ফিক্ করে একটু মুচ্‌কে হেঁসে একটী কটাক্ষ ছেড়ে—একটু ঘোমটা টেনে (মোটে নাই টানে কি ?) ফিরে বসে বল্লে, "গাচ্ছি।" ঝুম্‌কো গীত ধরিল ও নিতম্বিনী পিয়োনোয় সুর দিতে লাগিল।

(গীত)

রাগিণী ছায়া-নাট—তাল আড়া।

"নাথ তোমার কারণে, অতি যতনে,
রেখেছি সাজায়ে, হৃদি নিকেতন।
নাথ হে আসিয়ে, বাঁচাও দাসী রে,
বারেক বসিয়ে, এ হৃদি-আসনে।
এ শূন্য হৃদয়ে, আছয়ে কি ধন,
কি দিয়ে কিনিব, ও মহারতন।
দেহ অধিনীরে, ওহে প্রাণ ধন,
প্রেম বিনিময়ে, ওই শ্রীচরণ।"

ঝুম্‌কো যাহা গাহিল, সরকারের কাণে তাহা বড়ই মধুর বাজিল। গান থামিল, তবু ত সাহেবের সংজ্ঞা নাই, স্তম্ভিত, এমনই বিমোহিত। গতিক দেখে নিতম্বিনী দিদি তাহার গালে একটী ঠোনা মারিল; বলিল, "বলি কি অবাক্ নাকি ?"

এতক্ষণে সাহেবের চট্‌কা ভাঙ্গিল; ঢোক্ গিলিল, "না না এই—ঝুম্‌কোলতে! আর একটী;

তখন ঝুম্‌কোলতা বিনা ওজরে আর একটী গাহিল। এবার একটী লপেট আড়্‌খেমটা গাহিল। গান শুনিয়া সরকার সাহেবের প্রাণের কপাট খুলিয়া গেল। তখন সাহেব ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে

খান্সামাকে ডেকে কাণে কাণে কি বলে দিলে। তার পর খাঁ বাহাদুর কিয়ৎক্ষণ পরে কাঁচময় পাত্রে করিয়া কি একটা লোহিত বর্ণ জলীয় পদার্থ আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। তার পর কয় জনে মিলিয়া একটু একটু করিয়া সমস্ত লাল জল টুকু গর্ভে দিয়া বসিল। তার মধ্যে নিবারণ প্রথমে একটু না না করিয়াছিল, তার পর সে 'না' আবার পূর্ণ হাঁয়ে পরিণত হইয়া সর্ব্বগ্রাস করিতে বসিল। তখন ঝুম্‌কোলতা পানীয় পদার্থ প্রসাদাৎ দিব্য চক্ষে চাহিয়া দেখিল—দেখিল সরকারের মুখখানি অতি চমৎকার! আরে ছি! সরকারের কাছে কি ডাক্তার! সোণার কাছে রাং! সমুদ্রের কাছে নদী! চন্দ্রের কাছে নক্ষত্র! ব্যাঘ্রের কাছে গর্দ্দভ!

সরকার সাহেব ভাবিল, "এর কাছে কি মন্মথ মিত্রের মেয়ে! আরে ছি! সেই ঘ্যান্ ঘ্যানে প্যান্ পেনে, কুরুচিপূর্ণ ছিনে জোঁক, মাথায় এক ধাব্‌ড়া সিন্দূর, তার উপর এক হাত ঘোম্‌টা—না জানে সভ্যতা, না জানে ইয়ার্কি দিতে, না জানে গাইতে! একি রাবড়ির কাছে মুড়ি মুড়্‌কি! না মালায়ের কাছে কাঁচা তেঁতুল! আরে ছ্যা! তার চেয়ে প্যারাসুট্ ডিসেণ্ট্ ভাল।

পাঠকের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম, খেমটার নাচ দেখাইব, বিশেষ কারণ বশতঃ এতক্ষণ পারিয়া উঠি নাই, এইবার সে সাধ মিটাইব। কিন্তু এখন বলি, আমরা যাহাকে খেমটার নাচ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলাম, প্রকৃতপক্ষে সেত খেমটার নাচ নহে, আড়খেমটাও নয়; এ রকমই নয়;—বিলিতি!

সব ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে যে গো?—এইবার হবে নাকি?—দেখাই যাক্—দৌড়্‌খানাই বা কি!

দেখ দেখ!—নন্দলাল আমাদের সর্ব্বগুণের গুণমণি—দেখ দেখি কেমন সুন্দরীকে পার্শ্বে করিয়া দক্ষিণ হস্তে কামিনীর সুকোমল কটিদেশ বেষ্টন করে ধরেছে! ঝুম্‌কোও ছুবুরি কম নয়—তবু শিক্ষানবিশ! কেমন আপন সুমৃণাল বাহুলতা প্রসারণে নায়কের হাতে হাত দিয়ে গা ঘেসাঘেসি ক'রে দাঁড়িয়েছে! কেমন মানিয়েছে! কি বাহার! মরি মরি!—যেন শ্যামের বামে রাইকিশোরী!

এইবার দেখ! বাঃ বাঃ! পরিপাটি! এর নামটী কি?—বাঙ্গালা নয়, বিলিতি! একে বলে;—"পোল্‌কা ওয়াল্‌স্!"

Beautiful Beautiful! অতি পরিপাটি! লাট খেয়ে এলো যেন লাটিমটী! অধরে কি মধুর হাঁসি? এর উপর কটাক্ষ?—নয়নে Lightning! হয়্ হো গিয়া! ছেড়ে দেও—ছুটে পালাই!

এবার আবার আর এক রকম,—একে বলে কি?"

"ল্যান্‌সারস্।"

আরে কর কি? এ যে খুন্ খারাপি! হলো কি?—হাঁগা আমাদের নন্দলাল বাঁচবে ত?—বালাই—কার ধার করে খেয়েছে? আচ্ছা চলুক—

Eureka! Eureka! এ আবার কি?—বলি একে বলে কি? এবার বলা আমার কর্ম্ম নয়; পেড়া পীড়ি করত কলম ফেলে ছুটে পালাই। নন্দলাল বলত, একে বলে কি?

"দি ম্যাজারকা!"

এর উপর নন্দলাল আবার Lecture আরম্ভ করিল;—

"This dance is of Polish origin—first introduced into England by the Duke of Devonshire, on his return from Russia. It consists of twelve movements ; and the first eight bars are played (as in Quardrilles) before the first movement commences."

এবার "দি ক্যালিডোনিয়নস্" দেখ!

আচ্ছা চলুক—আপত্তিই বা কি ?

আর দেরি কি ?—এই হয়ে এলো আর কি।—এখন আমি কোথায় ?—গোল্লায়!

এবার সুরু হলো "কণ্ট্রীড্যান্‌স্!" বলি লাগে কেমন ?

এই কি কন্দর্পের নাট্যশালা ?—হচ্ছে কি—রতির লীলাখেলা ?

এবার আবার চার জনেই উঠলো যে ?—স্কোয়ার ড্যান্‌স্ দেখ পাঠক! একে বলে কি জান ?—"দি হাইল্যাণ্ড রীল" নিতম্বিনী ত হেঁসেই খুন। ঝুম্‌কো আর পারেনা, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, নাচতে নাচতে সরকার সাহেবকে ছেড়ে দিয়ে ঝুপ্ করে সোফার উপর ব'সে পড়্‌লো।

বাঃ বাঃ, সহসা কিসের এ সুগন্ধ ছুটিল ?—যেন কে ঝুড়ি ঝুড়ি যূঁই ফুলের গড়ে আনিয়া ঘরের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া গেল!—ঝুম্‌কো যে আপন বডিসের পকেট্ হইতে Fancy fleekary work চায়না সিল্কের রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতেছিল, ত্যরই এই খোস্‌বয়!—ঝুম্‌কোলতে! এ Essence of Jasmine কি তোমার গোরার দোকানে খরিদ ? এ জিনিস ত সচরাচর বাজারে পাওয়া যায় না।

লাবণ্যময়ির বদন কমল হইতে অনর্গল গলদ্‌ঘর্ম্ম ঝরিতেছে, পীনোন্নত পয়োধরাবরণ অঙ্গরাখা ভিজে জব্‌ জব্‌ করিতেছে ;—দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সাহেবও তাহার পার্শ্বে আসীন হইয়া, তাড়াতাড়ি সুন্দরীর স্মিত প্রফুল্ল মুখখানি মুছায়ে দিতে লাগিল,—

যাহাদের মন পবিত্র, প্রাণ সাদা, শরীর নিস্পাপ, তারা কি মনে কর, তোমার চাঁদের আলো দেখে ডরায় ? সরকার প্রেমে বিভোর—সমস্ত শরীরে বেপথুর আবির্ভাব। যাহা হউক সাহেব ড্রেসিং রুমে গেল।—ঝুম্‌কো কোথায় গেল ? ভয় নাই ভগিনী বুঝি এইবার ঈশ্বর কার্য্য সাধনে নিযুক্ত হইল !!!

নবম লহরী।

"Thank you Gopinath !"

অর্দ্ধঘণ্টাকাল মাত্র ঝুম্‌কোলতার তিরোভাব, তার পরেই আবার আবির্ভাব—একি ! ভগিনীর বেশ কেন আলুথালু ? এই যে কটির বসন কষিয়া পরিল,—জ্যাকেটের বোতাম আঁটিল, সুচারু কবরীতে আবার সুমোহন বনেট শোভা পাইল, ঝুম্‌কোলতা প্রকৃতিস্থ হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই মিষ্টার সরকার বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ড্রেসিং রুম্‌ হইতে ড্রইং রুমে আসিয়া দেখা দিল, আবার চারি জনে একত্র হইল। সাহেব বলিল ;—

"Jhumka is a good girl,—an Excellent steper. I like her the best.—"

নিত। সেটা আপনার বিশেষ অনুগ্রহ্।

এন। ঝুম্‌কোলতার এরই মধ্যে ওয়াল্‌সে যেরূপ পরিস্কার পা এসেছে,—বেশি নয়, একটা Season যদ্যপি আমি ওঁকে আমার দখলে পাই; তা হলে এমনিই Systematically lesson দিয়ে তয়ের করে তুল্‌তে পারি, যে তার পর যদ্যপি ওঁকে Ballএ ছেড়ে দেওয়া যায়, আমার এমন ভরসা আছে যে, উনি একজন Ladiesদের মধ্যে Champion Dancing girl বলিয়া উত্তীর্ণ হইয়া আসিতে পারিবেন।

নিত। তা ঝুম্‌কো আমাদের শিখ্‌তে পারে বেশ,—খুব মজবুত, কিন্তু শেখায় কে?—যে এক হত্তচ্ছেড়ের হাতে প'ড়েছে সেটাতো একটা আস্ত; নিজের শিশি বাক্স নিয়েই ব্যস্ত, এই তুল্‌ছেন, এই পাড়্‌ছেন, এই গোছাচ্ছেন,—এক ফোঁটা মাথা মুণ্ডুতে ৭ ঘড়া জল মেশাচ্ছেন।—এই যে গান শুন্‌লেন,—কেমন গাইলে?—ওকি কেও শিখ'য়েছে? শুনে শেখা।

এন। শুনে শেখা?—বেশ ত! গলার যে রকম তেজ। আমি বেশ সাহস সহকারে বলিতে পারি, যদি ভাল লোকেরি কাছ থেকে দস্তুর মত lesson পায়, তা হ'লে চায় কি উনি অল্প সময়ের মধ্যে এক জন দ্বিতীয় অ্যাডিলিনা প্যাটি হইয়া দাড়াইবেন।

"বাবা নন্দলাল বাড়ি আছিস রে?—নন্দ—ও—"

কে ডাকে? ডাক্‌টা কিছু বেয়াদপি রকমের নয়?—কেহ কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, নন্দলাল পারিল, অমনি লম্ফ প্রদানে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, সর্ব্বনাশ! সরকার সাহেবের ঔরসদাতা,—পরিধানে মলিন বসন;

রুক্ষ কেশ,—খালি পা, হাতে এক সাত তালি দেওয়া ছাতা; দেখিয়াই সাহেবের অঙ্গ শিথিল, ক্রোধে অথচ অপ্রস্তুত আশঙ্কায় আস্তে আস্তে তিরস্কার করিতে লাগিল।

"তোমায় আমি দুশো দিন বারণ করে দিইছি না?—তবু তোমার এয়াদ থাকে না? কে তোমায় এখানে আস্‌তে বল্লে?"

গোপী। বলি একবার কি ঘরে যাবিনে?—বুড়ি ত কেঁদে কেঁদে মলো, বাবা, একবার বাড়ী চ—একবার তোর গর্ভ-ধারিণীকে দেখা দিয়ে আয়।

এন। আমি যেতে পার্‌ব না, যেতে হয় অবসর ক্রমে যাব; তুমি এখন বাড়ী যাও।

গোপী। বাবা বাড়ী যাই কি বলে;—বুড়িকে কি বলে প্রবোধ দেব?

এন। কি বল্‌বে তা আমি কি জানি?—তুমি এখন যাও যাও, আমায় বিরক্ত করো না; বাড়ীতে পাঁচটা ভদ্রলোক বসেছে, এখন তুমি এলে বিরক্ত কর্ত্তে";—নন্দলাল চলিয়া আসে এমন সময় বুড়া আবার বলিল;

"বাবা না যাস্, একটা কথা শুনে যা;"

এন। আঃ জ্বালাতন করে তুল্লে, কি বল;—আমার এখুনি সভায় যেতে হবে, আবার Chairman হতে হবে।"

গোপী। বাবা আমি যাচ্ছি এই চলে—কিছু খরচ পত্র দে বাবা,—পাঁচ সের বালাম চাল কিনে নিয়ে, বাড়ী যাই;—আর ত চলে না,—

এন। তা আমি কি কর্ব্বো?

"তোকে অনেক ক'রে মানুষ করেছি 'বাবা"—বলিয়া বুড়া ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদিতে লাগিল।

এন্। এখন যাও যাও, কান্না কাটির সময় নয়।

বুড়া আবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দে বাবা টাকাটা সিকেটা যা কিছু পারিস্।"

এন্। তোমায় যা বলি তাত তুমি কর্ত্তে পার্‌বে না।

গোপী। বল বাবা কি কর্ত্তে হবে ?

এন্। Case নিয়ে এসো—কেস্ নিয়ে এসো, commission পাবে।

গোপী। বাবা ঐ কথাই ত বলিস্—আমি এখন কেস্ পাই কোথায় বল দিকিন—কার কাছেই বা যাই—আর কেই বা দেয় ?

এন্। কে দেবেনা—handsome commission দিলে কেন দেবেনা ?—আমাদের courtএর practice হচ্ছে one-fourth commission, তুমি as a বাবা, half and half পাবে, দু মোহর আদায় কর্ত্তে পার, তোমার এক মোহর থাক্‌বে, আর আমার এক মোহর,—তবে তোমায় একটা কাজ কর্ত্তে হবে Brief এর পিটে লিখে দিতে হবে কিন্তু পাঁচ মোহর, অথচ কেউ জাস্তে পার্‌বে না।

গোপী। তাত সব বুঝি বাবা—কিন্তু পেলে ত হয় ?

এন্। চেষ্টা কর, চেষ্টা কর—চেষ্টা কল্লে কি না হয়; তোমাদের exertion নাই সেই জন্যই ত দেশের এমন দুর্গতি! আর একটা সুবিধা বেশ আছে; তোমাকে commission দিলে Legal practitioners' actএ পাড়্‌তে

পাচ্ছেনা—তোমায়ও না আমায়ও না। বাবাকে দালালি দিলে কে কি কর্‌তে পারে ?

গোপী। তা আচ্ছা বাবা—এখন আপাতক ত কিছু দে।

"ঐ ত তোমাদের কেমন গোঁ—একজন উপায় কর্‌বে, আর একজন পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে ব'সে খাবে।" সাহেব তার পর কি ভাবিয়া আবার বলিল, "আচ্ছা দেখা যাক্—গোল করোনা ; ঐখানে বাইরে এক জায়গায় বসো চুপ ক'রে।"

গোপী। বাবা বিলেত গেলি ব্যাজিষ্টের হয়ে এলি,—

"আবার ?—" বলিয়া সাহেব বাপকে ধরিয়া এক পাশে বসাইয়া দিয়া তিনি গৃহ মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। তার পর কিয়ৎক্ষণ পরে বুড়া দেখিল, যে তাহার ধুরন্ধর পুত্র, একটী মহল ও দুইটী মহিলা সমভিব্যাহারে বাহির হইয়া চলিয়া যায়, দেখিয়া বুড়াও তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "বাবা বেরিয়ে যাচ্ছিস্ ? আমি যে ব'সে আছি রে ?" বুড়াকে দেখিয়া নিতম্বিনী দিদি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল।

"I say—who that old man is ?"

সাহেব বলিল "Oh—he is no body—but a touter."

সাহেব কিন্তু বুড়াকে দেখিয়া হাড়ে চটিয়াছে,—কিছু বলিতে পারে না,—কেবল old fool, old fool ক'রে কি বিড়্ বিড়্ ক'রে ইংরাজিতে বকিতে লাগিল। আমরা সকল কথা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, তাই লিখিতেও পারিলাম না।

ঝুম্‌কো। (এন্ সরকারের প্রতি) আপনার টুপি নিলেন না ?

"Oh thanks" বলিয়া সাহেব বুড়ার দিকে ফিরিল—ইঙ্গিত করিয়া কি বলিল, বুড়া তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

বুড়াকে থত মত খাইতে দেখিয়া সাহেব আবার স্পষ্ট করিয়া বলিল ; —"Get my hat."

বুড়া হাঁ করিয়া ছেলের মুখ পানে চাহিয়া রহিল। তাহার বোধ-হইল, ছেলে বুঝি বলিতেছে "তোমার কত টাকা হলে এখন চলে ?"

তখন সাহেব মাটিতে দুই একবার পা আছড়াইয়া দুটো তুড়ি মারিয়া, চাল দেখাইয়া বলিয়া উঠিল,—"জল্‌দি করো, হামারা টোপি লে আও—টোপি"। বুড়ো তখন বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি ঘর ঢুকিয়া টুপি আনিয়া সাহেবের হাতে দিল। সাহেব বলিল "Thank you Gopinath!" তারপর মন্দরাম টুপি মাথায় দিয়া, গট্ গট্ ক'রে চলিয়া গেল।

কথা শুনিয়া বাপের পিত্তি সুদ্ধ জ্বলিয়া উঠিল ; তখন বুড়া আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, মুখ ধরিল, বলিল ;— "ওরে বেটা ! বাপকে থ্যাংকি গোপিনাথ কিরে বেটা ? ওরে ও বেটা ! বেটা ! বলি শুন্‌লি ? গট্ গট্ ক'রে যে চল্লি ?— ওরে ও সরকারের বেটা বস্তাবন্দ !"

আর সরকার !—সরকার তখন পগার পার। তার পর সকলেই দস্তুর মত গাড়িতে উঠিয়া বসিল,—কেবল সরকারের ওকর্ম্মটা হলো না। কে জানে কি মনে ভেবে, "আস্‌চি" ব'লে আবার দৌড়ে এসে বাপের কাছে দেখা দিল। বলিল, "বাবা কি রাগ কল্লে ?—রাগ করো না বাবা—রাগের কোন কথাই নাই,—তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি আসিয়াই তোমাকে কিছু দিচ্ছি।"

গোপী। বাপকে থ্যাংকি গোপিনাথ কিরে বেটা ?

"Oh ! don't you mind for that কি জান papa,—In these days of outward refinement and rose-water morality, a man, holding a position like myself if sing out—I mean আমি যদি এখন তোমায় 'বাবা বাবা' করে ডাক্‌তে থাকি—এখনকার দিন কাল কেমন পড়েছে তাত জাননা,—অমনি যদি কোন বেটা ধাঁ ক'রে উত্তর দিয়ে বসে ? তা হলেই ত বড় গোলের কথা ! তুমি বুড়ো হয়েছ, বাজারের ত কোন সংবাদই রাখনা, আর কিছু সংবাদ পত্রও পড়না—বুঝ্‌লে কি না ? তা তুমি এইখানে এম্‌নিটী করে চুপ্ করে বসো—আমি এই এলাম বলে—এসেই তোমাকে খুসি করা আমার প্রথম কাজ।

বাপকে বুঝাইয়া দিল, বাপও ত ঐ ছেলের বাপ—জল বুঝিয়া গেল। সুতরাং বুড়া উঠানের এক পাশটীতে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল,—বসিয়া বসিয়া বুড়া কিন্তু বড় বিপদে পড়িল,—প্যাজ রশুনের গন্ধে তিষ্ঠান দায়,—প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়।

তার পর আমরা সংবাদ লইয়াছিলাম, সাহেব নাকি সভা হইতে আসিয়া বাপের দুই হস্তে দুইটী সুপক্ক মর্ত্তমান রম্ভা দিয়া বিদায় দিয়াছিলেন।

দশম লহরী।

ভারত-সংস্কার সভা।

সভা, সভ্য ও সভ্যতা।

রায়দিগের বাটীর পূজার দালানে সভা বসিয়াছে। সভ্যগণ প্রায় সকলেই সমুপস্থিত; মহল ও মহিলাকুল দলে দলে আসিয়া সভার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দালানের ঘড়িতে ঠং ঠং করে চার্‌টে বেজে গেল। অমনি উপস্থিত সভ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন উঠিয়া,—বক্তৃতা করিল না—সভাপতি নির্ব্বাচন করিল,—মিষ্টার এন্ সরকার মহাশয়কে সভাপতির আসন প্রদান করিবার মন্তব্য প্রকাশ করিল; তার উপর দুই তিনজন পোষকতা করিল, সভাপতির পদ দৃঢ়ীকৃত হইল। তখন মিষ্টার সরকার সভাপতির পদে সমাসীন হইলেন। তারপর সভাপতি মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে বক্তৃতা সুরু হইল। বক্তা স্বয়ং বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

জ্ঞানেন্দ্র বাবু যুব ছেলে—জোয়ান বয়স—গলার খুব জোর। বক্তৃতা যা দিলেন বেশ চুটিয়ে, মধ্যে মধ্যে করতালি ও hear! hear! শব্দে সভা সরগরম হইয়া উঠিল। বক্তাও আরো উত্তেজিত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত গলাবাজি করিতে লাগিল। বিকট চীৎকারের ধমকে ঘরের ঘুমন্ত ছেলে কেঁদে উঠ্‌ল, বাবুর বাড়ীর গরুগুলো চার পা তুলে লাফাতে লাগ্‌লো, দেউড়িতে একটা দোঁ আঁসলা গোছের বুল্ টেরিয়া জিঞ্জিরে বাঁধা

ছিল, ঘেউ ঘেউ ক'রে ডেকে উঠ্‌লো। ঘাঁটীর পাহারাওয়ালা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে ক্যাহুয়া ক্যাহুয়া করে বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়্‌ল—আসিয়া সে কিন্তু বড়ই অপ্রস্তুতে পড়্‌ল। বক্তার বক্তৃতা চলিতে লাগিল;—অনেক কথা বলিল, হিন্দুজাতি সম্বন্ধে অনেক নিন্দাবাদ আরম্ভ করিল,—ভারতবাসীর অকর্ম্মণ্যতার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া অনেক অকথা কুকথা বলিতে লাগিল,—পুরুষদিগকে অনেক গালি দিল, স্ত্রীলোকদিগের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া অনেক অশ্রুবিসর্জ্জন করিল। স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানেনারূপ কারাগারের লৌহার্গল ভগ্ন করিয়া তাহাদিগকে যেন এখনই মুক্ত করা হয়, এ কথাও বারম্বার বলা হইল, এবং স্ত্রীলোকদিগের অবরুদ্ধ করণই আর্য্যাবর্ত্তের অধঃপতনের একমাত্র কারণ, তাহা স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়া দিল। এরূপ খানিক উৎকট চীৎকারের পর গলা চিরিয়া গেল,—দু তিন ঘটী জল খাইয়া ফেলিল। তারপর আওয়াজ ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ করিতে লাগিল, তখন আর কেহ কথা বুঝিতে পারে না—নাই পারুক্, তথাপি বক্তৃতার বিরাম নাই—স্রোত চলিয়াছে,—মুখে খই ফুটিতেছে, বক্তা গরম হইয়া পড়িয়াছে,—সেই সাঁই সাঁই গলা, তার উপর আবার বিভীষিকা—ছুটোপাটি করা ঘাড়মুণ্ড নাড়া, হাত পা আছ্‌ড়ান, লম্ফে ঝম্ফে ধরা কম্পবান্,—বিপদ আর কি!

পাঠক! মার্জ্জনা করিবেন,—আমরা সে সকল বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না।—কারণ সে অনেক কথার কথা, এক কথা একশবার,—লিখিতে গ্রন্থের কলেবর বড়ই বাড়িয়া যায়।

ঝাড়া দেড় ঘণ্টাকাল এইরূপ আস্ মিটাইয়া বক্তৃতা ঝাড়িয়া

বক্তা তখন ক্লান্ত হইয়া আপনা হইতেই ঝপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল।

তারপর ভারত-হিতৈষী, বাগ্মিবর বাবু আপদ্‌ গোপাল উঠিলেন। তিনি বক্তার বক্তৃতার পোষকতায় প্রবৃত্ত হইলেন।

"সভাপতি মহাশয়! ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ!—

আমাদিগের অদ্যকার বক্তব্য বিষয় "স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা প্রদান"। অতএব এতৎ সম্বন্ধে বাগ্মিপ্রবর মিষ্টার জ্ঞানেন্দ্র বাবু যাহা বলিলেন, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি, এবং তজ্জন্য আরও একটী তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। কারণ মিষ্টার জ্ঞানেন্দ্র লাল বাবু একজন প্রকৃত ভারত-সংস্কারক ও সুবিখ্যাত বক্তা। (hear hear!)

মিষ্টার জ্ঞানেন্দ্র লাল বাবু, তিনি তাঁহার বক্তৃতার একস্থলে বলিয়া গিয়াছেন "আর আমাদিগের নিশ্চিন্ত থাকিয়া নিদ্রা যাওয়া উচিত নয়।"—আমিও আবার সেই কথা পুনরুল্লেখ করিতেছি,—বন্ধুগণ! ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারত-ভগিনীগণ!—উঠ, আর আমাদিগের নিদ্রা যাইবার সময় নাই! আর সময় নাই!! উঠ উঠ! একবার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ! একবার এ পৃথিবীর মানচিত্র খুলিয়া দেখ! দেখিতে পাইবে, পৃথিবীর সমগ্র সুসভ্য জাতি স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা লইয়া ব্যাস্ত, স্বাধীনতারূপ সুখ-পীযূষ পানে উন্মত্ত! ঐ দেখ! হোতা নব আবিষ্কৃত আমেরিকা,—এ দিকে ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, জারমানি, ফ্রান্স, প্রসিয়া, রুসিয়া, নরওয়ে, সুইদান, ময়দান, নিদারল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, স্পেন, পর্টুগ্যাল, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, উল্টাডেঙ্গি, সোনাগাছি, মেছোবাজার,

(জিহ্বা কাটিয়া) I beg your pardon gentlemen I mean Denmark, Italy Greece, Rome প্রভৃতি সমগ্র সুসভ্য জাতি পূর্ণ মাত্রায় স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা রূপ সুখ-পীযূষ পানে বিভোর হইয়া, ইহলোক ও পরলোকের কৃতকৃত্যতা স্থাপন করিতেছে!—আর আমরা?—আমরা কিনা সেই সুরাসুর-পূজ্য অতুল্য অমূল্য পরম রমণীয় রত্ন পিঞ্জর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি?—বন্ধুগণ! আপনারা বিশেষরূপ স্মরণ রাখিবেন যে, আমাদিগের রমণীকুলের স্বাধীনতা ব্যতিরেকে, ইহলোক ও পরলোকে পরিত্রাণের উপায় আর দ্বিতীয় নাই।—কিন্তু আমরা এমনই অজ্ঞ যে, সেই মুক্তি হাতে পাইয়া হেলায় হারাইতেছি! ওহো! আর না—আর না আমাদিগের মোহ নিদ্রা ভগ্ন হইয়াছে—জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে! আর না—আর স্ত্রীলোকদিগকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখিব না, পিঞ্জর দ্বার ভগ্ন কর—ভগ্ন কর—এখনি ভগ্ন কর—(Loud chears! ও করতালি।)

বঙ্গীয়কুল-অলঙ্কার মাষ্টার জ্ঞানেন্দ্র মোহন বাবু, আরও এক স্থানে বলিয়া গিয়াছেন, "হিন্দু স্ত্রী অসূর্য্যম্পশ্যা রূপা" ওঃ এ কি ভয়ঙ্কর কথা! হিন্দু স্ত্রী অসূর্য্যস্পর্শা রূপা? আমরা আর্য্য সন্তান হইয়া, এই হৃদয়-বিদারক মর্ম্মভেদী বাক্য আমাদিগকে স্বকর্ণে শুনিতে হইল?—হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের গাত্রে সূর্য্যালোক স্পর্শ করে না?—ওহো আর না—আমি দেখিতে পাইতেছি, আর অধিক দিন এ অবস্থায় থাকিলে—হিন্দুকুলবালার গাত্রে সূর্য্যালোক স্পর্শ না করিলে, হিন্দু স্ত্রীকুল যে অল্পকালের মধ্যেই সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে—তার আর

অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা সম্পূর্ণ সত্য, আমি ইহা বৈজ্ঞানিক মতে প্রমাণীকৃত করিতে প্রস্তুত।

তখন সকলেই বলিয়া উঠিল;—"তাহাই করুন,- তাহাই করুন।"

আ-গো। যেমন কোন Substance, বস্তু, অর্থাৎ আমাদিগের পরিধেয় বস্ত্র—ধুতি, কাপড়, সাড়ি, Shirt, Coat, Pants, Color, Necktie, Scarf ইত্যাদি ইত্যাদি, অধিক দিন একাদিক্রমে দেরাজ, আলমারি বা সিন্দুক মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখি এবং "অসূর্য্যাম্পর্শা রূপা" প্রায় সূর্য্যালোকে না বাহির করি—রৌদ্রে দি—তাহা হইলে পরিণামে সেগুলিন কিরূপ অবস্থায় পরিণত হয়?—না বস্তা পড়িয়া পচিয়া উঠে,—ভ্যাপ্‌সা গন্ধ ছোটে—আর ব্যবহারোপযোগী হয় না। তেমনি—হিন্দু স্ত্রীকুল যদ্যাপি একাদিক্রমে অধিক কাল জানেনা রূপ আল্‌মারি মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং সূর্য্যালোকে না বাহির করা হয়, তাহা হইলে সেই প্রকার ভ্যাপ্‌সা পড়িয়া মাল damage হইয়া mankindএর ব্যবহারের বহির্ভূত হইবে, তার আর অণুমাত্র সন্দেহ কি?

(Hear! Hear! Hear! ও ঘন করতালি।)

সভ্যগণ! - উনবিংশ শতাব্দীর উচ্চ শিক্ষিত ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ!—মন দৃঢ় কর, দেহ পবিত্র কর—আত্মা পরিতৃপ্ত কর, পিঞ্জর দ্বার ভগ্ন কর—ভগ্ন কর—ভগ্ন কর (মৃত্তিকায় পদাঘাত) এইরূপ ভীম পদাঘাতে বঙ্গীয় মহিলাকুলের অবরুদ্ধ পিঞ্জর দ্বার ভাঙ্গিয়া পড়ুক!" বক্তা বসিয়া পড়িল ও চারি দিক হইতে পটাপট শব্দে করতালি পড়িতে লাগিল।

এবার ভ্রাতা শ্রীমান্ সুবোধ চন্দ্র উঠিলেন।

সুবো। "সভাপতি মহাশয়! ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ!

অদ্যকার সভাস্থলে যে কিছু বলিব, এরূপ ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না, এবং বলিব বলিয়াও প্রস্তুত হইয়া আসি নাই। কিন্তু এক্ষণে আপনাদিগের বিশেষ গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা-রূপ গো গৃহে লীন হইয়া, আমার অন্তর্পালানে ভাবরূপ সুমিষ্ট দুগ্ধ আপনা হইতেই আসিয়া যোগাইতেছে। অতএব, সেই দুগ্ধ, দুই হস্তে দোহন করিয়া আপনাদিগকে পান করাইতে ইচ্ছা করি;— যেহেতু গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান দুগ্ধ নিরবধি,— যেহেতু এক্ষণে আর অধিক কথার প্রয়োজন নাই। আইস আমরা সমস্বরে উচ্চৈঃস্বরে অত্যুচ্চৈঃস্বরে প্রতিজ্ঞা করি;— প্রতিজ্ঞা কেন?—শপথ করি যে, কল্য হইতেই আমরা আমাদিগের পিঞ্জর-মধ্যস্থিত অবলা বালাদিগকে বাহিরে বাহির করিব; কেন করিব না? স্ত্রীলোক কিছু বরফ নয় যে, হাওয়া লাগিলে গলিয়া যাইবে? স্ত্রীলোক কিছু কর্পূর নয় যে, উপিয়া যাইবে?—সন্দেশ নয় যে, চিলে ছোঁ মারিয়া লইয়া উড়িয়া যাইবে? তবে কেন বাহির করিব না?—করিবই করিব— অবশ্যই করিব। মাতা, বণিতা, ভগিনী, ভাগ্নি, খুড়ী, জেঠাই, মাসি, পিসি, ইত্যাদি ইত্যাদিদিগকে অন্ধকার হইতে আলোয় বাহির করিব,—আর তাহাদিগকে সিন্দুক মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিব না। এক্ষণে আমরা বৈজ্ঞানিক চক্ষে দিব্য দেখিতে পাইতেছি যে স্ত্রীলোকদিগের পিঞ্জরাবদ্ধ করণই আমাদিগের জাতীয় অধঃপতনের একমাত্র কারণ! অতএব কল্য হইতেই দিদি বাবু, দাদা বাবুর হস্ত ধারণ করিয়া, মাসি মা, মেসো

মহাশয়ের হস্ত ধারণ করিয়া, মামা বাবু, মামি ঠাকুরাণীর হস্ত ধারণ করিয়া অর্থাৎ বিপিন কামিনী ও গৌর কুসুমের হস্ত ধারণ করিয়া নির্ব্বিরোধে নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ্য ভাবে রাজপথে—পথে ঘাটে হাটে মাঠে বা বাজারে,—যাহার যেরূপ সুবিধা, পদচারণে বা গাড়িতে, গাড়িতে বা জুড়িতে, জুড়িতে বা চৌঘুড়িতে চড়িয়া গড়ের মাঠের সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিতে—বায়ু সেবন করিতে—বা ইডেন গার্ডেনের মন-মুগ্ধকর ঐক্যতান বাদন শুনিতে বাহির হইবে, হইবেই হইবে। আমি উচ্চৈঃস্বরে অত্যুচ্চৈঃস্বরে সমগ্র ভারত সন্তানদিগকে ডাকিয়া বলিতেছি,—ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, কুমারিকা হইতে হিমালয়ের অচল অটল শৃঙ্গ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত সন্তান-দিগকে ডাকিয়া বলিতেছি যে, যদ্যপি ভারত স্বাধীন করিতে চাও? অগ্রে গৃহলক্ষ্মীকে বাহিরে বাহির কর—কর—কর—ও—ও—জানেনা—রূপ কারাগারে লৌহার্গল ভাঙ্গিয়া ফেল—ফেল—ও—ফেল—ও—ও—”

এ কি! এমন হলো কেন? বক্তা বসিতে গিয়া মুর্চ্ছা গেল।

একজন তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার pulse feel করিল। তার পরেই ‘ধাত ছেড়ে গিয়েছে, ধাত ছেড়ে গিয়েছে’ এই রকমের একটা বিষম গোল উঠিল।

কিছুক্ষণ পর গোল থামিল। তার পরেই আর একজন উঠিল; (বোধ হয় যাহার ধাত ছেড়ে গিয়ে ছিল—তাহার ধাত পাওয়া গিয়াছে।) ইনি একজন উমি অপরিচিত ব্যক্তি ভদ্রলোক—নাম বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। মুখোপাধ্যায় মহাশয় তার পর আস্তে আস্তে দুই চারিটী কথা বলিলেন, তাহা এইরূপ;—

"বন্ধুগণ! শুনিলাম আপনাদিগের অদ্যকার বক্তব্য বিষয় বঙ্গীয় কুললননাকে স্বাধীনতা প্রদান। অতএব এতৎ সম্বন্ধে মহা মহা বাগ্মীবরগণ দ্বারায় যেরূপ বক্তৃতার চূড়ান্ত প্রদর্শন করান হইয়াছে, ইহার পর এ আসরে মৎসদৃশ সামান্য ব্যক্তির বক্তৃতা দানে প্রয়াস পাওয়া—পঙ্গু হইয়া গিরি উল্লঙ্ঘনের আস্পর্দ্ধা বই আর কিছুই নহে। যাহা হউক, তত্রাপি দুই এক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বন্ধুগণ! আপনাদিগের বক্তৃতা শুনিয়া কোন মহাবক্তার বদন-বিনির্গত একটী বড় গুরুতর কথা আমার মনে পড়িল;—সেই মহাবক্তার নাম Doctor Alexander Duff. বাগ্মিবর Doctor Alexander Duff গুরু গম্ভীর রবে যে কথাটী বলিয়াছিলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত আমার কর্ণকুহরে মেঘ গর্জ্জনবৎ ধ্বনিত হইতেছে; তিনি বলিয়াছিলেন, যাহা করিবে কথায় নয়, কার্য্যে—"Not in Words but in Deeds." সভ্য মহোদয়গণ সেই কথা আমার এস্থলে পুনরোল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালীগণ কথায় যা বলে, কার্য্যে তাহা কতদূর পরিণিত হয়,—তাহা আমার এস্থলে উল্লেখ করাই বাহুল্য;—কারণ বাঙ্গালী,—

"প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু সাহসে দুর্জ্জয়।
কার্য্যকালে খোজে সবে নিজ নিজ পথ।"

"চুপ দ্যান্—চুপ দ্যান্"

আর বলিতে হইল না। রামগতি উঠিয়া হস্ত দ্বারা বক্তার মুখ চাপিয়া ধরিয়া, আপনার কথা আরম্ভ করিল।

"মশাইগো চুপ দ্যান্, আমাগোর বল্‌তি দ্যান,—সভাপতি মশ্‌শায়! এবং ভ্রাতা ও বাপ্পিগণ! আমাগোর অপরিচিত

বক্তা মশাই যা বলিলেন; তা বিষয়ে আমি কিছু প্রতিবাদ করিতে সইচ্ছুক;—তিনি বলিতে চান্ "বাঙ্গালীগণ কোথায় যা বলে কর্ত্তব্যে তাহা করে না", এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা;—আমি বলি করো,—খুব করো, করো না—কাহারা?—ক্যাবল কলকত্তার নব্য বঙ্গীয় সম্প্রদায়। মশাই বলিতে কি?—আম্মোও একজন পূর্ব্ব বঙ্গীয় অলঙ্কার,—য্যা হ্যাতু পূর্ব্ব বঙ্গীয় অলঙ্কারগণ কোথায় যা বলে, কর্ত্তব্যেও তা করো—খুব করো—অ্যাবং যাহা করো, তাহাতে কদাচিৎ বিফল-প্রযত্ন হয়েন,—কখন হয়েন না—আমি ইহা দম্ভ করিয়া—লম্ফে ঝম্ফে দরা কম্পবান করিয়া—গুরু-গম্ভীররবে চিচ্চাইয়ে কইয়া দেইতে পারি যে—পূর্ব্ব বঙ্গীয়গণ কোথায় যা বলোঁ, কর্ত্তব্যেও তা করো - খুব করো—য্যাহেতু আপনগোর শুনিবার বাকি নাই যে—কারণ কলকত্তার ভূগণ্ড-গুলা আমাগোর ক্যাবল "বাঙ্গাল বাঙ্গাল" করিয়া বট্‌কেরা করিয়া থাহেন,—তানারা জানেন, পূর্ব্ব বঙ্গীয় অলঙ্কারগণ ক্যাবল 'বাঙ্গাল'। তাই বলি তানারা বাঙ্গাল দেহেছেন, কিন্তু বাঙ্গালে গোঁ ত কহন দ্যাহেন্ নাই!—বন্দর মণ্ডলি জানেন যাঁ আম্মুও একজন পূর্ব্ব বঙ্গীয় অলঙ্কার ও প্রকৃত বারৎ সংস্কারক—বন্দুগণ! পূর্ব্ব বঙ্গিয়র কার্য্যের কথা আমি কিছু বিবৃত করিয়া সক্যলকে বাদ্য করিব—আর অধিক দূর যাইতে হইবে না,—আমি আমার নিজের বিষয় সোমালোচন করিয়া—বন্দর ভ্রাতা ও বগিনীগণের মনস্তুষ্ঠি করিতে চ্যাষ্ঠা করিব।"

তখন সকলেই বলিয়া উঠিল, "তাই বলুন বলুন, শুনিতে ইচ্ছা করি।"

"মশাই গো!—এই কল্‌কত্তায় এক তারিখ কোন মাইয়ে

মানুষের বারি কার্ত্তিক পূজা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ গমন করি, এস্থলে বলিয়া রাহা কর্ত্তব্য, ঝ্যা আমি তৎকালিন কোন সোমাজবুক্ত হইনাই—সেই মাইয়ে মানুষটি আমাগোর দ্যাসস্থ কোন বন্দর মানুষের রক্ষিত, বন্দর মানুষটি আমার সম্বন্ধে খুরা; যে হেতু অপ্রকাশ নেই যে, আমি তানারে "খুরা" বলিয়াই সম্বোধন করিয়া থাকি। পরে নিমন্ত্রণ স্থলে গ্যায়িয়া দেহি তানারা হকলে মদ্‌কা পানে উন্মত্ত! এবং এট্টা বর পাট্‌ঠা লইয়া তানারে কর্ত্তন করিবার হকলে বর ব্যাগ্র,—ছাগ ব্যাচারা হারি কাষ্টে পরিয়া এমন অদিক পরিমাণে "ভঁ্যা ভঁ্যা" শব্দে চিচ্চাইছে যে, আমি তৎকালিন কদাচিৎ আপন কর্ণকুহরে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া স্যা স্থলে তিষ্ঠিতে পারিলাম, এবং সেই স্থলস্থ পানোন্মত্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সানিত কাতান লইয়া যে চোপ্‌ মারিতেছিল, তাহা কদাচ পণ্টকের গাত্রে দুই এক ঘা লাগিয়া অতি স্বল্প পরিমাণে রুধির নির্গত হইতেছিল মাত্র। আহা পণ্টক বেচারা তহনও সেই আকষ্ট বন্ধে পতিত হইয়া ক্যাবল "ভ্যা—ভ্যা—" করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। ছাগ পোলার সেই সুমহত দুর্গতি সকল সন্দর্শন করিয়া আমার অন্তকরণ মধ্যে বড় এট্টা দয়ার সমুদ্রেক হইল! এমন সময় চৈতন খুরা আমারে সমুখে দেহিতে পাইল, কৈল "হ্যাদে ও রামগত্য।" আমি কয়লাম "ওঃ"। "তুমি আয়চস? বর বালই হইয়াছে, তুমি না পাট্টা কাট্‌বার পারস?" আমি কয়লাম "পাপ মুখে আর বলব কি?" তহন সেই নিমন্ত্রণ স্থলস্থ যুবকবৃন্দ আমারে বাঙ্গাল পাইয়া বরই বিদ্রূপ আরম্ভ করিল।

আবার কৈল "ওঃ বাঙ্গাল আবার পাট্টা কাটবার পারে?" তাঁই না শুনাইয়ে আমার ক্রোধানল বর বিষম রূপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, আমি কয়লাম "কি বলস?" খুরা তহন বুঝিতে পারিয়া আমাগোর সেই প্রজ্জ্বলিত কোপানলের উপর কস্যা দুই পাত্র চাপ্পাইয়া দিইল। আমি কয়লাম "কি বলস? বাঙ্গাল পাঠাকাটবার পারেনা?—রামগত্যা না পারে কি? রামগত্যা কত মানুষ কাটাইয়ে পদ্মার জলে ভাসাইয়া দেলে আর একটা সামান্য ছাগল কাঠবার পারেনা?" চৈতন খুরা তহন না ফুর্ত্তি পাইয়ে আমাগোর কানে না অর্গনি গুজাইয়া দিয়া কৈল "হ্যাদ্যা রামগত্য! পূর্ব্ব বঙ্গের মান রক্ষা করস," দেহিস মুখে ঝা বলস, কাজেও ঝেন তা করস।" আমি কয়লাম, "খুরা তুমি বলস কি? বাঙ্গাল কথায় যা বগে কাজেও তাই করে।" তথন খুরা আমাগোর হস্তে থারা খণ্ড তোলাইয়া দেইল। আমি তহন থারা না হাতে পাইয়ে, থারা না হইয়ে, কটি দ্যাশে উত্তরিয় না জরাইয়ে, কর্ণ-মূলে অগ্যনি না গুজাইয়া, হকল বন্দর মণ্ডলিকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকাইয়ে, কয়লাম; "এই দ্যাহ, দ্যাহ বাঙ্গাল দেহেছ, বাঙ্গালে গোঁ দ্যাহ। বাঙ্গাল কথায় যা কয়, কাজেও তা করে কিনা দ্যাহ, এই দ্যাহ।"—আহা! পণ্টক ব্যাচারা তহন পর্য্যন্ত, সেই যূপকাষ্ঠে পরিয়ে "ব্যা ব্যা" করিয়ে চিচ্চাইছে। তহন "মা মা" করে ডাকাইয়ে হালার পাঠারে এমন কোপ্পাইতে সুরু করলাম! সেই লাঙ্গুল হইতে শৃঙ্গ পর্য্যন্ত, শৃঙ্গ হইতে লাঙ্গুল পর্য্যন্ত, চোটাইয়ে চোটাইয়ে চোটাইয়ে হালার পাঠারে রুধিরে ধসাইয়ে দ্যালাম। তহন হকল বন্দর

মগুলি আমার 'কার্য্য না দ্যাহে তাজ্যপ হইয়ে অবাক মারিয়ে গ্যাল। চৈত্তন খুরা না খুসি হইয়ে আমারে কোল দেইল, অ্যাবং কৈল "হ্যাদ্যা রামগত্য! তুমি ঝা করচস্, খুব করচস্—তুমি আর কিছু করস্ বা না করস্, হালার পাঠার যে ভ্যা ভ্যায়ানি থামাইচস্, তোরে ধন্য তোরে ধন্য।"

এই প্রকারে বক্তৃতা শেষ করিয়া বক্তা বসিয়া পড়িল। তখন ভজহরি মণ্ডল নামক অনৈক ভারত-হিতৈষি ভ্রাতা, উঠিয়া বক্তার কথায় প্রতিবাদ করিল। তিনি বলিলেন যে কার্ত্তিক পূজায় কখনও পাঁটা কাটা হয় না; একথা তিনি কখনও শুনেন নাই। তার পর বিশ্ব বাঞ্ছারাম উঠিয়া বলিতে লাগিল "সভাপতি মহাশয়! ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ! আমি একজন এবিষয়ে বহুদর্শি ও ভুক্তভোগি—অবশ্য এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি, পাপ—এবং অনুতাপরূপ পবিত্র সলিলে সে সকল পাপরূপ মলিনত্ব ধৌত করিয়াছি। বক্তা যাহা বলিলেন, সকল সত্য, কার্ত্তিক পূজায় পাঁঠা কাটা হয়, কোথায় হয়?—বেশ্যালয়।"

তখন গোবর্দ্ধন উঠিয়া আবার প্রতিবাদ করিল।

হরে কৃষ্ণ বাবু উঠিয়া আবার বাঞ্ছারামের কথার পোষকতা করিল। কেদার বলিল "অবশ্য হয়।" কৈলাস বলিল "হয় না" ব্যাচারাম বলিল "ও গাঁজাখুরি কথা আমি শুনিতে চাইনা" পাঁচকড়ি বলিল "অবশ্য শুনিতে হইবে।" তার পর তর্ক বিতর্ক—ঝকড়া লড়াই, গণ্ডগোল, গোলে হরিবোল, হট্টগোলে হাট বসিয়া গেল। গোল থামান ভার।

তার পর সভাপতি মহাশয় স্বয়ং উঠিল। গোল থামাইবার চেষ্টা করিল। কিছুক্ষণ পরে গোল থামিল। তখন সভাপতি

মহাশয় নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইল, তাহা এইরূপ ;—

"সভ্য মহোদয়গণ! বন্ধুগণ! ঊনবিংশ শতাব্দীয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণ!—আমার সবিনয়ে সমগ্র সভাস্থ সভ্যগণের প্রতি নিবেদন, যে আপনারা কল্য সস্ত্রীক সকলে Eden gardenএ গিয়া সমুপস্থিত হইবেন—কল্য বেলা ঠিক পঞ্চম ঘটিকার সময় মহল মহোদয়গণ, স্ব স্ব মহিলাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়া Eden gardenএর মনোমুগ্ধ কর Town Band অর্থাৎ সহরিক ঐক্যতান বাদন শুনিবেন ও শুনাইবেন, এবং ময়দানের সুমিষ্ট ফুরফুরে হাওয়া থাইবেন ও খাওয়াইবেন। অবশ্য উপস্থিত হইবেন—কল্য বেলা ঠিক পাঁচ ঘটিকার সময় সকলেই সস্ত্রীক উপস্থিত হইবেন—অবশ্যই হইবেন? কেমন, এ প্রস্তাবনায় কাহারও অনাস্থা আছে?

উত্তরে প্রায় সকলেই বলিয়া উঠিল "না না।"

তার পর সভাপতি মহাশয় আবার বলিয়া উঠিলেন, "বোধ হয় এ স্থলে এমন কোন কাপুরুষ সমুপস্থিত নাই, যিনি আপন অর্দ্ধাঙ্গিনীকে সহরে বাহির করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন?"

আবার সেইরূপ উত্তর "না না।"

"তবে সকলেই হাত তুলুন।"

তখন সভাপতি মহাশয় দেখিলেন, যেন সকলেই তাহা করিল। তার পরেই সভা ভঙ্গ হইল।

একাদশ লহরী।

স্থান, ইডেন্ গার্ডেন,—সময়, অপরাহ্ন।

সমাজ সংস্কারের হলো কি?
এই হ'য়ে এলো আর কি।

গ্রন্থ প্রণয়ন করা কি বিষম দায়! একটু এদিক্ ওদিক্ হবার যোটী নাই। দৈব দুর্ব্বিপাকে যদি একবার মাত্র পদস্খলন হয়, অমনি বিষম বিপাকে পড়িতে হয়। তখন বিপদগ্রস্ত হইয়া স্বতই মনে হয় যে, না জানিয়া কেন এ কুকর্ম্মে হাত দিয়াছিলাম?—অবশ্য বিপদ কিছু চিরস্থায়ী নয়, সময়ে শমতা হয়, তার পর সব ভুলিয়া যায়, আবার সেই কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা হয়। এইটুকুই মানব চরিত্রের গুরুত্বের অভাব,— ইহাই মানুষের স্বভাব। কিন্তু আবার পশ্চাদ্‌পদ হইলেও ঘোর বিপদ। তাই বলি গ্রন্থকর্ত্তাদের পদে পদে বিপদ।

আমি বলি গ্রন্থ প্রণয়ন, আর অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ, দুই সমান,—দুয়েতেই সমান দুঃসাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। দৌড়চ্ছে ত দৌড়চ্ছে, বেস যাচ্ছে, দেখতেও ভাল, শুন্‌তেও ভাল; কিন্তু যদি একবার পদস্খলন হলো, কি ঘোড়া ভড়কালো, তবেই মহা গোল প'ড়ে গেল। তবে সে ক্ষেত্রে সওয়ার যদি পাকা হয় তবেই সাম্‌লে-নে গেল। আর যদি সোয়ার আমারই মতন অশিক্ষিত মূর্খ হয়েন, তবেই তিনি সেইখানে পড়েই মারা গেলেন। আর যদি কোন উপায়ে—কপাল ক্রমে বেঁচে উঠ্‌লেন, তা হলেও অন্ততঃ হাতটা—নয় পাটা—খোড়া হয়ে বাড়ি ব'সে কড়ি গুন্‌তে লেগে গেলেন। লোকের কাছে মুখ

দেখান দায়, কোন্ মুখ নিয়ে যায়? বাহিরে লোকের নিকট লাঞ্ছনা, আবার বাটীতে বসেও গৃহিণীর কাছে গঞ্জনা খাইতে খাইতে প্রাণ যায়, বিষম দায়! সেই প্রেমারার তাড়া! ঝাল্ ঝাড়া! ফাঁদি নথ নিয়ে নাক নাড়া! মহাশয় গো! বলুন ত,—একা মানুষ সহিবই বা কত?—গ্রন্থ পাঠ করা কিন্তু সহজ,—প্রণয়ন করাই ঝক্‌মারির কায। তাই বলি, তুলনায়, ঘোড় সওয়ার আর গ্রন্থকার দুই সমান। এমন কর্ম্মভোগ ত আর কিছুতে নাই।

এখন কর্ম্মভোগ বলে ত আর ছাড়বার যোটী নাই। একবার যা ধরা হয়েছে,—ছাড়াই বা যায় কি করে—সব শেষ না করে? একবার ছেড়ে দিলে কি আর তেড়ে ধরা যায়?—পাঠক মহাশয়! স্মরণ রাখিবেন, যে এখন আমরা, ঘোড়ার উপর জিন্ সোয়ার! অর্থাৎ গ্রন্থকার;—(লেখনী—অশ্ব+মন্—সওয়ার=ঘোড় সওয়ার বা গ্রন্থকার)। আবার বলি, বিশেষ গুণ না থাকিলে কি গ্রন্থকার হওয়া যায়? তা গ্রন্থকারদের গুণ ঢের, জ্ঞান টন্ টনে, "বিদ্যাও অগাধ!" সুতরাং সকলেরই গ্রন্থকারদিগের পন্থানুসরণ করাই শ্রেয়। আহা! এত গুণের গ্রন্থকারও সময়ে মারা যায়!

তবে আসুন,—কিন্তু বলিয়া রাখি;—মন এখন আমার লেখনির বশে, বলি ভড়কায় নেত?—এখনও ত না। পাঠক-মহাশয়! বলুন দেখি, ঠিক আমরা ছিলাম—এমন সময় কাল কোন্ স্থানে? রায়েদের ঠাকুর দালানে! এখন বেলা? আন্দাজ পাঁচটা। আচ্ছা সুন্দরী পাঠিকা ঠাকুরাণী! বলুন দেখি শুনি? এখন আসিলাম—আমরা এ কোন্ স্থান? বল্‌তে

পাল্লেন না?—ইডেন্ গার্ডেনে!—ওহো! এই কি ইডেন্ গার্ডেন? এই কি সেই ইন্দুদ্বীপ নিবাসী,—স্বর্গসুখ-ভোগ-বিলাসী—শ্বেত নর নারীদিগের বিহার স্থান?—যথার্থই যুড়াইবার স্থান বটে! তবে কেন একবার আশ মিটাইয়া প্রাণ খুলিয়া—চারি দিক দেখিয়া বেড়াইনা?—বোধ হয় তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই? কিছু না। আহা! প্রাণ যে কাড়িয়া লয়, শরীর শীতল হয়! মনে হয় এই বুঝি বা ইন্দ্রের নন্দনকানন!

পুরাণে শুনিয়াছি; স্বর্গের রাজত্ব দেবরাজের। চক্ষে দেখিতেছি,—মর্ত্ত্যের রাজত্ব ইংরাজের! স্বর্গে আছে, ইন্দ্রের নন্দন কানন!—মর্ত্ত্যে ইংরাজের ইডেন্' গার্ডেন! ইংরাজ! তোমরাই ধন্য! এ ক্ষেত্রে তোমাদেরই জয়! ইহসংসারে তোমরাই মনুষ্য নামের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী!—আর আমরা? আমরা জয়কেতে,—কেবল গলা বাজি ক'রে গোলে হরিবোল দে মরি,—মোচ্ছবের ধারে ধারে ঘুরি,—আর তোমাদের অনুকরণ করি,—পারি না পারি চেষ্টা ত করি। ইহাই ত দেখিতেছি, আপাতত আমাদিগের দুর্ব্বল প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয়।

হায় ধিক্ আমাদের! হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দুর হিন্দুত্ব বুঝিলাম না? ঘরে যা আছে, তাহার প্রতি একবার চাহিয়া দেখিলাম না? ঘরের ফেলিয়া—পরের দেখিয়া ছুটিলাম? মজিলাম—মরিলাম না কেন?

ঠাকুর! এখন কাঁদুনি গাহিবার সময় নয়, সময় যায়। আগে যে কাজে প্রবৃত্ত হয়েছ, সেই কাজ সেরে নেও। কি জানি, এখন কি হতে কি হয়,—সময় থাকিতে থাকিতে সময়ের সৎব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ।

আহা! ইহারই নাম ইডেন্ গার্ডেন?—কর্ণে শুনিয়াছিলাম, চক্ষে ত কখন দেখি নাই, এই দেখিলাম! চক্ষু সার্থক হইল! দেহ পবিত্র হইল! আত্মা পরিতৃপ্ত হইল! ইহার কাছে কি পুরুষোত্তম? না, কাশী, গয়া, শ্রীবৃন্দাবন? অতি উত্তম, অতি উত্তম! এমন দিব্য স্থান ত কখন দেখি নাই! আরে ছি—আমাদের পুরুষগুলো কি মানুষ গা? এমন স্থানেও আসিতে নিষেধ! তাহাদের কি অনন্ত নরকের ভয় নাই? শুনি নাকি ছ্যাক্‌রা গাড়ির ঘোড়া গুলো ম'রে কেরাণি হয়! তবে কেরাণিগুলো ম'রে কি হয় গা? খোদাকো মালুম্।

চাহিয়া দেখ, সম্মুখে সুপ্রশস্ত ময়দান! অদূরে, তদুপরি বৃটিশ সিংহের "ফোর্ট উইলিয়ম" নামক, অচল, অটল, অজেয় দুর্গ বিরাজ করিতেছে! স্বভাবে বিভোর!—যেন গম্ভীর ভাবে দেবাদিদেব মহাদেব মহা যোগে নিমগ্ন! পাছে কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়, এই ভাবনায় যেন নয়নদ্বয় মুদিত; কোন দিকে দৃষ্টি নাই, কাহার প্রতি লক্ষ্য নাই, কাহাকেও দৃক্‌পাত নাই। পশ্চাতে ফোর্ট উইলিয়মের অধীনস্থ হাইকোর্ট নামক বৃহদট্টালিকা—তুলা দণ্ড হস্তে একাধারে বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার বিচার ভার মস্তকে ধারণ করিয়া আইনের কূট তর্ক ধরিয়া স্বত্বাধিকারীর স্বত্বাস্বত্ব নির্ণয় করিয়া দিয়া, সংসারের শান্তি-সুখ স্থাপনা করিতেছে—অথবা উচ্ছন্ন দিতেছে! পশ্চিমে, পবিত্র সলিলা, কলনাদিনী ভাগিরথী কল কল নাদে সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে;—সাধ্বি-সতী পতিব্রতা স্বামীর উদ্দেশে এক মনে, এক ধ্যানে, গোঁ ভরে এক টানা চলিয়াছে; তদুপরি ইংরাজ বণিকের শত শত বাণিজ্যপোত সংস্থিত। পূর্ব্বদিকে আবার

সেই শ্যাম-দূর্ব্বাদল-সুশোভিত প্রশস্ত প্রান্তর;—প্রান্তরোপরি Lord Ochterlony নামক কোন পরাক্রমশালী সৈনিক পুরুষের স্মরণার্থ স্থাপিত এক প্রকাণ্ড স্তম্ভ, উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান। স্তম্ভটীর নাম অক্‌টারলনি মনুমেণ্ট; তাহার উপরে উঠ, যতদূর নজর চলে চাহিয়া দেখ, চমৎকার দৃশ্য! চারিদিক ধূ ধূ করিতেছে!—আমরা বাল্যকালে, বিদ্যালয় হইতে পলাইয়া আসিয়া একবার ঐ মনুমেণ্টের উপর উঠিয়াছিলাম। দেখি, ব্যাপার ভয়ঙ্কর! নীচের দিকে চাহিয়া দেখি, নিম্নস্থিত মনুষ্য-গুলি অতি ক্ষুদ্রকায়, তখন বাল-বুদ্ধি হেতু কিছু ধারণা করিতে পারি নাই, বুঝিতে চেষ্টাও করি নাই। কিন্তু এখন বুঝিয়াছি যে, আদিভৌতিক জগতের ইহাই একটী প্রাকৃতিক নিয়ম, মনুষ্য যতই উপরে উঠিবে, নিম্নস্থিত লোকগুলাকে ততই ছোট দেখাইবে। ইহাকেই আমাদের দেশের দর্শন-শাস্ত্র-বিশারদ্ পণ্ডিতগণ "তমো" ভাবের অবশ্যম্ভাবী ফল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

"আঃ এসো না—লজ্জা কি?—তোমাকে দেখে ত আর কেও গুলে খেয়ে ফেল্‌বে না?—কি বিপদ—বড় জ্বালাতন করে তুল্লে ত দেখ্‌ছি।"

কি এ?—কে কাকে কি বলে? ঐ ঝোপটার অন্তরালে কে দাড়্‌য়ে নয়? দেখি দেখি একটু আগু হয়ে,—পাঠক আপনিও আসুন। এখন বৃথা বাক্য ব্যয়ে কালাতিপাত করিবার সময় নয়। কেও গাছতলায় দাঁড়য়ে?—জ্ঞানেন্দ্র বাবু বলে বোধ হয় না?—ঠিক এসে ধরিছি ত? তবে জ্ঞান বাবু! কতক্ষণ?—একি! আগমন সস্ত্রীক নাকি? তবে যে কথোপ-

কথন হইতেছিল, সে এঁরই সহিত?—ঠিক যা বলেছেন, তাই করেছেন ত? আর ঠিক সময়টীতে এসে জুটেছেন। তবে কে বলে, "বাঙ্গালিরা Punctuality observe করিতে জানেনা গা?" আমি বলি তারা কিছুই জানেনা, সমাজের কোন সংবাদই রাখেনা—সংবাদ-পত্র পড়েনা। বলি এইটীই কি আপনার পরিণীতা বধূ?—সাধু সাধু সাধু! জ্ঞান তুমিই দেশের মুখোজ্জ্বল করিবে,—"বাঙ্গালি কথায় যা বলে কর্ত্তব্যে তা করেনা।" এ দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা ভারত মাতার ললাট হইতে আজি তোমা হইতেই অপনীত হইবে। বউটী এসেছেন, উত্তম হয়েছে তা অমন ক'রে ঘোম্‌টা দিয়ে জড় সড় হয়ে এক পাশ্‌টীতে দাঁড়য়ে কেন?—বলি বউ! ঘোম্‌টাটী খোলত গা,—মুখখানি দেখি?—ওঃ হরি! খুল্‌বে কি? আরো যে খানিক দেয় টেনে?

ঘোম্‌টা দেওয়ায় জ্ঞান বাবু আরো বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন;—

"বলি এখানে কি তোমার ভাসুর আছেন, না মামা-শ্বশুর আছেন?—যে আরো হাত খানেক ঘোম্‌টা টেনে দে কলা বউ সেজে বসে রইলে?—আর না হয় তাই থাক্‌লো, তাতেই বা হয়েছে কি?—কেমন দেশের কুসংস্কার! এটা আর বলে বলে নয় কর্ত্তে পাল্লুম না।"

পুরুষ, রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে স্বহস্তে অবগুণ্ঠনবতীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দিলেন।

আহা! দেখি দেখি—বউর মুখখানি! বেশ সুন্দর মুখ-খানি ত! আহা, দিব্য রাঙা বউটী! একি বউ! তোমার

চখে জল কেন? কেঁদেছ নাকি?—কেঁদনা কেঁদনা—অমন হ'য়ে থাকে,—আহা! কেঁদে কেঁদে চক্ষু দুটী ফুলে গেছে।

নাক ফোড়া বয়েল গুলাই গাড়ি টানে। গোয়ালারাই গাভি গুলাকে বৎস ছাড়াইয়া দুগ্ধ দোহন করে,—আবার দুধ্ বন্ধ হয়ে গেলেই তাকে নির্দ্দয় কসায়ের হাতে দেয়! জান! তোমার এ গৃহলক্ষ্মী কপিলাকে লইয়া এ কসায়ের কারখানা কেন?

ওহোঃ কি দেখি! এ যে বিধাতার স্বহস্তে নির্ম্মিত সুবর্ণ প্রতিমা! এ মেয়েটী যে অতি সুলক্ষণা! মরি মরি কি সুধীর! কি সরল প্রকৃতি! যেন সাক্ষাৎ প্রকৃতি-রূপা ভগবতী! এখনো সমুজ্জ্বল নয়ন-যুগল হইতে অবিরত ধারে অশ্রুবারি বিগলিত হইতেছে। চক্ষু দুইটী দেখিয়া বোধ হয় যেন ফুটন্ত পদ্মের উপর দুইটী ভ্রমর বসিয়া আছে! মরি কি স্নিগ্ধোজ্জ্বল স্থির-দৃষ্টি! এ দৃষ্টিতে ত কটাক্ষ নাই! ইহাতে ত দেহ দগ্ধ হয় না! শরীর শীতল হয়! ভক্তির উদ্রেক হয়! এ দৃষ্টি ত চঞ্চল বিজলি নয়, এ যে স্থির-সৌদামিনী! এ দৃষ্টি ত অন্য দিকে নয়,—স্বামীর মুখ পানে,—আর নিম্নে পৃথিবী পানে! ইহাতে ত কুটিলতার লেশ মাত্র নাই,—যেন সরলতা মাখান! এ যে সাক্ষাৎ ভগবতী! আহা! সতীর এ দুর্গতি কেন?

"হ্যাঁগা! তুমি বল কি?—আমরা হিন্দুর মেয়ে—"

আহা! ঐ শুন! সতী কাঁদ কাঁদ মুখটী ক'রে পতির মুখ পানে চেয়ে, কি বল্‌ছে?

"আমাদের কি এ সব কাজ সাজে? কোন্ গেরস্থ ঘরের মেয়ে মোজা প'রে—জুতো পায়ে দে,—সোয়ামীর হাত ধ'রে

হাওয়া খেতে বেরিয়েছে বল দেখি? গেরস্থর মেয়েতে কি কখন ও রকম পারে?"

জ্ঞান। তবে তোমার বিবেচনায় ওরা সব গৃহস্থ নয়,—বেশ্যা?

বউ। "তা ধর্ম্মই জানেন।"

জ্ঞান। দেখ বউ,—তুমি মুখ সাম্‌লে কথা ক'ও বল্‌ছি?—এখনো জাননা যে, ইংরাজি আইন কি রকম? শুন্‌লে এখনই ওরা তোমার নামে চার্জ আন্‌তে পারে তা জান? Criminal law বড় কড়াকড়্,—Defamation,—পেনেল কোডের ৫০০ ধারা!

বউ। সে আবার কি ধারা? জানিনা বাবু, তোমাদের সব কেমন ধারা? তোমরাই ভাঙ্গছ, তোমরাই গড়্‌ছ,—নেও এখন ত সব হলো? এইবার ঘরে চল।

জ্ঞান। মাইরি এত সুখ!

বউ। হ্যাগা তুমি বল কি? আমি যে ঘরে কচ্ছেলে ফেলে এয়েছি,—তাও ত ছাই সঙ্গে করে আন্‌তে দেবেনা, আহা বাছা আমার অনেকক্ষণ মাই খায়নি, হয়ত এতক্ষণ কেঁদে কেঁদে ককিয়ে গেল,—গলা স্থক'য়ে উঠেছে,—ওগো ঘরে চল গো! তোমার ছুটী পায়ে পড়ি, আমার প্রাণ কেমন ক'চ্ছে!

জ্ঞান। তোমার প্রাণ কেমন কচ্ছে, আমার বড়ই ক্ষতি? তোমার প্রাণ আগে না আমার মান আগে? আগে আজকের মতন আমার মান বাঁচুগ্, তার পর তখন,—না মাইরি, আজ ও রকম চালাকি ক'ল্লে চলবেনা কিন্তু বল্‌ছি।—ঐ দেখ দেকিন,— ও দিকে কেমন সাহেব বিবিতে পরস্পর হাত

ধরাধরি করে, 'কথা কইতে কইতে বেড়'য়ে বেড়াচ্ছে। আহা তোমার সাধ যায়না? এসো দিকিন, আমারাও ঐ রকম দুজনে হাত ধরাধরি ক'রে কথা কইতে কইতে বেড়'য়ে বেড়াই। স্বামির হাত ধ'রে বেড়াবে, ওতে আর লজ্জা কি? আমি ত তোমায় এখন অপর পুরুষের হাত ধ'রে বেড়াতে অনুরোধ কচ্ছিনা;—আমার হাত ধরে বেড়াবে এত একটা গৌরবের কাজ?

বউ। হ্যাগা, তুমিত বল্লে গৌরবের কাজ,—কিন্তু আমার যে পাঁচটা মেয়ের কাছে মুখ দেখান দায়,—মুখ তুলে কথা কয়বার যো নাই,—লোকে যে সব হেজ্ঞান ক'ত্তে লেগেছে,—আর তোমাকেই কি লোকে ভাল বল্‌ছে?

জ্ঞান। লোকে সব বলে,—লোকের কথা I care a fig. লোকের কথা শুনে কি আমার পরমোদ্দেশ্য সাধনে পরাঙ্মুখ হবো? লোকের মুখাপেক্ষা ক'রে সমাজের কোন মহৎ কার্য্যে প্রতিপত্তি লাভ করা যাইতে পারে? কোন রকম একটা বদখৎ দেশাচার অপনয়ন কিম্বা একটা কোন প্রকার নূতন হিতকর প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার কথা উত্থাপন হইলেই দেখিবে, সমাজ অমনি মহা আর্ত্তনাদে গগনমার্গ বিদীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। সমাজ কি? বালক বইত নয়;—বালকের গাত্রে স্ফোটক হইয়াছে, অস্ত্র করিবার প্রয়োজন,—বালক শুনিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, বালকের সেই আর্ত্তনাদে ভুলিয়া কি ডাক্তার তাহাতে বেলকার বসাইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকিবে? না, কখনই নয়!—কেন তোমায় ত এ কথা অনেকবার বুঝাইয়া দিয়াছি, যে, সে দিন ইউরোপ ভূমে যখন মহা-

অনর্থকর Slavery System উঠাইয়া দিবার কথা প্রথমে উত্থাপিত হয়, সমাজ তখন কত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল?—কিন্তু এক্ষণে দেখ তাহার কি সুখময় সুফল ফলিয়াছে! তাই বলি সমাজের সকল কথায় কর্ণপাত করিতে গেলে কি কখন সমাজ সংস্কার করা হয়?

বউ। হ্যাগা তুমি করনা কেন সমাজ-সংস্কার,—তোমায় কে তাতে বাধা দিচ্ছে?—তুমি আমায় আগে ঘ'রে রেখে এসোনা, তার পর তুমি সমস্ত রাত ধরে সমাজ-সংস্কার করনা কেন।

জ্ঞান। ভবি ভোলবার নয়।

বউ। হ্যাগা তুমি আমায় কি ব'লে নিয়ে এলে বল দেখি?

জ্ঞান। হ্যা তুমি অমনি সাদা কথার মানুষ কিনা? দেখছি,—তোমায় উত্তম মধ্যম কিছু না হলে আর তুমি ঢিট্ বন্‌ছনা।

বউ। ওগো তোমার পায়ে পড়ি আমায় বাড়ি রেখে এসো গো, ছেলে যে আমার সারা হয়ে গেলো গো!

জ্ঞান। দেখ ও সব ন্যাকামি রেখে দেও, এখনো ভাল রিতে বল্‌ছি,—ভাল চাও ত এসো।

বউ। ও গো আজ আমি যাবনা গো!——

জ্ঞান। যাবেনা?

বউ। ওগো আমি যে কচ্ছেলে ফেলে এয়েছি!

জ্ঞান। যাবেনা?—যাবেনা?—আচ্ছা দেখি, কেমন করে তুমি কি কর?

পাষণ্ড! কি কর? কি কর? অবলার প্রতি অত্যা-

চার! দুরাচার! ছাড়িয়া দেও! ছাড়িয়া দেও! ওহো! সতীর এ দুর্গতি যে দেখতে পারিনা! জ্ঞান তোমার সমাজ-সংস্কার উচ্ছন্ন যাউক, তোমার ভারত-উদ্ধারের পথ কণ্টকাকীর্ণ হউক! তোমার ভ্রাতৃ ধর্ম্মের মস্তকে বজ্রাঘাত পড়ুক, যদ্যপি তুমি অবলার প্রতি না বলপ্রয়োগ করিতে প্রতিনিবৃত্ত হও! আমরা হিন্দু! হিন্দুর চক্ষে এ দৃশ্য অসহনীয়! এখনও বলিতেছি, তুমি ঘরের লক্ষ্মীকে লইয়া ঘরে ফিরিয়া যাও! তুমি বাজারে বারাঙ্গনা লইয়া গলাবাজি কর, সমাজে বসিয়া সহস্র বার ধরিয়া পতিত ভারতের উদ্ধার সাধন কর,—পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রাতৃধর্ম্ম প্রচার ক'রে ঘরে ঘরে আগুণ জ্বালাইয়া দেও—তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু আমরা প্রাণ থাকিতে সাধ্বী সতী লক্ষ্মীর এ দুর্গতি চক্ষে দেখিতে পারিব না!—জ্ঞান! আবার বলি, আমরা হিন্দু! হিন্দু হিন্দু-স্ত্রীকে দেবীভাবে দর্শন করে! হিন্দু-পত্নী হিন্দু পতির পূজনীয় সামগ্রী *। হিন্দুর ঘরে হিন্দুর গৌরব করিবার জিনিষ এমন আর কি আছে? আছে—একমাত্র রত্ন! হিন্দুর সর্ব্বস্ব ধন—সতীর সতীত্ব!

ওহো! এ কি অত্যাচার! এ ছবি ত আমরা আঁকিতে পারিব না, এ দৃশ্য ত আমরা দেখিতে পারিব না! নয়ন তুমি অন্ধ হও—কর্ণ, তুমি বধির হও,—হস্ত, তুমি স্পন্দরহিত হও—লেখনি, তুমি এখনই খসিয়া পড়। এ অপবিত্র কথা লিখিয়া আমরা হস্ত কলঙ্কিত করিব না। জ্ঞান! আবার

---

* ১২৯০ সালের সাবিত্রী লাইব্রেরীর সাম্বৎসরিক অধিবেশনে চন্দ্রনাথ বাবুর পঠিত হিন্দু-পত্নী সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ কর।

বলি আমরা হিন্দু! হিন্দুর ধমনীতে বিন্দুমাত্র শোণিত প্রবাহিত হইতে, সতীর এ দুর্গতি চক্ষে দেখিতে পারিব না! দুরাচার, বার বার বলিতেছি ছাড়িয়া দেও! এখনো ছাড়িয়া দেও!—ছাড়িবে না? আচ্ছা,—যদি যথার্থই এ পৃথিবীতে সতীর সতীত্বের মাহাত্ম্য থাকে, তাহা হইলে ইহার প্রতিফল তোমায় হাতে হাতে পাইতে হইবে!

সেই সময় একটা মুটে মজুর গোছের মুসলমান সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল,—দেখিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, বুঝি তাহার প্রাণে আঘাত লাগিয়াছিল, সে বলিল;—

"বাবু গো! বউ ঠাঁন্নি যাবানা,—ওঁয়ারে ধরি কেন থাম্‌কা টানা হ্যাচ্‌ড়া কত্তি'নেগেচ?"

"বেটা তোর বাবার কি?—আমার ছাগল আমি ল্যাজের দিকে কাট্‌ব,—আমার পরিবার, আমি ওকে মারি, ধরি, রাখি, টানা হেচ্‌ড়া করি, যা খুসি তাই করি, তাতে তোর কথা কয়বার এক্‌তার কি?—তুই আপনার পথ দেখ্‌—যাও—আবি হিয়াসে চলা যাও—ফের দাঁড়'য়ে?"

বাবুর সুধামুখের মধুমাখা কথা শুনিয়া, মুসলমান ব্যাচারা আস্তে আস্তে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিল। মনে মনে রাগটাও হয়েছে,—বাবুর দিকে একবার আড়ে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল। আড়ে হাতে দুই এক কথাও কহিয়াছিল।

জ্ঞান। "বেটা যদি এদিক পানে ফের তাকাবে ত তোমায় জবাই করে ফেল্‌ব।

"ওঃ জবাই কর্‌বে?—ঢের স্যাঙার পোরে দ্যাখ্‌লাম জবাই কত্তি,—কি বল্‌ব এ আমাগোর মাজের গাঁ নয়, নইলে পুত্তির

পুতিরি ঐ থ্যানে ফ্যালে, ব্যাতের মদ্দি হাত পুরি দে জিবটা না ওপ্ড়ায়ে ফ্যাল্‌তাম। ঐখানে সাত ঘটি পানি না খাবায়ে তবে ছাড়্‌তাম,—আল্লা ল্লা ডাক ছাড়াতাম।—তহন ট্যারটা প্যাতো— গুঁতোটা কত?—মাইয়ে মানুসিরি পাইয়ে অমনি পথে ঘাটে ধরি টানা হ্যাঁচড়া কল্লি হয় না?—অ্যাঁ নাকি কল্‌কেতার সওর তাই সওল্ স্যাজে যায়।"

বাবু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। মুসলমান আবার বলিতে লাগিল,—

"স্যা দিন মান্নাদের সান্ ঘাটে পুকুজ্যিদের ম্যাজো বউ মল পায়ে দ্যায়ে পানি আন্‌তি এয়েছ্যাল, তা মোড়লদের বড় ব্যাটা তানারে দ্যাহে নাকি বটুকেরা করে হ্যাল, না কি বুঝি চক্ ঠাউরে হ্যাল,—তা বাবুরা তাঁনারে ডাকায়ে আনায়ে দৈঁ'ড়য়ে· থেকে পঞ্চাশ জোতো গণয়ে মারে অ্যালো,—তার পর তার মাথা মোড়ায়ে গালে চুণ কালি মাকায়ে, গাঁর বার করি দ্যাবার হুকুম দ্যালে। তার পর বছরেক থানেক স্যা আর গাঁর মদ্দি মাতা গলাতি পেরে হ্যাল?"

মুসলমানের এইরূপ বিদ্বেষ সূচক বাক্যকলাপ বাবুর কর্ণ-কুহরে কতদূর প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না; কারণ বাবুর নজরটা তৎকালিন অন্য দিকে নিহিত ছিল। বুঝি এইবার সব এসেছে গো!

দ্বাদশ লহরী।

মিল্‌টন্‌ ও আমি; সরলা ও স্বামি।

"যুগে যুগে অবতার,"—আবার লোকে কথায় বলে, "এক একজন এক একটী অবতার"। জিজ্ঞাসা করি, এই যে উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে মানব-দেহ ধারণ করত লোক হিতার্থে সংসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া হংসপুচ্ছ-লেখনী-হস্তে এক মনে, এক ধ্যানে, ক্রমান্বয়ে সাদা কাগজে আঁকড় তাড়া পাড়িতেছে, উনিই বা কোন্ অবতার? লৌকিক না পৌরাণিক? সাধু! সাধু! এ অতি সৎ প্রসঙ্গেরই অবতারণা, কিন্তু আপাততঃ কৌতূহল নিবারণের সময় নয়, বিস্তারিত বর্ণনায় পুথি বাড়িয়া যায়, তাই বলি এ গুরু বিষয় আপাততঃ মুলতুবি রাখাই শ্রেয়ঃ; কিন্তু তা ক'রেও ত নিস্তার নাই, কি জানি এখন কোন্ সময়ে কোথায় থেকে কোন্ মহাপুরুষ এসে ফস্ ক'রে যদি রসিকতা ক'রে বসে? তা শর্ম্মাও সাক্ষাৎ সরস্বতীর বরপুত্র; ছেড়ে কথা কয়বার পাত্র নন্, উত্তর প্রদানে খুব মজবুত। তা মহাপুরুষ জিনিই হউন, পরে প্রকাশ পাইবে; কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবে মর্ত্ত্যলোকে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। আবার যখন শর্ম্মা স্বয়ং স্বহস্তে লেখনী ধারণ করিয়া বসিলেন, তখন পরলোকে পর্য্যন্ত মহাগোল পড়িয়া গেল; ছিলেন এক পার্শ্বে ব'সে গরিব মিলটন, ব্যাচারা ত কেঁদেই খুন্! কেননা তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার চিরসঞ্চিত মর্ত্ত্যের যৎকিঞ্চিৎ কীর্ত্তিটুকু এই হ্যাপায় লোপ পায়,—ব্যাপার ত কম নয়! তা তাঁর কান্দিবার কথাই ত। যাহার রসনা এ

পর্য্যন্ত শর্ম্মার সুবর্ণময় লেখনী-প্রসূত সুধারস পানে বঞ্চিত, তাহার জ্ঞান, মিলটন-প্রসূত কাব্যরস অতি উপাদেয় সামগ্রী! তা তাঁদেরই বা অপরাধ কি? যে কখন রাবড়ির আস্বাদন-সুখ অনুভব করে নাই, সে জানে বুঝি ঘোলই অতি উপাদেয়! হায়রে কি ঘোর মূর্খ সংসার-বাসী! কবে তাহাদের বিকৃত মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ হইবে? কবে তাহারা টক্ গন্ধযুক্ত পচা ঘোলের মমতা ত্যাগ করিয়া, অরুচির রুচি, পরম উপাদেয়, মালায়ের মিষ্টতায় মন প্রাণ সমর্পণ করিতে শিখিবে? মূর্খ! মিল্টনের গ্রন্থ যে আগা গোড়া বাইবেল হইতে সংগৃহীত। অনেকে বলে আদৌ বাইবেলই ত কল্পিত, ইহারই সত্যাসত্য যুক্তি বা তর্ক দ্বারা এ পর্য্যন্ত প্রমাণীকৃত হয় নাই, তার পর গ্রন্থকার ত বহু দূরের কথা! কিন্তু শর্ম্মা-প্রণীত যে ইতিহাস, সমস্তই সত্য; যেমন দিবাভাগে সূর্য্যের আলোক সত্য, রাত্রিযোগে সহরের রাজপথে গ্যাস্‌লাইট্ জ্বলে সত্য, যেমন উপাসনায় চক্ষু বুঝিলেই একমেব দ্বিতীয়ং সত্য, তেমনি শর্ম্মা-সুরচিত গ্রন্থ, যে একটীবার মাত্র পাঠ করে, সেই বুঝিতে পারে, যে ভিতরের কাণ্ড কারখানা সমস্তই সত্য, সত্য ও পবিত্র! মিথ্যার নাম মাত্র নাই, নির্ম্মল, নিখুত, নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, পরিষ্কার ঝর্‌ঝরে, একেবারে তেল পানা; একবার পড়িতে বসিলে আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না! অজ্ঞানে পড়িলে দিব্য জ্ঞান পায়, জ্ঞানবানে পড়িলে মক্ষ পায়, অবিদ্যায় পড়িলে মনোমত বর পায়, আর বিদ্বানে পড়িলে ত কথাই নাই,—বোধ হয় দেবলোকে কাউন্‌সেলে বসিয়া যায়, নূতন জগতের সৃষ্টি হয়! তাই বলি মৎসদৃশ মহাপুরুষ প্রণীত দিব্য গ্রন্থে

মিথ্যা কথার নাম মাত্র নাই, যা আছে সমস্তই সত্য ইতিহাস; বর্ত্তমান কালের নব্য বাঙ্গালীর চরিতাবলিরূপ মাল মসলা লইয়া স্তরে স্তরে রেক্তার গাঁথুনি,—বজ্র বাধুনি, অচল, অটল, অটুট, ঝড়ে নড়েনা, ধাক্কায় পড়েনা, বজ্রাঘাতে ভাঙ্গেনা, তবে আগুণে পোড়ে, কিনা জানিনা। (সমালোচনারূপ মহাগ্নির কাছে ত কাহার নিস্তার নাই) তবে সাহস করিয়া বলিতে পারি তর্ক যুক্তিরূপ ঝড় ঝাপ্টায় যে ইমারৎ টলমল করে, শর্ম্মা তার ধার দিয়া কখন পথ চলে না।

পাঠক! এইত দেখিলেন, এক নম্বরেই মিণ্টন বাবাজীউর কান্না কাটির প্রথম কারণ; তবুও এখন দুয়ের নম্বর মাল খোলা হয় নাই! এক নম্বরেই এত কান্নাহাটী! তাহ'লে দেখ্‌ছি দুয়ের নম্বর দেখিলেই ত দাঁত কপাটী! তবে আর কেন ব্যাচারাকে মিথ্যামিথ্যি কাঁদান?—তবে এর মধ্যে যে একটা কথা আছে, যে কথা বল্‌বো বল্‌বো মনে করিতেছিলাম, সে কথাটা যে বলা হলো না?—আবার ছাই তাড়াতাড়িতে সব কথা ঝেড়ে পুড়ে মনেও পড়ে না,—হ্যাঁ, বলিতেছিলাম কি,—মিণ্টনের এত আদর কিসে?—Paradise Lost লিখে? তা তাতে এমন পছন্দসই জিনিষই বা আছে কি? তুমি বলিবে Seton, Adam, Eve অমন ইডেন গার্ডেন; ওর চেয়ে আর সুন্দর জিনিষ থাক্‌তে পারে কি?—Eden garden? ওঃ হরি! এতেও কি তা নাই? আমাদের এতে যে ইডেন উদ্যান আছে, সে ত চক্ষের সম্মুখে বিদ্যমান, তাতে যা আছে, সে কেবল কবির কল্পনা-প্রসূত বইত নয়। তবে সে উদ্যানে মনুষ্যের মধ্যে বিহার করিত—এক Adam আর এক Eve, আমাদের

এ উদ্যানে বিহার করে,—সহস্র Adam শত Eve! তাঁরা ছিলেন আদি, এঁরা অনন্ত, কারণ এদের অন্ত পাওয়া ভার। প্রথমে তাহাদিগের হইতেই পাপের প্রথম আবির্ভাব, এদের হইতে সে পাপের তিরোভাব! অর্থাৎ তাঁহারা ছিলেন প্রথমে নিষ্পাপ,—পরে মহাপাপের আবির্ভাব, এঁদের হচ্ছে গিয়ে প্রথমে পাপ (অবশ্য উপাসনায় অনুতাপ), পরে নিষ্পাপ! তারা ছিলেন বিবসনা, এরা হচ্ছেন সুবসনা! তবে তাদের মধ্যে আদি-সুন্দরী ইভা পোড়ার-মুখিই প্রথমে পৃথিবীতে পাপ আনিয়া প্রবেশ করায়,—(ঐ সর্ব্বনাশীরাইত যত নষ্টের শিকড়, যত বাহিরের পাপ ঘরে আনিয়া ঢোকায়)। যেমন সয়তানের দমে পড়িয়া জ্ঞানবৃক্ষের* ফল খাইল, অমনি পাপ আসিয়া প্রবেশ লাভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাও আসিয়া উপজিল, অমনি কোমল অঙ্গে আবরণ পড়িল। কিন্তু এখানকার এ ভাব তৎবিপরীত, যেমন সে বাগানে ইভা দেবী ফল খাইয়াই লজ্জা পায়, অমনি অঙ্গে আবরণ পড়ে, এ উদ্যানের ভামিনীরা ফলনা খাইয়া লজ্জার মাথা খায়, অমনি কটির বসন খ'সে পড়ে, অঙ্গের আবরণ আপনিই ওড়ে,—ভাবের ভোরে ঢ'লে পড়ে!

বলি ও আমার গুণনিধি! ও তোমার হচ্ছে কি? এই কি তোমার গ্রন্থ প্রণয়ন?—না আগাগোড়া লোক ঢলান! আমি বলি, না জানি এত লেখেই বা কি?—না দেখি, ইস্তের ইয়ারকি! লোক নাই জন নাই, স্থান নাই অস্থান নাই, সময় নাই অসময় নাই, কেবলই বেহ্মোমি! কাজ নাই তোমার নভেল লিখে,—বেধড়ক বখামি কি ভাল লাগে?

---

* Tree of knowledge.

থো কর তোমার পাঁজিপুঁথি,—এই আমি চল্লুম। যার লেখা তারই ভাল, আমার হাঁড়িতে মাছ চ'ড়য়ে এসেছি, বুঝি এতক্ষণে সব চুঁয়ে গেল;—

এই প্রকারে, গর্‌গর্‌য়ে মুখ ঘুরয়ে ফর্‌ফরিয়ে চ'টে চলে গেলেন, সম্মানিনী। শর্ম্মা তখন বড়ই বিপদে পড়িল; মস্তক বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরিতে সুরু হইল, নয়নে শর্ষপ্‌-কুসুম দর্শন করিতে লাগিল, শরীর শিথিল—অঙ্গ এলায়ে পড়্‌লো,—কাজেই নজর আর চলে না, পলক আর পড়ে না, হাত আর নড়ে না, কলমও আর সরে না।

"শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
শারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল॥
নইলে পার্‌বে কেনে?"

কথাইত তাই। শর্ম্মার লেখনী অশ্বের লাগাম যে শর্ম্মানিনীর হস্তে, এ গুহ্য কথা ত কেহ জানে না, আর কাহাকে বলিও নাই, বিপদে পড়িলেই প্রকৃত কথা প্রকাশ পায়; সুতরাং এক্ষণে শর্ম্মার চক্ষে গোটা ছুনিয়াটা এক প্রকার অণ্ডাকার অড্ (শূন্য) বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। স্বয়ং শিবও একদিন ঐরূপ সতীহারা হ'য়ে সংসার শূন্যময় দেখিয়াছিলেন। তাই বলি;—

পায়ে ধরি বিদ্যাধরী অমন করে যেওনা,
যেওনালো যেওনা, হেসেল ঘরে ঢুকোনা।
তোমায় না দেখে ধনি, লেখনি যে নড়ে না,
আমার নড়েনা লো চড়ে না, নাড়্‌লেও কালি পড়েনা।
মাইরি আমার মাথা খাও, আর একটু দাঁড়িয়ে যাও,—

কি লিখিব বলে দেও, অত করে চটোনা,
ওলো চটোনালো চটোনা, হুট বল্‌তে উঠনা।
এতই বা কিসের কাজ? থাকনা কেন চুঁয়ে মাছ,
খরা ভাজা তাজা মাছ সক্ করে কি থায় না?
সাধ করে কি চাঁদ বদনে একদিন তা সকে না?
না হয় ত তোমার তরে, যাবলো ফের বাজারে,
এনে দিব কাতলা পোনা, বলে কেন রাঁধনা,
রাঁধ বাড় থাও দাও মোদ্দা কোথাও যেওনা,
ঘরে বসে হুশো মজা, এমনটী আর হবেনা!
ঘর কর্ত্তে কত হয়, অতথানা ভাল নয়,
আমি তোমার, তুমি আমার, প্রিয়সীরে চটোনা।
অমাবস্যায় লুচি পাঁঠা—তাতেই বা কি ব'য়ে গেল?—

সুন্দরী পাঠিকা ঠাকুরাণী! আপনিও কি অসময়ে অভাগাকে একা ফেলে চলে যাবেন?—লোকে বলে, সবুরে মেওয়া ফলে, তা শর্ম্মার কপালক্রমে কাঁচা কামরাঙ্গাও ফলে না,—শর্ম্মানিনী ত একেবারে চ'টে,—ফেটে চ'টে চৌচাকলা হ'য়ে চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে চলে গেলেন। অধম জানে না যে, এখন অবলাদের এত বোল্‌বোলা? কথায় কথায় চ'টে ওঠে,—বোল্ ব'ল্‌তে আস্তেন গুটোয়, কথার আঁচটী গায়ে সয়না,—আগুনের আঁচত নয়ই, (বুঝি সেই জন্যই এখন রন্ধন কার্য্যে বাবুর্চি?) এখন আর আমাদের প্রাণ খুলে দুটো ভালমন্দ বল্‌বার যো নাই;—ভাল হলেও ক্রীটীসাইজ করবেন, আর মন্দ হলে ত খুৎ কাটবেনই; হয় ত বলবেন, লয় দুরস্ত হয় নাই; নয়ত বলবেন, এটিকেট্‌স্ জানা নাই। এদিকে

আবার মুখ বুজে থাক্‌লেও বল্‌'বেন "মিসের রস বোধ নাই, গোমড়া মুখে মারি এক মেয়ে—তাই তাই।" তাই সত্য সত্য, আমাদেরই কি তাই নাই? তবে কি না রসিকতা করেও ত সোয়াস্তি নাই,—কর্ত্তে গেলেই হাসি পায়, কি বলেন মহাশয়! আবার একটু চেঁচিয়ে হাস্‌লেও মহা দায়! অমনি বলবেন, "মিন্‌সের রুচি বোধ নাই?" তোমরা বলত সবাই, তার পর তোমরাও করত তাই,—হেসে কথা কইলেই কি অশ্লীলতা হয়? তাও ত কখন শুনি নাই! তবে নাকি কলম ধল্লেই লিখ্‌তে হয়, আর পড়লে কথা কেই বা ছেড়ে কয়? তাতে কারও রাগ হয়, তাতেই বা এসে যায়? বলি হ্যাগা ভিজিট রিটার্ণ্‌ দেয় কি দুপুর রেতে? তার পর ভোর না হতে, যদি উঠবেন প্রাতে,—কিন্তু ছড়া ঝাট সেই শাশুড়ির হাতে, দিদিবাবু বেরুলেন প্রভাত বায়ু সেবনেতে,—না পাড়া চলাতে?—মা লক্ষ্মীদের গুণ আর বলব কত? শুনে শুনে কান ঝালা পালা, প্রাণত ওষ্ঠাগত। এখন পাত খোলায় আর পোয়াতি ভোলেনা,—ঝোলে অম্বলে ভাত ওঠেনা, মীটান্ন নইলে মন ওঠেনা, সুধু হাত আর মুখে ওঠেনা (বুঝি কাঁটা চাম্‌চে চাই?) ফুলমণি আর মল পায়ে দেয় না, বামুন পিসি আর একাদশী করেনা, গোবরার মা আর গঙ্গাস্নানে যায় না, রামমণি আর রামায়ণ শোনেনা, মহাভারত আর কানে লাগেনা, ভগবৎগীতাকে বলে উপকথা,—এখন শুধুই শুনতে চান্‌ বক্তৃতা—ছেলে দিয়ে কর্ত্তার কোলে, গিন্নি যান ইউনিভারসিটী হলে, তাই বলি,—তাত সয়ত বাত সয়না, চাদের আলোয় আর চন্দ্রমুখি ভরায়না। ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে লাফিয়ে ওঠে,

গা লক্ষ্মীরা এখন শুধু সিঁদুর দেখলেই সিউরে ওঠে। আবার ঘোমটা দিলে বলে হয় সাফোকেশন্, চলে যেতে হোঁচোট খান্, এখন চলনে ধরণ চাই, আলাপনে এটিকেট্‌স্ চাই, বেশ বিন্যাসে ফ্যাসান চাই, শব্দ বিন্যাসে মোসন্ চাই, উপাসনায় ঠসক চাই।

বলি ও রসিক নাগর! যদি এই রকম ইয়ারকি করেই রাত্রি কাবার করবে, তবে আর কখন তোমার কাজ সারবে? আরও বেল্কোমি কি ভাল লাগে? সোজা কথায় কি আর কাজ চলে না? আগা গোড়াই উল্টো,—লিখছ নভেল বকছ ভুল,—একি তোমার বাবলা গাছে বকুল ফুল? না বাঙ্গালা বাজারে জন্ বুল্? একেই ত কি থেকে কি কল্লে, কোথা থেকে কোথায় আন্লে—কি বল্লে ইডেন গার্ডেনে; তাই না হয় তাই আন্লে আন্‌লে, তার পর আবার তার মতন ত তাই কর্ত্তে হয়,—এখন আমরা যদি করি তারই মতন তাই, লোকে বলবে বুঝি তারই জন্যে তাই—তা ছাই আগা গোড়াই কি তাই তাই, তার পর কি আর কোন কথা নাই? সেই যে নব্য বাবুটী গাছ তলায় দাঁড়িয়ে ছিল, বাবুটীই বা কোথায় গেল? সঙ্গে যে ক্ষুদে বউটী ছিল, তার দশাই বা কি হলো? ভেঙ্গে চুরে সব বল,—নইলে মাথা মুণ্ডু বুঝবো কি তা বল?

ওহোঃ বড় কথাই মনে ক'রে দিয়েছ, কি জান এতক্ষণ আমার ডাইগ্রেসন্ হয়েছিল,—ঐ জ্ঞানেন্দ্র বাবুর কথা বলচ্ছেছিলেত? যিনি সস্ত্রীক এই গাছ তলায় দাঁড়িয়েছিলেন?

পাঠক! ঐ না ও দিক পানটা কেমন কেমন কি ঠেক্‌ছে? যেন কে নয় সব আসছে? আবার আসছে আসছে আসছেনা—চক্ষে যেন ঠেকছে ঠেকছে ঠেকছে না—এমনি বোধ হয় না?

তবে রস, বাগিয়ে একবার বসে নি, কাপড়খানা কসে নি, কলমটা ঝেড়ে নি, কালিটা ঘুঁটে নি, চক্ষুটা ছা'ড়য়ে নি, চস্‌মা-খানা মুছে নি, তার পর বুঝে নি।

দেখে কি বোধ হয় বল দেখি? ঐ না আমাদের নব গঠিত ভ্রাতৃ সেনানী?—সঙ্গে শক্তি ভারত-ভগিনি মাগি-মদ্দানি?—কি হলো!—আমি কি জেগে ঘুমুচ্ছি? না দাঁড়ায়ে খেয়াল দেখছি? ঐ যে সব এই দিক বাগেই আসে গো! ওগো সব আসে গো! ওরা সব কে গো! ওগো আমায় ধর গো! হ্যাগা আমার কি কেও নাই? আমি যে একা পড়ে মারা যাই! ওগো আমি যে যাই, আমি যাই! আমি যাই!—কোথায়? চুলোয়!!!

বলি রকমখানা কি? অমন করে আঁৎকে মাৎকে একেক্কার করে হচ্ছে কি?

আমার ঘোড়া ভড়কেছে!

রকম আর কি! ঘোড়াত তোমার হাতের কলম, ভড়কাল এর মধ্যে আবার কি দেখে?

এই—দেখে—আবার লাগাম যে আমাদের তাঁনার হাতে,—তিনিও যে যো বুঝে, লাগাম ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছেন।—হ্যাঁ গা আমি বাঁচব ত?

বালাই, বাঁচবেনা কেন? কার ধার করে খেয়েছ যে এর মধ্যেই এত উতলা? এই ত কলির সকাল বেলা,—এখন কত খেলা খেলতে হবে, কত খানা দেখতে হবে, কত কি লিখতে হবে—এখন বাকি বোল আনাই—তামাসা যাউক,—এখন বল দেখি সত্যি সত্যি রকম খানা কি?

রকম থানা কি—বলবো?—এই—এই—এই একজন সাহেব তা সে সাহেব—ঘোড়ায় চড়ে টুরে বেরয়েছিল—বুঝলে কিনা—এমন সময় মাঝ রাস্তায় সন্ধ্যা হলো—বুঝলে কিনা—তা সে সন্ধ্যা হলোত হলো, বয়েই গেল—বুঝলে কিনা—বনে বসে-ছিল এক বাঘ!—বাঘ ব'লে বাঘ, পেল্লায় বাঘ!—বুঝলে কি না—কিন্তু ঘোড়া ঠিক জান্‌তে পেরেছে—বলিহারি যাই ঘোড়ার বুদ্ধিকে! (বোধ হয় ঘোড়াটার Science পড়া ছিল,) বুঝলে কি না,—সাহেব যত চাবুক মার্তে থাকে, ঘোড়াও তত পিছু হটতে থাকে,—বুঝলে কি না, এমন সময় বন থেকে বেরুলো সেই পেল্লায় বাঘ! বুঝলে কি না, বাঘও যেমন বেরিয়েছে, ঘোড়াও তেমনি ফিরে দাঁড়িয়েছে! বুঝলে কিনা—বাঘও যেমন শিকার লক্ষ ক'রে লাফ মেরেছে,—ঘোড়াও অমনি চার পা তুলে দৌড় মেরেচে—দৌড়—দৌড়—দৌড়—ভোঁ—দৌড়—বুঝলে কি না—তার পর সাহেব ত বেঁচে গেল, ঘোড়ার বুদ্ধির জোরে,—এখন হাল ফিল আমায় রক্ষা কে করে?

ত্রয়োদশ লহরী।

আনন্দে উৎপাত।

আপাততঃ আমার লেখনী ত আর চলেনা।—কেন? উপন্যাস লিখিতে বা উপকথা বলিতে হইলে, একটী করিয়া পরম রূপলাবণ্যবতী যুবতী নায়িকা আঁকিতে হয় এবং তজ্জন্য আরো একটী করিয়া প্রভূতরূপ-গুণ-সম্পন্ন সুন্দর নায়ক আমদানি করিতে হয় এবং নায়কের সহিত নায়িকার এমনি প্রণয়ানুরাগ জন্মাইয়া দিতে হয়, যেন পরস্পর পরস্পরের প্রেমে মজিয়া রয়,—প্রেম তরঙ্গে হাবু ডুবু খায়। পরে উভয়কে কিয়ৎকালের জন্য আলাহিদা করিয়া দিয়া বিরহানলে দাহ করিতে হয়। তার পর পরিণামে আবার প্রণয়ী যুগলকে একত্রে আনিয়া, মিলন করিয়া দিয়া, মাঝখান হইতে মজা দেখিতে হয়। তবে ত উপন্যাস অধ্যয়ন বা উপকথা শ্রবণে সুখ পাওয়া যায়।

কিন্তু সম্প্রতি আমরা যাহা লইয়া এতখানা করিতেছি, ইহা ত উপকথা বা উপন্যাস নহে; প্রকৃতপক্ষে এ একখানি ইতিহাস। বন্ধু বলেন তাও নয়, এ একখানি "স্কেচ বা নক্সা।" তা এ যাই হউক না কেন? স্কেচই বলুন আর নক্সাই বলুন, বা ইতিহাসই বলুন আর উপন্যাসই বলুন, তাতে কি এসে যায়? এতে যা আছে এ তাই, আদত মালেত আর ঘাটতি নাই। কিন্তু আবার একটা কথা হচ্ছে এই, উপন্যাস বা উপকথায় জোড় মেলাইতে হইলে, প্রয়োজন একটী নায়ক ও একটী নায়িকার, বা কোন কোন স্থলে ততোধিক। কিন্তু আপাততঃ ইহাতে যা প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে, ব্যাপার ত বড় কম নয়!

নায়কের হাটে, নায়িকার মেলা!—ঘালঞ্চে ফুল ফোটে, সৌরভে প্রাণ উল্‌সে উঠে, বিরহিনীর বুক ফাটে, পাড়া পড়সী মজা লোটে। লোকে কথায় বলে সাত রাজার ধন এক মাণিক! এ যে সব যুগল-রূপে যোড় মাণিক!

আপনারা কি কেহ জানেন, মাণিকের খনি কোথায়? আমরা ত' জানি ব্রহ্মদেশে। শুনিয়াছিলাম, একবার কয়েক-জন ফরাসিস বণিক নাকি ব্রহ্মরাজ্যে মণির খনি ইজারা লইতে আসিয়াছিল; ব্রহ্মরাজ থিবো নাকি তাহাদিগকে রাজসভায় ডাকাইয়া আনিয়া এমনি কয়েকখানি মূল্যবান মাণিক দেখা-ইয়াছিল, যে বণিক-সম্প্রদায় তন্মধ্যে একখানি মাণিকের মূল্য শুনিয়া চমকাইয়া গিয়াছিল। তার পর তাহারা আপনা আপনি বলিয়াছিল, "উঃ আমাদিগের কি স্পর্দ্ধা, এই একখানি মাণিক ক্রয় করিতে হইলে আমাদিগের সমুদায় মূলধনেও কুলায় না, আর আমরা কি না খনি শুদ্ধ ইজারা লইতে আসিয়াছি।" তাই বলি মাণিকের মর্য্যাদা জানে কে? তুমি না আমি? জানে সেই ব্রহ্ম রাজ্যের ব্রাহ্মেরা! এখন বলুন ত মহাশয় মর্য্যাদাই বা বাঁচে কিসে? আর কার্য্যই বা চলে কিসে? গ্রন্থকার সবে একা, আগে কাকে রেখে কার মন যোগায়? কাহারই বা চরিত্র সমালোচনা বা রূপ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়? আবার তাও বলি, সুন্দরী কুলের রূপ বর্ণনা করাও ত' সামান্য কথা নয়! আকাশের চাঁদ ধরিয়া আনিয়া কামিনীকুলের মুখের সহিত তুলনা করিতে হয়। তাও ত ছাই, সবে একটী বই চন্দ্র নাই নভোমণ্ডলে, এ যে কোটী চন্দ্র ভূমণ্ডলে! আবার যখন চন্দ্র-বদনীদিগের

সেই দেদীপ্যমান সুনীল শনয়ন-নিলয় হইতে মনসিজশরোপম কটাক্ষকুলিশ নিক্ষেপ হয়, তখন কার না মুণ্ডু ঘুরিয়া যায়? পাঠকের যাউক বা নাই যাউক, গ্রন্থকারের ত গিয়াছে! এখন শুন্‌লে, আমার লেখনী কেন চলে না?

পাঠক! একবার চাহিয়া দেখ! ঐ দেখ বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল সস্ত্রীক দলে আসিয়া মিশিয়াছেন! একি? এর মধ্যে অনেকেই যে আমাদিগের পরিচিত! ঐ দেখ আমাদের প্রাণদায়িনীর সম্পাদক, ভ্রাতা নিবারণ, ভগিনী নিতম্বিনীর অঞ্চল ধরিয়া ঘুল্ ঘুল্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর এক এক বার এদিক ওদিক পিট্ পিট্ করিয়া চাহিতেছে। ঐ দেখ মিসেস্ ফুলকুমারী মাষ্টার রামগতির সহিত হাত ধরাধরি করিয়া কেমন সচ্ছন্দে পদচারণ করিয়া বেড়াইতেছে! অবাক্, এই যে আমাদের ঝুম্‌কোলতা! দেখ দেখ! মাষ্টার এন্ সরকারের স্ফূর্ত্তি দেখ, ঝুম্‌কোলতাকে লইয়া প্রাণ খুলিয়া কেমন আনন্দ করিতেছে— একি! নিরয়িনি ঠাকুরাণি একাকিনী নাকি? না ঐ যে শ্রীমান্ বিশ্ব-বাঙ্গারাম পশ্চাতে আছেন। আহা বেশ বেশ! আর কাদম্বিনী? ঐ যে সঙ্গে কৈলাস আছেন। রামমণির সঙ্গে ভজহরি আছে; দিগম্বরীর আপদ-গোপাল আছে। বিদ্যাধরীর গোবর্দ্ধন আছে; বিলাসিনীর গৌরিকান্ত আছেন, রাধারাণীর বৈকণ্ঠ আছেন; সৌদামিনীর সুবোলচন্দ্র আছেন; মুক্তকেশির সিদ্ধেশ্বর আছেন, কাত্যায়নীর কেনারাম আছেন; গঙ্গামণির কুড়িরাম আছেন; নিস্তারের ভূষি-ভোজন আছেন, পাঁচকড়ির খাঁদা হর আছে; কত বলিব? দেখিতেছি ত সকলের সকলেই আছেন; তবে নাই কে?—বুঝি সন্ন্যাসিনী!

চুপ্ আর বেশি গোল ক'রো না—এই বার বুঝি উপাসনা হবে—হবে ?

এবে আঁটুগাড়ি বসি যত ভ্রাতাকুল,
নব দূর্ব্বাদল সুশ্যামল মখ্‌মল
বিনিন্দিত, সুবিস্তীর্ণ আস্তরণোপরি,
যুড়ি দিলা উপাসনা মুদিয়া নয়ন,
পার্শ্বে লয়ে নিজ নিজ রঙ্গিলা ভগিনী।
হায় রে যাদের হেরিয়ে ঠসক,—পড়ি
কটাক্ষ কুলিশে, গেল্‌া মারা বিথোরেতে
কত যে কোমলমতি ইস্কুলে পড়াক্ *
বিদ্যার্থী বালক, মরয়ে যথা নিরীহ
হরিণ-শিশু পড়ি ছটকটি নিদারুণ
কিরাতের নির্ঘাৎ আঘাতে বনমাঝে।

পাঠকদিগের মধ্যে হয়ত এ কথা অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, মিষ্টার সরকার ব্র্যাড্‌লর শিষ্য হইয়া তাঁহার উপাসনায় আস্থা কেন ? পাঠকের ন্যায় এ কথা আমরাও একবার সাহস করিয়া সাহেবকে জিজ্ঞাসিয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহার উত্তর এই যে, যদিও তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী, তত্রাপি উপাসনার এফিকেসি বিষয়ে তিনি কুত্রাপি অবিশ্বাস করিতে বাধ্য নন্। ভাল, যদি তাই,—ত তাই তাই।

যাহা হউক উপাসনা ত শেষ হইল। আবার নিমীলিত চক্ষু উন্মীলিত হইল, প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিল, আনন্দ লহরী প্রবাহিত হইল, অর্থাৎ তারপর সেই সুধামাখা প্রেম সঙ্গীত সুরু হইল।

---

* অর্থাৎ যে ইস্কুলে পড়িতেছে।

গীত।

গাওরে সকলে, ভাই ভগিনী মিলে
গাও কুতূহলে, তাঁর গুণগান,
যে নামের গুণে গহন কাননে
শুক্‌নো তরু মুঞ্জরে।
হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রে
হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রে
হিপ হিপ্‌ হুর্‌রে
যাঁহার কৃপায় বসন্ত উদয়,
পিককুল-গায়, বহেরে মলয়,
বিরহিনী প্রাণ জর জর প্রায়
অলিকুল তায় গুঞ্জরে।
হিপ হিপ্‌ হুর্‌রে
হিপ হিপ্‌ হুর্‌রে
হিপ হিপ্‌ হুর্‌রে
যাঁহার দয়ার দারুণ দাপটে
কার প্রাণ ফাটে কেও বা মজা লোটে,
সময়ে শমনই পড়িয়ে সঙ্কটে
পালাই পালাই ডাক ছাড়ে।
হিপ হিপ্‌ হুর্‌রে
হিপ হিপ্‌ হুর্‌রে
হিপ হিপ্‌ হুর্‌রে
যাঁহার অপার দয়ার প্রভায়
ভাই ভগ্নি মিলি এক-পাতেতে খায়,

পবিত্র প্রণয় কভু বিষময়ী
(ওরে) কাঁচা বাঁশে ঘুন ধরে।
হিপ হিপ্ হুর্‌রে
হিপ হিপ্ হুর্‌রে
হিপ হিপ্ হুর্‌রে

(স্ত্রীগণ।) আমরা ভারতে স্বাধীনা জেনেনা,
স্বাধীনতা বিনে কিছুই জানি না,
বাজে কাজে মোরা কখন ফিরি না,
ছুঁই না কখন ডার্টি হাঁড়ি কুঁড়ি,
পূজি না প্রাণান্তে তরু শিলা নুড়ি,
খাই দাই শুই করি উপাসনা।

(পুরুষগণ।) আমরা ভারতে ভারত সন্তান,
ভারতের দুঃখে কাঁদেরে পরাণ,
কাঁদে আর্য্যাবর্ত্তে গৌড়বাসীগণ,
কাঁদে রে ভারত পুরবাসী জন।
তাই বলি যদি করি প্রাণপণ
স্বকার্য্য সাধনে হও আগুয়ান,
অধীনতা নিশি হবে অবসান,
ভারত উদ্ধার করা কতক্ষণ?

(সকলে।) ওরে আয়রে তোরা ভারতবাসী
কে যাবি আয় ভবের পারে?
ওরে এমন রগড় আর পাবি না,
এমন দিন আর হবে না, আর হবে না,
আর হবে না রে!!!

এই আনন্দ-সূচক সঙ্গীতধ্বনি, কাননাভ্যন্তরস্থ নবীন লতিকা বিকম্পিত করিয়া, তড়াগস্থিত সলিলরাশি হিল্লোলিত করিয়া, বৃক্ষস্থিত বিহঙ্গম-কুলকে উন্মাদিত করিয়া ক্রমে ক্রমে গগনমার্গে সমুত্থিত হইতে লাগিল। উপবন জম্ জমাট্ ও আসর সর্‌গরম হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে সঙ্গীতামোদ শেষ হইতে না হইতেই সেই জমাট আসরে সটান দাঁড়াইয়া বক্তৃতা আরম্ভিলা ভ্রাতা শ্রীভজহরি মণ্ডল। সে কি প্রকার?—তবে শ্রবণ কর।

"ভাই রে আজ আমাদের কি সুখের দিন! ভগিনীগণ অদ্য আমাদিগের কি সুপ্রভাত! হায় ইহা কি মুহূর্ত্তরে কাহার মনে উদয় হইয়াছিল যে, এই উনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে অদ্য তারিখে এই পরপদ-বিদলিত, ইডেন গার্ডেনে—ম্লেচ্ছ-কর কবলিত আনন্দ কাননে, সমগ্র ভ্রাতা ও ভগিনী সমিতি একত্রে সংমিলিত হইয়া সচ্ছন্দে পরমানন্দে মনের আনন্দে আনন্দ করিব—সাম্য প্রেমে বিভোর হইয়া, মৈত্রিমন্ত্রে মাতোয়ারা হইয়া, স্বাধীনতা ধ্বজা হাতে লইয়া, স্বাধীন প্রেমে স্বাধীনামোদে স্বাধীনতা সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে স্বাধীন ভাবে বেড়াইয়া বেড়াইব?—স্বাধীন হাওয়া গায়ে লাগাইব?—ঐ শুন! বুঝি শুরু হলো টাউন ব্যাণ্ড! মরি মরি, কি মধুর কি মধুর!" প্রতিধ্বনি হইল "কি মধুর সুমধুর!" "একবার আমি বলি," ব'লে তেড়ে ফুড়ে উঠে উচ্চৈঃস্বরে আরম্ভ করিল—ভ্রাতা কুড়িরাম শাস্ত্রাধ্যায়ি।

"অয়ি ইডেন উদ্যান! আজ তুমি ধন্য হইলে, এতদিনে তোমার অস্তিত্ব সার্থক হইল। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত শ্বেত

নরনারীগণই তোমার সুকোমল দেহের শোভাবর্দ্ধন করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু আজি ভগিনীগণের পদার্পণে তোমার সুশ্যামল দেহ সুপবিত্র হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনও পর্য্যন্ত শ্বেত মনুষ্য তোমার পবিত্র বক্ষে বিচরণ করিতেছে। বলিতে কি এ বাহার নিতান্ত নিন্দের নয়; এক ধারে শ্বেত, এক ধারে শ্যামল, এক ধারে গঙ্গা, এক ধারে যমুনা, এক ধারে অমা, এক ধারে পূর্ণিমা। তবুও এ শোভা আমাদের ভাল লাগিতেছে না, ভরসা করি ভবিষ্যতে যেন বিজাতীয় পদরেণু তোমার পবিত্র দেহ স্পর্শমাত্র না করিতে পায়?—তোমার ত্রিসীমানায় আর ঘেঁসিতে না চায়। হায়, এতদিনে জানিলাম স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির উদ্ধারের পন্থা সুপরিষ্কৃত। আর ভারত উদ্ধারের দেরি নাই—দেরি নাই। ঐ দেখ স্বাধীনতা সূর্য্য উদয়োন্মুখ অধীনতা চন্দ্র অস্তমিত-প্রায়। ওহো! যে স্বাধীনতা সূর্য্য একবার ভারতাকাশ হইতে অন্তরিত হইয়াছে, আর কি তাহার পুনরুদয় হইবে না?—হইবে—হইবে, কেন হইবে না—ভাল মনে পড়েছে—দেখিতেছ ও দিকে উন্নত মস্তকে কে দাঁড়াইয়া আছে?—ফোর্ট উইলিম,—আর ফোর্ট উইলিয়ম্! আর তোমার ভ্রুকুটী খাটে না, ঐ দেখ পূর্ব্বদিক ফর্‌সা হইয়া আসিয়াছে, আর ভয় নাই ভরসা এখন ভরপুর। রে ফোর্ট উইলিয়ম! রে নিষ্ঠুর-মতি ইষ্টক গাঁথনি ভ্রাতাকুল চক্ষু শূল উইলিয়ম ফোর্ট, যদ্যপি এতদিন আমাদের জাতীয় একতা থাকিত, ভগিনীগণ স্বাধীনতা পাইত, ব্রাহ্মণ শূদ্রে মিশিয়া একপাতে খাইতে শিখিত, তাহা হইলে তোমার ঐ অসাড় অচল অটল দেহায়তনের একখানি ইষ্টক খণ্ডের রেণু-

কথা পর্য্যন্ত কেহ আর দেখিতে পাইত না। কিন্তু হায়, আর কি ভারতে সে দিন আছে?

"আর কি ভারত সজীব আছে?
সজীব থাকিলে এখনি জাগিত,
বীর পদভরে মেদিনী দুলিত,
ভারতের নিশি প্রভাত হইত,
হায় রে সে দিন ঘুচিয়ে গেছে।

একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, মিলে,
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে,
তুলিতে আপন মহিমা ধ্বজা।

যাগ যজ্ঞ হোম পূজা আরাধনা,
এ সবেতে আর কিছুই হবে না,
খোল্ তলবার,—খোল্ তলবার,—"

এমন অবস্থায় কিন্তু বক্তৃতা চট্ থেমে গেল, কি যেন একটা বিজাতীয় গোছের বিকট আওয়াজ কাণে গেল;—ওমা! ও আবার কে আসে গো!

তখন সকলেই চাহিয়া দেখিল, দেখিল যে, সুরাপানে উন্মত্ত একটী আকাট জোয়ান জাহাজী গোরা হেলিতে দুলিতে চারিদিক চাহিতে চাহিতে, গাহিতে গাহিতে, আনন্দ করিতে করিতে, এই দিক্ পানে আসিতেছে, দেখিয়া দুই একটী ভ্রাতা বিশেষতঃ ভগিনীগণ একটু তটস্থ হইল। গোরাচাঁদের গীত তেমনি চলিতে লাগিল্।

(গীত।)

I.

Sailor. Oh ! Listen for a while,
And I will sing to you,
About a girl I loved,
Her name was Duck Foot Sue,
She was gentle and divine,
Long waisted in the feet,
And her heel stuck out behind
Like an Eighteen carat beet.

(Chorus) So now I'll sing to you
Of the girl I loved so true,
She was Chief engineer,
In a white shirt laundry
Out in "Back yard view",
Her beauty was all she had
With a mouth like a soft shell crab,
She'd an Indian rubber lip
Like the rudder of a ship,
I tell you she was bad.

II.

She was not very fat,
Nor was she very thin,
She looked when she was dressed
Like a straw in a barrel of gin ;
I took her to a Ball,
The "Fat man's social club"
And it cost me half a sov,
To settle for her grub.

(Chorus) Her face was the color of a ham,
She had ears like a Japanese fan,

She could talk for an hour
With a forty horse power,
She'd a voice like a Catamaran,
Her hair was Indigo blue,
She was graceful as a Kangaroo,
You ought to see her tussle.
With a patent leather bussel,
She could whistle like a steam boat too

III.

When first she went away,
It almost took my breath,
There' was one thing I am sure
She 'll never starve to death ;
If I had married her,
I'd have always been afraid,
Of being shot or scalped,
By the mother-in-law brigade.

(Chorus) She was a funny old guy,
With a double barrel squint in her eye,
Her number ten feet,
Would cover up the street,
She'd a mouth like a crack in a pie.
She had a cheerful cemetery laugh,
And a head like a Mexican calf,
She's an iron clad clipper,
Built gun boat brig,
With a ball on her main top gaff.

চতুর্দ্দশ লহরী।

ভীষণ সমর!

কি হয় কি হয় রণে, কি হয় কি হয়,
একেবারে খেপিয়াছে ভ্রাতা সমুদয়।

সঙ্গীতামোদ ত শেষ হইল। এখন গোরাচাঁদ কি বলেন তাহাই শ্রবণ করুন।

"Hang me, if I go on board" the English ship 'Almoda' any more——No, by no means. I would rather die ashore than be a boatswain on board the British barque 'Almoda' any more".

একেই ত তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিত, তাহাতে আবার সুরাপানে সুরঞ্জিত, সুতরাং জনবুলের সমুপস্থিতিতে ভারত সন্তান-গণের আনন্দের কিছু বিঘ্ন জন্মাইয়াছিল। কৃতান্তের সহোদর-সম জাহাজী জ্যাকের সেই দিগ্‌গজমূর্ত্তি সন্দর্শনে দুই এক জন ভ্রাতা, বিশেষতঃ ভগিনীগণ কিছু সঙ্কিত-চিত্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে দুই চারিজন দুঃসাহসিক ভ্রাতার আস্ফালন-সূচক উৎসাহ বাক্যে, শীঘ্রই সে আশঙ্কা অপনীত হইল!

তার পর মন্দরাম সেই নবদুর্ব্বাদল-সুশোভিত তৃণ-শয্যোপরি গট্‌ হইয়া পা মেলাইয়া বসিয়া পড়িল, বসিয়া বসিয়া খানিক কি ভাবিল, বুঝি তাহার মূল্যবান্‌ সময় কেন বৃথা অপচয় হয়? এই ভাবিয়া কক্ষ দেশ হইতে একটী মদের বোতল বাহির করিয়া,

বসিল। তার পর উলটিয়া পালটিয়া বোতলটীকে বেশ করিয়া দেখিতে লাগিল, দেখিয়া যেন তাহার বোধ হইল মদ কম পড়িয়াছে, কে হয়ত খানিক চুরি করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে। জন্‌বুলের মদ কম পড়িয়াছে? সর্ব্বনাশ! ইহাপেক্ষা বঙ্গোপসাগরে তাহার জাহাজ কেন ডুবি হইল না?

"Oh! By Jingo! Who the devil has drunk my rum? It must be Mack the Sailmaker, Billy the Cook or Jimy the Cabin boy; This morning, when I was on the poop, I saw these three ruffians pass my bunk. What were they doing there? They had no business to come there. I'll give it them for this.

এই প্রকারে গর গর করিতে করিতে পুরুষ রাগে বোতল সুদ্ধ চুমুক্ মারিয়া আউন্স দুই তিন মদগর্ভে দিয়া বসিল। মুখে বলিল "Oh! delicious! delicious!"

বুঝি এতক্ষণের পর গোরাচাঁদের temperatureটা লেভেল হয়ে দাঁড়ালো?

"I must comfort myself again" বলিয়া আবার খানিক পান করিল।

সর্ব্বদুঃখ সংহারিণী, পূর্ণানন্দ প্রদায়িনী, গরলময়ি মহাদেবীর অসীম শক্তি প্রভাবে জনবুল সদানন্দ, আপন মনে আপনিই আনন্দ করিতেছে, হাসিতেছে, নাচিতেছে, গাইতেছে, টলিতেছে, পড়িতেছে—পড়িতেছে আবার উঠিতেছে, উঠিয়াই আবার সেই বোতল-বিহারিণী মনোমোহিনীর মুখচুম্বনে ক্ষণিক স্বর্গ-সুখানুভব

করিতেছে। এই প্রকারে গোরাচাঁদ পানীয় কারবার বেস চালাইয়াছে, দিব্য আনন্দ করিতেছে, ইত্যবসরে সহসা তাহার নজরটা সন্তানগণাভিমুখে নিহিত হইল।

এতক্ষণে—এতক্ষণে গোরাচাঁদের চেতনা হইল, অমনি একটা বিকট হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল;—"Ha! ha! Here is a number of damn nice girls! I wonder who they are?

পীন-পয়োধর-ভার-ভরেনাবনতা ভামিনীদের দর্শনে কি কোন মহাকর্ষণী শক্তি নিহিত আছে? নহিলে দর্শন মাত্রে গৌরাঙ্গের অঙ্গে কে এরূপ বৈদ্যুতিক শক্তির সংযোজনা করিয়া দিল? গৌরাঙ্গের বপুখানি ঐদিক ভাগেই প্রধাবিত হইল।

তখন সেই স্বাধীনতা-প্রিয় ভারত-ভ্রাতাগণ বেগতিক দেখিয়া কান খাড়া করিয়া দাঁড়াইল, মহিলাকুল ভয়েই আকুল।

পাঠক! আন্দাজ করুন দেখি, যখন জন্‌বুল মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় হেলিতে দুলিতে মুখে হট্ মট্ গট্ শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে সেই গালভরা হাসি লইয়া সন্তানগণের সম্মুখীন হইল, তখন তাহারা কি করিল?

বলিতে পারিলেন না?—সরল পন্থা অবলম্বন, অর্থাৎ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত সটান দৌড়। আর ভগ্নিগণ? সাধ্যমত তদনুসরণ!

আজ কিন্তু মিসেস্ রামমণি বেচারিণীর বড় বিপদ; একে স্ত্রীজাতি স্বভাবত কোমল প্রকৃতি, তায় তিনি সাত মাস গর্ভবতী, স্ফীতোদর—কবে বীর পুত্র প্রসব করে, অন্নেই আক্রান্ত হইয়া পড়িল, দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া মাষ্টার ভজহরির নাগাল ধরিতে

পারিল না। শ্রীমতী যত ডাকে, "ওগো একটু দাঁ'ড়য়ে যাও—প্রাণনাথ আমার মাথা খাও" শ্রীমান্ ততই পড়ে না ওঠে, চোঁচাপটে ছোটে—তামাসা নয়, এখন আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম।

রে মূর্খ! রে অপক্ক-মাংস-আহারী সাগর-মার্গ-বিহারী ইন্দু-দ্বীপনিবাসী জাহাজী জ্যাক্! সাধ্য কি তোর যে তুই আর্য্যাবর্ত্তজয়ী মহাপুরুষ বংশধরদিগের সহিত সটান দৌড়ে বিজয় লাভ করিস্?

ঝামেল মিটিল, দেখিতে দেখিতে সব ফাক্ হইয়া গেল, নির্ব্বোধ গোরা আসিয়া বড়ই ফাঁপরে পড়িল—ফাঁপরে পড়িল? কি সর্ব্বনাশ! একি হইল—একি হইল!!

সতী! তোমার অদৃষ্টে এই ছিল? এ দৃশ্যও আমাদের দেখিতে হইল? পাপিষ্ঠ নর পিশাচ বৌটীকে বাগে পাইয়া আক্রমণ করিল! সরলা, কুলের কুলবালা, স্বভাবত লজ্জাশীলা, কখন অন্তঃপুরের বাহির হয় নাই, জানেনা কিসে কি হয়,—সে কি কখন উচ্চশিক্ষিতা মহিলাকুলের সহিত সমান দৌড়াইয়া পলাইতে পারে? পশ্চাতে পড়িল, সুতরাং সেইটীই তাহার শীকারের লক্ষ্যস্থল হইল। ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল নিরীহ হরিণ-শিশুকে বাগে পাইয়া যেরূপ উৎসাহের সহিত আক্রমণ করে, পাপিষ্ঠ নর-শার্দ্দূল বৌটীকে একা পাইয়া সেইরূপ ধরিয়া ফেলিল।

"Come along darling!—Come and comfort yourself my soul." বলিয়া আবার পাপিষ্ঠ বৌউর মুখের কাছে মদের বোতল ধরিল। বৌর তখন সংজ্ঞা-রহিত, প্রশ্নের প্রত্যুত্তর না পাইয়া পামর আবার বলিল; "I am at your service my angel—Have a peg for my sake."

কোথায় স্বাধীনতা-প্রিয় সমাজনেতা ভ্রাতাগণ! কোথায় তোমরা? কোথায় ভ্রাতৃকুল-জয়কেতু বাগ্মি-প্রহরি জ্ঞানচন্দ্র? কোথায় তুমি? ওকি কর? দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া পালাও কোথা? কি কর, চাল একটু খাট কর—চাল অত লম্বা কেন? ফের ফের, ফিরিয়া একবার চাহিয়া দেখ, দেখ তোমার কুলের কুলবধূ, গৃহের গৃহলক্ষ্মী, সংসারের আনন্দ-দাত্রী—সাধ্বীসতী, আজি তোমা হইতে তাহার কি দুর্গতি! জ্ঞান ফের—ফের, গ্রন্থকারের কিরে ফিরিয়া একবার চাহিয়া দেখ?

জ্ঞান ফিরিল, ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, দেখিল—সর্ব্বনাশ! জনবুলের এক বগলে বোতল, অপর বগলে বৌ! তখন জ্ঞানচন্দ্রের চট্‌কা ভাঙ্গিল, আর তাহার পলাইতে প্রবৃত্তি হইল না। তখনই তাহার মনোমধ্যে কি একটা ভাবের উদয় হইল, বলিতে পারি না; বোধ হয় ভাবিল, মরি কি মারি বৌকে ত উদ্ধার করিব। তখন জ্ঞানকে ফিরিতে দেখিয়া গোবিন্দ ফিরিল, গোবিন্দকে দেখিয়া, কুড়িরাম ফিরিল, কুড়িরামের দেখাদেখি রামগতি ফিরিল এবং রামগতির দেখাদেখি অনেকেই ফিরিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ঝটিৎ একটা মৎলব আঁটিয়া লইল। তখন মিষ্টার গোবর্দ্ধন আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "ওঃ! আমরা নয় আর্য্যজাতি? আর্য্যসন্তান বর্ত্তমান থাকিতে ভগিনীর অপমাননা করে একজন আমমাংসাহারী নিকৃষ্ট দরের গোরা? আর্য্যজাতির ধড়ের উপর মাথা থাকিতে শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না—কখনই না! কি বলিব, আপাততঃ আমাদের হস্তে কোনরূপ অস্ত্র নাই, নহিলে দেখাইতাম, কি বলিব, সঙ্গে একগাছা লাঠিমাত্র নাই, লাঠি নাই, সোটা নাই, ঢাল নাই, তলোয়ার নাই, কামান নাই, বন্দুক নাই,

গোলা নাই, গুলি নাই,' কি বলিব দুঃখের. কথা আবাগের বাগানে একখানা ইট্ পাটখেল পর্য্যন্ত পড়িয়া নাই, থাকিলে যে এক্ষনি একটা লঙ্কাকাণ্ড বাধাইতে পারিতাম, তার আর সন্দেহ কি ? কিন্তু তাই নাই থাক্, তবুও আর্য্যজাতি, এখনও আর্য্য-শিরায় উত্তপ্ত আর্য্যশোণিত প্রবাহিত, আর্য্য সন্তান কেমন করিয়া নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয় তা জানে'। আর্য্য-নামের অপমাননা করিব না, ভ্রাতাগণ! শোন শোন! সম্মুখ সমরে অগ্রগামী হও, আজ ভ্রাতাগণের পরীক্ষার দিন; পরীক্ষা দেও, উত্তীর্ণ হও! স্বদলে যুঝিব আজি ইংরাজের সাথে, দেখিব দেখিব এবে কে মোদের আঁটে ? নাহি থাক অস্ত্র, রিক্ত হস্তেই লড়িব, মারিব মারিব, না হয় মরিব ভাইরে, তাতেই বা কি ভয়রে!"

দেখিতে দেখিতে ভ্রাতাগণ আবার দলবদ্ধ হইল, মুখে মহা আস্ফালনজনক উৎসাহকর বাক্য উচ্চারিত হইতে লাগিল। ভ্রাতাগণ চলিল, যুঝিতে সম্মুখ রণে জনবুল সাথে। পাঠক! ভাবিয়া দেখ ব্যাপার কি ভয়ঙ্কর! আমাদের ত গায়ে কাঁটা দিয়াছে!

নবগঠিত ভ্রাতৃসেনা মহা উদ্যমে সমরপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইল বটে, কিন্তু ঝটিতি যুদ্ধ ঘোষণা করিল না, তাহাদের বিবেচনায় সহসা এ কাজটা করা বড় যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল না। ভ্রাতাগণ এ ক্ষেত্রে গ্লাড্‌ষ্টোনিয়ান পলিসি অবলম্বন করিল অর্থাৎ সহসা ওয়ার ডিক্লেয়ার না করিয়া যদি পিস হয়, ত তা'র চেয়ে সুখের বিষয় কি ? সুতরাং তাহারই চেষ্টায় থাকিল। বিশ পঁচিশ হাত অন্তরে থাকিয়া গোঁয়ার গোরাকে অনেক বুঝাইল,

নানা প্রকারে সন্ধি প্রার্থনা করিল। গোরা বলিল, "God damn your eyes."

সুতরাং সন্ধি হইল না, যুদ্ধই স্থির হইল। ভ্রাতাগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না, অমনি দল বাঁধিয়া সকলে সাহেবের উপর চড়োয়া হইল।

তখন জনবুল দেখিল, কতকগুলো কাল কাল মানুষের মত হস্তপদ-বিশিষ্ট নির্জীব জীব তাহার আনন্দের ব্যাঘাত জন্মাইতে আসিতেছে; দেখিয়া সেও ফিরিয়া দাঁড়াইল, নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল, মুখে বলিল, "I'll knock your brains out, you rowers of Devils boat." কার্য্যে করিল কি? বদ্ধমুষ্টি-প্রহরিণী হস্তে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিবিধানার্থে ধাবমান। (তবু সাহেবের এক হাত যোড়া, বগলে বৌ) ভাগ্যে ভ্রাতাগণ পলায়নে শীঘ্রপদ, তাই সে বেগ সম্বরণ করিতে গিয়া দুই দশ ঘুসা খাইয়াও আর্য্যাবর্ত্ত-জেতা বীর-কুলোদ্ভব ভ্রাতাগণ পলায়নে প্রতিনিবৃত্ত হইল না। ওঠে না পড়ে চোঁচা দৌড় মারে, কেহ বা পা হুচুটিয়া পড়িয়া মরে। একজন পলায়নতৎপর ভ্রাতা,—আহা! তাহার পায়ে কাপড় জড়াইয়া এমনি পড়ন পড়িল যে, তাহার নাসাদণ্ডোপরি চসমা খণ্ডের পর-কোলাদ্বয় খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়া বেচারার চক্ষু দুইটী যাবার দাখিলে পড়িল—নবগজাইত ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাজি বহিয়া দরবিগলিত ধারে রুধির ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। পতন-শীল আহত ভ্রাতাকে পদতলে দলন করিয়াই কত ভ্রাতা পলায়ন করিল। (অবশ্য পরিণামে তাহাকে সুশ্রূষার নিমিত্ত গাড়ি করিয়া হাঁসপাতালে পাঠান হইল।) যে দুই চারিটী ভ্রাতা জ্যাকের কাছিটানা শ্রীকরকমলের মুষ্টিপ্রহরণ-আস্বাদন-সুখ

অনুভব করিতে পারিয়াছিল, তাহারা ত তৎক্ষণাৎ "বাপ্‌রে বড়াইরে" করিতে করিতে কোথায় যে অন্তর্ধান হইল, তাহার ইয়ত্তা করা কি সামান্য কবির আয়ত্তাধীন ?

তার পর দেখা গেল, জনকয়েক ভ্রাতা বাগান পার হইয়া গেটের বহির্ভাগে দাঁড়াইয়া "পাহারাওলা পাহারাওলা" শব্দে বারম্বার উচ্চ চীৎকার করত রাজপুরুষদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তৎকালিন একটী মাত্র প্রহরীর সাক্ষাৎ লাভ হইল না। নাই হউক তাতেই বা কি ভয় ?

মহাবীর পুরু সেকেন্দার সা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াও কি সামান্যতঃ শত্রুর নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল ? না ওয়াটারলু ফিল্‌ডে সমগ্র ইয়োরোপ খণ্ডের মহাবল একত্র না হইলে অন্নে নেপোলিয়ানকে কেহ পাড়িতে পারিত ? অথবা মহারাণা প্রতাপ কি কখন বার বার বিধ্বস্ত ও পরাস্ত হইয়াও আক্‌বারের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল ? না কখন না—তবে কেন ভ্রাতাগণ সামান্যতঃ শত্রুর নিকট বশ্যতাস্বীকার করিয়া ভগিনীকে প্রতিদ্বন্দ্বীর হস্তে অর্পণ করিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইবে ? কেন সমগ্র ভ্রাতৃবল একত্র হইয়া শত্রুর নিপাত সাধনে কৃতসংকল্প না হইবে ? তবে কেনই বা না প্রতাপের ন্যায় বারম্বার (এ পক্ষে সবে একবার) বিধ্বস্ত ও পরাস্ত হইয়া শত্রু সহিত যুঝিবে ?

এই সকল ঐতিহাসিক ব্যাপার স্মরণ করিয়া ভ্রাতাগণ রণে ভঙ্গ দিয়া ঘরে ফিরিয়া গেল না, আবার মহা উদ্যমে বল সঞ্চয় করিয়া সমগ্র ভ্রাতৃবল একত্রীভূত হইয়া নব প্রবর্ত্তিত ভগিনীর উদ্ধার সাধনে—প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিবিধানে বদ্ধপরিকর

হইয়া সমর-প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইল। আবার ভ্রাতাগণের শ্রীমুখ-বিনির্গত মহা আস্ফালন শব্দ শ্রুত হইল। আবার পঁচিশ কদম অন্তরে থাকিয়া ব্যূহ বন্ধনপূর্ব্বক রোক্ করিয়া সকলে দাঁড়াইল। যাহার মুখে যাহা আসিল গোরার প্রতি ন ভূত ন ভবিষ্যৎ গালিগোলা বর্ষণ করিতে লাগিল, তন্মধ্যে মাষ্টার এন্, সরকারের রোকটা কিছু বেসি। অত রোকারুকির কারণটা এই, যে তাহার আত্মসমর্থনের উপায়টা কিছু ভাল ছিল, মধ্যে একটা বৃক্ষ ব্যবধান। মাষ্টার সরকার আবার সেইরূপ অকুতো-সাহসে সাহেবকে ইংরাজিতে বলিতে লাগিল,—

"Take care John, and remember that, if you do not leave our *bou* alone, but still continue to do that lawless act, we shall all be obliged to take the law in our own hands."

গোরা বলিল, "Go to blazes you damned sons of Salisburys Blackman."

জ্ঞানচন্দ্র মরিয়া, ক্রোধে অন্ধপ্রায়; ঘুসোটা ঘাসাটা খাইয়াও— কারণ তাহারই প্রাণে কিছু বিশেষ বাজিয়াছে,—সাহেবকে সাহস করিয়া বলিতে লাগিল, "সাহেব বৌকে আমার ছেড়ে দেও, এখনও বল্‌ছি ছেড়ে দেও; নহিলে ভাল হবেনা কিন্তু বলছি। তুমি জান উনি আমার বিবাহিতা স্ত্রী married wife, আমি ওঁয়ার lawful husband—ছেড়ে দেও, ভাল চাও ত এখনও বউকে ছেড়ে দেও।"

সাহেব সে কথা কাণে তুলিল না, কেবল বলিল; "I shall reap your bowels out you damned coward."

আপদ গোপাল বলিলেন,—আপদ গোপাল বাবু একজন জেলা কোর্টের প্লিডার, পসার ভারি, তাঁহার আইন জানার খ্যাতিটা গাছতলা অঞ্চলে কিছু জাঁকালো, তাই তিনি আইনের কথা পাড়িয়া জনবুলকে শাসাইতে লাগিলেন, বলিলেন,—

"সাহেব জান, তুমি কি ভয়ানক offence commit কর্‌চ ? আমরা তোমায় অম্‌নি ছাড়্‌ব না, প্রসিকিউট্ কর্ব্বো, charge বড় serious, sections 354 and 376 assault with intent outraging modesty and rape.

গোবর্দ্ধন বলিল, "সাহেব তুমি বউরে না ছাড় তো তোমার ইষ্ট গুরুর দিব্যি।"

কুড়িরাম বলিল, "সাহেব তোমার কি অনন্ত নরকের ভয় নাই ? বৌ যে প্রেগ্‌ন্যাণ্ট, তোমার স্ত্রীহত্যা ভ্রূণ-হত্যা উভয়-বিধ পাপের ভাগী হইতে হইবে।"

রামগতি বলিল, "হ্যাদে বউরি ছাড়ে দে, ওঁয়ার যে প্যাট্ হয়েছে—হ্যাদে ও আবাগির ছাবাল—হ্যাদে ও ভালথাকির পোলা—হ্যাদে ও কাছিটানা কেলা খেকো বেলাত চলানীর পুৎ! বৌরি ছাড়ে দে—বৌ যে পোয়াতিরে কম্‌বক্কে, ওনারে লয়ে করবি কি ? হ্যাদে দে—ছাড়ে দে—হ্যাদে কম্‌বক্কে কথা শোন্, বৌরি ছাড়ে দে—অ্যাহনও বুজি ওঁয়ারে চিন্তি পারনি ? উনি যে আমাগোর স্বর্গীয় চন্দর রায় মশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রবহু—ফিরি তানারই কৃতিপুত্র গজানন চন্দের বাড্র বহু—সোমাজ সংস্কার সভার প্রধান নেতা ভ্রাতা, জাফ চন্দের পরিণীতা বার্য্যা, অ্যাহন বাল চাস্‌ত বৌরি ছাড়ে.

দে—হ্যাদে কমবক্তে কতা শোন! ছাড়ে দে ওনার প্যাটের মদ্দি যে পোলা আছে মরি যাবা—ছাড়ে দে।"

তখন সেই কালভৈরব করাল মূর্ত্তি জনবুল, মত্তমাতঙ্গের ন্যায় ক্রোধকম্পিতকলেবরে বদ্ধমুষ্টি প্রহরণী হস্তে সন্তান-সেনাভিমুখে প্রধাবিত হইল।

"ঐ গো আবার আসে!" বলিয়া সন্তানগণও অমনি শীঘ্র পদে 'বাঙ্গালী' নামের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইল, কাহাকেও সে বিষয়ে পশ্চাদ্‌পদ হইতে দেখা গেলনা। তবে পলাইয়া এবার কেহ উদ্যানপার হইল না, অন্তরে অন্তরে থাকিয়া আপনাপনি লাফা লাফি ঝাঁপা ঝাঁপি ছুটো পাটি ছুটো ছুটি করিয়া উদ্যান দাঁদ্‌ড়িয়া বেড়াইতে লাগিল; মুখে সেই মহা আস্ফালন, কেহ বলে, "মার শ্যালাকে" কেহ বলে "ধর শ্যালাকে" কেহ বলে "গোরা মার গোরা মার" কেহ বলে "ইংরাজের কি অত্যাচার!" কেহ বলে "ইংরাজ arms act introduce করেই ত এই অনর্থ বাধিয়েছে", কেহ বলে "এ বিষয় পার্লেমেণ্টে মুভ করা আমাদের খুব আবশ্যক হইয়াছে", কেহ বলে "আহা এ সময়ে আমায় কেউ এক গাছা লাঠি এনে দেয়নারে?" অপর ভ্রাতা বলিল "তাইতে বা কি ভয়রে—ভাঙ্গিব গাছের ডাল, মারিব গোরার দল, নির্ব্বংশ করিব দৈত্য বংশ।"

এ দফে মদ-মদনোন্মত্ত গোরাচাঁদ ভারত সন্তান দিগকে স্পর্শমাত্র করিতে পারিলনা; সুতরাং এ ক্ষেত্রে ভ্রাতাগণই যে অপ্রতিহত প্রভাবে বিজয়লাভ করিল, তার আর সন্দেহ কি!

ও দিকে কয়েক জন ভ্রাতা মহা উদ্যমে মড় মড় শব্দে

কয়েকটা বৃক্ষের কাণ্ডই ভাঙ্গিয়া লঙ্কাকাণ্ড বাধাইবার উদ্যোগ করিল। ঐ সময় পোড়া প্রহরীও কি কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল—অমনি ঐ দিকে নজর পড়িল! হাঁগা এরা এতক্ষণ কোথায় ছিল? বিপদের উপর বিপদ, আহা! ডাল-ভাঙ্গা ভ্রাতাগণ তৎক্ষণাৎ প্রহরিকর্ত্তৃক গেরেপ্তার হইল! ওহো! তবে কি পাপাত্মা দশাননের নিধন সাধন হইবে না? তবে কি আর পাবকরূপিণী পতিপরায়ণা দুঃখিনী সীতার উদ্ধার সাধন হইবেনা? না, কেন হইবেনা? ঐ দেখ ওদিকে অন্যান্য ভ্রাতাগণ স্বকার্য্য সাধনে নিযুক্ত। যে সকল ভ্রাতা এদিকভাগে ছিলনা অর্থাৎ যাহারা ডালভাঙ্গা ভ্রাতাগণের এ দুর্গতি দেখিলনা, হে সহৃদয় পাঠক! আমরা তাহাদিগকে লই-য়াই অবশিষ্ট অভিনয়টুকু শেষ করিব।

করপোরাল সিউমঙ্গলসিং তাহার সহকারী প্রহরিদ্বয়কে বলিল, "লে যাও বদমাস্ লোককো ফাটক্‌মে—মামলা লিখায়ে দেও, আসামী লোক কোম্পানি বাগিচামে বে আইনি জমেয়াৎ হোকে বহুৎ হাল্লা করতা থা, আওর পেড়কা ডাড় ভাঙ্গা, বহুৎ লোকসানি কিয়া,—ডাড় দেখলাও দারগা সাবকো।

উত্তর—বহুৎ খুব।

ভ্রাতা খুদিরাম বড় ঘ্যান্ ঘ্যান্ আরম্ভ করিল, মেউ মেউ ক'রে কি যে বলে, জমাদার সাহেব সব কথা স্পষ্ট বুঝিয়া উঠিতে পারিলনা, আমরাও না, যাহা পারিলাম তাহা এই,—

"আর শক্তুর কাছে এগুতে পারবেনা—লাল মুখ কিনা?"

সিউমঙ্গল। কাঁহা লাল মু?

খুদি। কেন ঐ দেখনা যাকে ঐদিক বাগে, বউকো ধরবে

কেৎনা নাস্তা নাবুদ করতা হায়—সতীত্ব অপহরণ করনেকা চেষ্টা করতা হায়।”

সিউ। আরে! বহু কাঁহাসে আয়া? কিস্‌কা বহু?

খুদি। কেন জ্ঞানেন্দ্রবাবুকা—জ্ঞানেন্দ্রবাবু বৌকো সঙ্গে করকে নিয়ে আয়াথা হাওয়া খাওয়ানেকো আস্তে—আমারাও সকলে নিয়ে আয়া আপন আপন বৌকো—তবে তারা নাকি উচ্চ শিক্ষিতা, খুব দৌড়কে দৌড়কে পালানে সেক্তা—ঐ দেখনা নিকটে যাকে, সব গাড়িমে বয়টা হায়।”

সিউ। আরে তেরি বাঙ্গালী—বহুকো কাঁহে লে আয়াথা হাওয়া খেলায়নেকো?

খুদি। খালি খালি অন্তঃপুরমে থাক্‌কে থাক্‌কে গুমসে মরতা থা, তাই থোড়া থোড়া গড়ের মাঠমে নিয়ে আকে বিশুদ্ধ হাওয়া খাওয়াতাথা—স্ত্রীস্বাধিনতা নাই হোনেসে কি দেশকা উন্নতি হোগা?

সিউ। আরে বাঙ্গালী আপনা কাপড়া সামালনে নেহি সেক্তা, আওর আওরৎ লেকে আংরেজকা মাফিক হাওয়া খেলায়নে চাতা! তেরি বাঙ্গালীকা,—

ইত্যবসরে রঙ্গস্থলে একজন লালমুখ বিলাতী কনস্‌টেবল্‌ আসিয়া উপস্থিত হইল, সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, “What is the matter here?

পঞ্চদশ লহরী।

উপসংহারে সমাজ সংস্কার।

"কি ভয় কি ভয় রণে, কি ভয় কি ভয়,
সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে বৃটীশেরই জয়।"

যে সতী পতিনিন্দা শ্রবণে, অবহেলে আপন প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যে সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া একদিন স্বয়ং শূলপাণি ক্রোধে অন্ধ হইয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বিলয়ে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, হায়, আজি সেই সতীর এ দুর্গতি!

পাঠক! একবার ঐ ব্যাধবিতাড়িত বিহঙ্গিনীর প্রতি—শার্দ্দূলকবলিত কুরঙ্গিনীর পবিত্র মূর্ত্তির প্রতি নেত্রপাত কর! ঐ দেখ হতভাগিনী আবার সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে! ওহো! একি মূর্ত্তি! এতো সেই মধুর মুরতী ব্রীড়াবতী বালিকা নয়! এ যে করাল রূপিণী ভয়ঙ্করা ভামিনী! ঐ শোন, সতী পতিকে সম্বোধন করিয়া—পলায়ন-তৎপর সন্তানগণকে উদ্দেশ করিয়া কিরূপ তিরস্কার করিতেছে! শ্রবণ কর—উপদেশ গ্রহণ কর।

"হ্যাঁগা, তোমরা পালালে? আমায় উদ্ধার করতে পাল্লে না? অবলা কুলবালাকে ভুলায়ে নিয়ে এসে, বাঘের মুখে ফেলে দিয়ে সব সরে দাঁড়ালে? তোমাদের মনে কি এই ছিল? হ্যাঁগা আমি যে আস্‌তে চাইনি গা, কেন তোমরা আমায় এমন করে নিয়ে এলে? নিয়ে এসে এমন দশা কেন কল্লে? এতই কি তোমাদের প্রাণের ভয়? প্রাণটাই কি তোমাদের এত বড়

হলো ? হ্যাঁগা তোমরা নয় সব পুরুষ মানুষ ! এই কি তোমাদের পুরুষত্ব ? এই কি তোমাদের বীরত্ব ? হ্যাঁগা বাড়িতে যে তোমাদের চীৎকারের ধমকে ঘরের ঘুমন্ত ছেলে কেঁদে ওঠে ! তবে এখানে সব এমন কেন ? নিত্য নিত্য যে এত সভা বসাও— স্বাধীনতা স্বাধীনতা ক'রে যে এত চীৎকার কর—'আর্য্যজাতি আর্য্যজাতি', করে যে এত বড়াই কর—'ম্লেচ্ছ ম্লেচ্ছ' করে যে দুবেলা এত গালাগালি পাড়, এই কি তার পরিণাম ! ধিক্ তোমাদের সমাজ বসানকে—ধিক তোমাদের স্ত্রীস্বাধীনতাকে— ধিক্ তোমাদের দেশহিতৈষিতাকে—ধিক তোমাদের ভারত স্বাধীন করাকে !"

"By Jingo" গোরা বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "For God's sake don't kick up such a shindy"

ভীমা এবার মহা ভয়ঙ্করী বিশ্বসংহারিণী ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করিল। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করতঃ, রোষকষায়িতলোচনে জনবুলের প্রতি কটাক্ষ করিল। তেজোগর্ব্বিত বাক্যে গোরাকে সম্বোধন করিয়া গরবিণী আবার বলিতে লাগিল,—

"নরাধম ! মনুষ্যকুলে পিশাচ ! তুই যে মুখে বাক্য উচ্চারণ করিতেছিস্, ঐ মুখ যেন তোর খ'সে পড়ে—তুই যে হস্তে আমাকে স্পর্শ ক'রে আছিস্, ঐ হস্তে যেন তোর মহাব্যাধি হয়, গলে যায় ! নারকী ! আমায় পরিত্যাগ কর—চণ্ডাল• আমায় ছেড়ে দে ! সম্মুখে ভাগিরথী—আমি ঐ ভাগিরথীর পবিত্র সলিলে প্রবেশ ক'রে, এ পাপ প্রাণ বিসর্জ্জন করি ! আমি হিন্দুর মেয়ে—যে জাতির মেয়েতে হাসতে হাসিতে জলন্ত চিতায় প্রবেশ ক'রে, পতির সহিত পুড়িয়া মরিতে পারে !

সে কি তোর ঐ ভৈরব মূর্ত্তি—চোক্ রাঙ্গানিতে ডরায়? সতীর সতীত্ব যে কি অমূল্য ধন—সে ধন যে কেমন করে রক্ষা করতে হয়—হিন্দুর মেয়ে তা বেস জানে! পামর! একবার আমায় ছেড়ে দে।" দুরাচার সেলার সে কথার বিন্দু বিসর্গও বুঝিল না—ছাড়িল না। তখন হতভাগিনী আপন কপোলে করাঘাত করিতে লাগিল।

এমন সময় দেখা গেল, কিয়দ্দূর অন্তরে কয়েক জন ভারত সন্তান একজন ইয়োরোপিয়ান কন্‌ষ্টেবল্‌কে এই দিক ভাগেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিয়া, বলিতেছে "ঐ"।

কন্‌ষ্টেবল বলিল, "আও আও হামারা সাট্ আও", ভ্রাতাগণ বলিল, "না সাহেব, ও কামড়াবে।"

"নেহি কাটেগা, হামারা সাট্ রহ।"

"সাহেব তুমি আগু যাও, আমরা তোমার পেছনে পেছনে যাতা হায়—ঐ গো আবার ঝোঁকে!"

"Oh! I see he is beastly drunk."

"না সাহেব তুমি জাননা ওর সব নষ্টামি।"

তার পরেই ভীম আসিয়া ভৈরবকে ধরিল, লালে লাল মিশিয়া গেল—আশ্চর্য্য!

"Well Jack! I see you are awfully drunk."

সেলার বলিল, "Me?"

"Yes—you are—and disorderly too—I am Her Majestys' Officer to keep the peace—You are my prisoner now—Take care,—don't you be boisterous any more—I take you into custody."

"And my sweet heart too?"

"Shut up you beast—Why do you use force to this man's wife?"

"No—I don't force his vife—I coax his vife."

সারজন সাহেব আবার বলিল, "You must know that she is the wife of a respectable native gentleman—and not a loose woman." বলিয়া পুলিশ গোরার হস্ত হইতে বৌকে ছাড়াইয়া দিল। বলিল, "লে যাও টোমার ষ্ট্রীকো—খবরডার, আওর ইস্‌মাফিক আওরোট্‌ লোক্‌কো হিয়া মট্‌ লে আও।"

"না সাহেব, এই আমি নাক কাণ মলা খাইলাম, এমন কুকর্ম্ম আর কখন করিব না।" বলিয়া জ্ঞান আপনার নাক কাণ আপনি মলিল।

এত দিনে জ্ঞানেন্দ্রলাল বাবুর অন্তঃকরণে দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল। বাজেয়াপ্ত ধন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, হারানিধি ফিরিয়া পাইয়া, হাউ হাউ করিয়া কান্দিয়া ফেলিল, বউকে আলিঙ্গন করিয়া, বাষ্পবিগলিতস্বরে কহিতে লাগিল,—

"অয়ি আমার সর্ব্বস্ব ধন! আর আমি এমন কর্ম্ম কখন করিব না। সতী! আমি কুলাঙ্গার, আমা হইতেই আজি তোমার এ দুর্গতি! আর আমি ইহ জন্মে স্ত্রী-স্বাধীনতার নাম মুখে আনিব না। এক্ষণে আমি দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি, এত দিন আমি বিকার-গ্রস্থ রোগী ছিলাম—বিকার কাটিয়াছে, রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি—বিকৃত মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ হইয়াছে, এক্ষণে আমি দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি। গৃহলক্ষ্মি! গৃহে চল,

আমার অন্ধকার গৃহ আলোকময় হউক। আনন্দময়ি! আবার তোমার সুধামুখের স্মিত প্রফুল্ল মধুর হাসি দেখিয়া আমার উদ্বেলিত হৃদয়ে **আনন্দ-লহরী** প্রবাহিত হউক!

সারজন সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন টোমরা আসামীকো prosecute করিটে চাও? টুমি লোক্‌কো কিন্টু ফরিয়াডি হইটে হইবে।"

জ্ঞান বলিল, "না সাহেব আমি ফরিয়াদি হইতে পারিব না, আর আসামীকে prosecute করিতেও চাহিনা।"

নিবারণ বলিল, "জ্ঞান বাবু আপনি কাপুরুষ।"

জ্ঞান বলিল, "ভাই তোমরাই এর মধ্যে পুরুষ! যথেষ্ট হইয়াছে, আর কেন লোক চলান? তোমাদেরই ত দমে পড়ে আজ আমার এ দুর্গতি। আজ থেকে তোমাদের কথায় যে থাকে, সে শালা!"

পাঠক স্মরণ রাখিবেন, ভ্রাতা নিবারণচন্দ্রই হচ্ছেন—আমাদের সর্ব্বলোক-পরিচিত প্রাণদায়িনীর সম্পাদক; সম্পাদক মহাশয় গর গর করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—

"আচ্ছা আপনি নাই prosecute করুন, কিন্তু আমরা এ বিষয়ের একটা হেস্ত নেস্ত না করিয়া ছাড়িব না। একি ভয়ানক অত্যাচার!—সতীর সতীত্ব অপহরণের চেষ্টা! আমাদের দেশে আসিয়া আমাদেরই পয়সায় দেহের পুষ্টি সাধন করিয়া আমাদেরই উপর এই অত্যাচার! দেখিবেন, এই গোরা ঘটিত লোমহর্ষণ ঘটনা লইয়া—কি পর্য্যন্ত না করি! এই ব্যাপার লইয়া এরূপ তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিব, যে ইংলণ্ডে প্রাইম মিনিষ্টারের আসন পর্য্যন্ত টলমলায়মান হইতে থাকিবে। আর agitationএর

জন্য সমস্ত public journalএ প্রবন্ধ লেখার প্রয়োজন হইয়াছে; অদ্য গৃহে গিয়াই আমার প্রথম কার্য্য 'প্রাণদায়িনী'র জন্য একটী গবেষণা পূর্ণ strong article লেখা।"

কথা শুনিয়া কন্‌ষ্টেবল সাহেব সম্পাদক মহাশয়ের দুইটী কর্ণ দিব্য করিয়া মলিয়া দিল।

সম্পাদক মহাশয় বলিল, "উহু—হু—লাগে লাগে!"

তার পর সারজন সাহেব বলিতে লাগিল, "Stupid, টুমি লোক কেন ইস্‌মাফিক্ আপন আওরোট লোক্‌কো এ ষ্টানে আনিয়াছে?"

নিবারণ কাণে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "Female Emancipation."

"Female Emancipation.—স্ত্রীস্বাঢীনটা? ই কার্য্য টো টুমি লোকের আছে না, ই টো টুমি লোকের ডস্তুর নেই। আজি কালি আমি ডেখিটে পাই, টুমি লোকের মড্যে এই একটী mono-mania হইয়া ডারাইয়াছে। ইহাটে কি অনট্য আছে, টাহাট ডেখিটে পাইটেছ না। টুমি সকল আমি লোকের অনুকরণ করিটে বোর প্রিয় বোচ্ কর, উট্টম কটা; অনুকরণ ব্যাটিট উন্নটি হইটে পারে না, কিণ্টু আমিলোকের মণ্ড গুলা ছাড়িয়া ডিয়া ভাল বিষয় লইটে কেন না চেষ্টা কর? টুমি লোকের মড্যে আজি কালি ডুই ডশ ব্যক্টিকে স্ত্রী লইয়া বেড়াইটে ডেখিটে পাই, কিণ্টু আমিডিগের চক্ষে উহা অট্যণ্ট absurd বলিয়া বোড হয়, ওরূপ rediculo ডেখিয়া আমি লোক হাস্য সম্বরণ করিয়া ঠাকিটে পারিনা—বলিটে পারিনা বাবুলোকডিগের চক্ষে উহা কিরূপ ঠেকে? আমি, টুমি লোক্‌কো

উট্যম advice দিইটেছি শোন। টুমি লোক ষ্ট্রীস্বাধীনটা কার্য্যটা পড়িট্যাগ কর,—টুমি বলিবে টবে আমি লোক কেন না করিবে? আমি লোকের একটা custom—ডষ্টুর ডাড়াইয়া গিয়াছে,—আর আমি লোক স্বাধীন আছে, টুমি লোক পরাটিন আছে—অগ্রে টুমি লোকের আপন মরড স্বাটীনটা পাইটে চেষ্টা কর—অগ্রে টুমি লোকের স্বাটীনটা না হইলে ষ্ট্রীস্বাটীনটা কি প্রকারে সম্ভব হইটে পারে?—Now take care, don't you try it again." বলিয়া সারজন সাহেব সেলার সাহেবকে লইয়া চলিয়া গেল।

জ্ঞানেন্দ্র বাবু আপন পত্নীকে লইয়া সজলনয়নে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ভ্রাতাগণও হাত মুখ চোকাইতে চোকাইতে যে যার ঘরে চলিয়া গেল।

পর দিবস পুলিশে ডালভাঙ্গা ভ্রাতাগণের দশ দশ টাকা করিয়া অর্থ দণ্ড হইল। আর সেলারের মাতাল হইয়া গোল মাল করার অপরাধে পাঁচ টাকা মাত্র ফাইন্, না দিতে পারিলে, এক সপ্তাহকাল কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ডের আদেশ হইল।

* * * * * *

আমরা আনন্দ-লহরী (বিকল্পে) সমাজ-সংস্কার এইখানেই শেষ করিলাম, পাঠ করিয়া যদ্যপি একটী মাত্রও বিকৃত মস্তিস্ক কিয়ৎ পরিমাণে প্রকৃতিস্থ হয়, তাহা হইলেই বুঝিব, এ লেখনী ধারণ সার্থক।

সমাপ্ত।